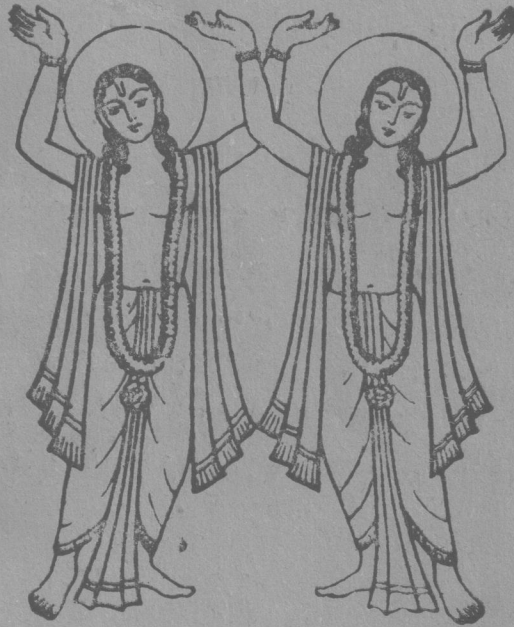


শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার ।



In Care of Madhavananda Das
Please Return

দ্বিতীয় সংস্করণ

ব্যাসাবতার

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত

সংগণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

॥ विज्ञप्ति ॥

१) वैष्णव शास्त्र गवेषनाय वैष्णव रिसर्च इनस्टिट्यूट आसुन । संरक्षित ग्रन्था-
बलीय तालिका (क्याटलक) संग्रह करुन ।

“भिक्का दश टाका मात्र”

२) प्राचीन पुँथी ७ ग्रन्थावली उई पोकाम नष्ट ना करे एई ग्रन्थागारके दान
करुन ।

७) प्राचीन पुँथी ७ ग्रन्थ प्रकाश मुलक त्रैमासिक पत्रिका श्रीपाद ईश्वरीपुरिय
ग्राहक हुँन । वार्षिक चाँदा वार टाका । एककालिन दुई शत टाका प्रदाने
आजीवन सदस्य हुँया वार ।

— . —

प्रकाशित हुँतेछे

वैष्णव पदावली साहित्य गवेषनाय अभिधानिक ग्रन्थ

“वैष्णव पदावलि साहित्य संग्रह कोष”

प्राचीन ७ आधुनिक समग्र पदावलि संकलन ग्रन्थावली पर्यालोचना करिया हुँ
शताधिक पदावलि लेखकेर जीवनी सह ताँहादेर विरचित पदावली ताँहादेर
नामे नामे खण्डे खण्डे प्रकाशित हुँतेछे ।

पदावली साहित्य गवेषना वत छात्रछात्री ७ पदावली वस पिपासु साधक बुन्द
सह वोगावोग करुन ।

— . —

वोगावोग ठिकाना

श्रीकिशोरी दास बाबाजी

श्रीचैतन्य डोवा, पोः- हालिसहर

उत्तर २४ परगणा । पश्चिमवङ्ग ।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—১

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার ।

Title: Sri Nityananda Vamsa Vistar

By: Vrindavan Das Thakur

Publisher:
Vaisnava
Research
Institute

দ্বিতীয় সংস্করণ

বাস্যাবতার

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত

Place: Halisahara

Date: 1398 Bengabda

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীশ্রীবিতাই গৌরান্ধ গুরুধাম ।

জগদ গুরু শ্রীপাদ কেশ্বর পুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ভোবা, পোঃ—হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ ।

প্রকাশক —

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী, শ্রীচৈতন্য ডোবা, পো:—হালিসহর উ: ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

(C) সম্পাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীচৈতন্যক - ৫০৬

১৩৯৮ বঙ্গাব্দ। ৪ঠা চৈত্র শ্রীশ্রীদোলষাত্রী

প্রাপ্ত স্থান—

১) শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পো:—হালিসহর, উ: ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

২) মহেশ লাইব্রেরী—২/১, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০৭০

ফোন— ৩১-১৪৭২

৩) জয় গুরু পুস্তকালয় —

১২/১৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা— ৭০০০৭০

৪) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার — ৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা— ৭০০০০৬

ফোন— ৩২-১২০৮

মুদ্রক—ইন্দ্রাণী প্রেস, ষটক রোড, কাঁচেরাপাড়া ২৪ পরগণা (উ:)

ভিন্কা—কুড়ি টাকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শয়নাম
॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

কলিযুগে পাবনাবতার শ্রীগৌর সুন্দরের আইতুকী কৃপাশক্তি বলে তাঁহার অভিন্ন তনু পরম দয়াল প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা তৎসঙ্গে গৌরাজ প্রকাশ মূর্তি প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা মূলক “শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ বংশবিস্তার” নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল ।

প্রভু নিত্যানন্দের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত ধৃত শ্রীঅনন্ত সংহিতার ধরনী শেষ সংবাদের বর্ণন

“নিবাস শয্যাসন পাঠকাং শুকোপধান বর্ষাতিপ বারনাদিভি” ।

শরীর ভেদেস্তব শেষতাং গতের্থেখোচিতং শেষ ইতীরিতো জর্নৈঃ ।

প্রভু নিবাস, শয্যা আসন, পাঠকা, বসন, উপাধান (বালিষ) ও ছত্র প্রভৃতি সর্ববিধ সেবার মুরতি স্বরূপ সেই সদানন্দ প্রদানকারী নিত্য আনন্দের আধার সন্ধিনী শক্তি শ্রীমদ নিত্যানন্দ প্রভু সবদা গৌরাজের অঙ্গসঙ্গী রূপে বিরাজ করিয়া প্রভুকে সর্বতো ভাবে সুখ প্রদান করিতেছেন । আর ইচ্ছা শক্তিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে বহুভাবে প্রভু লীলা রূপ, গুণ, মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতেছেন ।

সেই গৌরাজের অভিন্ন তনু প্রভু নিত্যানন্দ রায়ে একাচাক্রায় আবির্ভূত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করতঃ অবধূতবেশে বিশবৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে গৌরাজ সহ মিলিত হইলেন । গৌরাজ সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে অবস্থিতি করিলে প্রভু নিত্যানন্দ গৌরাজ সমীপে রহিলেন । প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে আসিলে গৌড়বাসি বৈষ্ণব গণ প্রভুর দর্শনে নীলাচলে চলিলেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিদায় কালে প্রভু প্রেম প্রচারের জন্ত নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন । প্রভু নিত্যানন্দ সপার্ষদে পানিহাটা গ্রামে আগমন করতঃ রাঢ়ব ভবনে অভিযুক্ত হন । তাবপর এড়িয়াদহ খড়দহ সপ্তগ্রামে আসিয়া শুবর্ণ বনিক কুলকে উদ্ধার করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সুখ বিধান করিলেন । কিছুকাল গৌড়দেশে প্রেমপ্রচার করিয়া এক বৎসর একাকি প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমন করিলেন । সেই সময় শ্রীগৌরাজ তাহাকে বিবাহ করি বার জন্ত আদেশ করেন ।

তথাহি— শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তারে—

“পুষ্ঠে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একাসনে । নীলাচলে এই যুক্তি করিল নিচ্ছনে”
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার তবে এই সব লোকের হইবে নিস্তার পুনহ
আসির আমি তোমার মন্দিরে । স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে ॥ তোমার
গৃহেতে হবে আমার অবতার । ভক্তি বিলাইয়া পুনঃ তারিব সংসার । প্রভুর
আদেশ পালনের জন্ত নিত্যানন্দ শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুইকণা বসু ও জাহ্নবাকে
বিবাহ করিয়া খড়দহ শ্রীপাট স্থাপন করেন । প্রতিদিনে প্রভু বীরচন্দ্রের

আবির্ভাব ঘটে। প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা প্রকাশই আলোচ্য গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আনুসঙ্গে শ্রীজাহ্নবদেবী। অভিরাম গোপাল শ্রীনিবাস আচার্য্য গোতি গোবিন্দ তুল্লভছত্রী এবং প্রভু বীরচন্দ্রের পুত্র গোপিজনে বল্লভের মহিমাাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবন চরিত মংপ্রনীত শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত ও শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে এক যোগসূত্র রহিয়াছে। শ্রীম-মুহাপ্রভুর লীলা বৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় সর্ব্বআদি গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য ভাগবত। উক্ত গ্রন্থের শ্রীনিত্যানন্দ মহিমাযুক্ত আখ্যানগুলিকে গ্রহণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-চরিতামৃত গ্রন্থের সূচনা প্রথম ভাগে চৈতন্য-ভাগবতস্থিত শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা বর্ণন করিয়া শেষভাগে শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব রহস্যাদি রচনা করতঃ সংযোজন করেন। আর শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃতের প্রভু বীরচন্দ্রের তনু উপাখ্যানটি গ্রহণ সূচনা করেন। তদুপরি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণন করিয়া গ্রন্থের সমাপ্তি করেন।

আলোচ্য শ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১১১৬৩ ও ৮২৮২ নং গ্রন্থ ' ১১১৬৩ নং গ্রন্থখানি রাজসাহী; মোক্তারপর বাসী শ্রী বিপিনবিহারী গোস্বামী ১৮০২ শকাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। ৮২৮২ নং গ্রন্থখানি শ্রীনবীনচন্দ্র আঢ্য মহাশয় ১৭২৬ শকাব্দের ১০ই কার্তিক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখিত পায়ারের মিল থাকিলেও উভয়ে কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়াছেন। ৮২৮২ নং গ্রন্থখানি ৩টি স্তবক ছাড়িয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ প্রভূত মূদ্রক্রটি বিত্তমান। উক্ত গ্রন্থ মিলাইয়া যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ-সম্পাদনে বহুবিধ ক্রটি থাকা অসম্ভব নয়। অদোষ দর্শী সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সংশোধন করতঃ পাঠ করুন। তৎসঙ্গে শ্রীমুহাপ্রভুর প্রকাশ মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক শ্রেমলীলা মাধুর্য্য রস আন্বাদনে পরিতৃপ্ত হউন।

শ্রীশ্রীনিতাই গোরাজ গুরুধাম।

নিবেদক

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির।

শ্রীশ্রী বৈষ্ণবের কৃপাভিখারী

জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

দীন

শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর ২৪ পরগণা।

কিশোরী দাস

১৩২৮ সাল ৪ঠা চৈত্র শ্রীশ্রীদোলযাত্রা।

প্রভু বীরচন্দ্রের জীবন কাহিনী

কলিযুগ-পাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিজরস আশ্বাদনের উপলক্ষ্যে ব্রহ্মাদির বাঙ্খিত ব্রজ-শ্রেম-সম্পদ বিতরণ ও যুগধর্ম শ্রীনাম সংকীর্তন প্রচারের জন্য সর্ব অবতারের ভক্তগণ সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। নিজ লীলা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এক লীলাশক্তির প্রকাশ করেন। তিনিই সর্বজনবন্দিত প্রভু বীরচন্দ্র।

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের অন্তর্দ্বানের পর সর্ব বঙ্গদেশের বিগুঢ় বৈষ্ণব-ধর্মের সংরক্ষণ ও প্রবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশ।

শ্রীমম্বহাপ্রভুর আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ গাহ'স্থাত্রম অবলম্বন করিলেন। শালিগ্রাম নিবাসী শ্রীমূর্খাদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা শ্রীবসুখা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। এই স্থানেই প্রভু বীরচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্রভু বীরচন্দ্রের শ্রেমলীলা কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থ, শ্রীচৈতন্য চরিতা-মৃত, শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীঅভিরাম লীলামৃত, শ্রীবংশী শিক্ষা, শ্রীমুরলী বিলাস, শ্রীনরোত্তম বিলাস, শ্রীভক্তি রত্নাকর ও শ্রীশ্রেম বিলাসাদি প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে অল্পবিস্তরভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীল দেবকী নন্দন দাস কৃত বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন যথা—

“দয়াল ঠাকুর বন্দে” প্রভু নিত্যানন্দ। যাহা হৈতে নাট-গীত সভার আনন্দ ॥
বসুখা-জাহ্নবী বন্দে। দুই ঠাকুরাণী। যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি ॥
বীরচন্দ্র গোসাঁঞি বন্দিব সাবধানি। সবল ভুবন বশ যাঁর আচরণে ॥

শ্রীগোপীজন-বল্লভ বন্দিব যতনে। অস্ত্রুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে ॥
গোসাঁঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব সাদরে। জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে ।
গোসাঁঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দে। এক মনে। যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে ॥
নিত্যানন্দ স্নাতা বন্দে। গঙ্গা ঠাকুরাণী। ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি ॥

প্রভু নিত্যানন্দের দুই পত্নী—বসুখা ও জাহ্নবা। বসুখার পুত্র বীরচন্দ্র ও কন্যা গঙ্গাদেবী। প্রভু বীরচন্দ্রের দুই পত্নী—নারায়ণী ও শ্রীমতী (বিষ্ণুশিখা)

তিন পুত্র—গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এবং কন্যার নাম ভুবন-মোহিনী। ফুলিয়া নিবাসী পার্বতীচরণ মুখুটির সহিত ভুবনমোহিনীর বিবাহ হয়। গোপীজন বল্লভের তিন পুত্র। তথাহি শ্রীনারায়ণ বিলাস গ্রন্থকর্তার পরিচয়ে—

‘প্রভু গোপীজন বল্লভের পুত্রত্রয় । জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ গুণের আলয় ॥

শ্রীরামলক্ষণ হন মধ্যম সন্তান । কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্যা দয়াবান ॥’

প্রভু নিত্যানন্দের ছয় পুত্র ক্রমে ক্রমে অভিরামের প্রণামে অন্তর্দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু অন্তর্দানের পূর্বে ঠাকুর অভিরামকে বলিলেন, ‘আমি অন্তর্দান করিয়া নিত্যানন্দের ভবনে আবির্ভূত হইব। তোমার প্রাণামেই তাহার প্রকাশ ঘটিবে।’ অভিরাম ব্রজের শ্রীদাম সখা। ব্রজদেহ লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করতঃ হুগলী জেলার কুম্ভনগরে লীলায় প্রকাশ করেন। অভি-রামের প্রণামে বাংলাদেশ বিগ্রহশূন্য হইয়াছিল। একমাত্র বিষ্ণুপুত্রের শ্রীমদন মোহন ও বগড়ীর শ্রীকৃষ্ণ রায় তাহার প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য মধ্যে নিত্যানন্দের প্রথম ছয় পুত্র অন্তর্দান করেন। প্রভু বীরচন্দ্র, গঙ্গামাতা, খণ্ডের রঘুনন্দন ও ক্ষেত্রের গোপাল গুরু তাহার প্রণাম সহ্য করিয়াছিলেন। অভি-রাম শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া তাকাহলেই প্রতিমা বিদীর্ণ হইল। যাহা হউক শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর ইঙ্গিতে প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান জন্ম সংবাদ পাইলেই অভি-রাম আসিতেন এবং প্রণাম করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই সন্তানের অন্তর্দান ঘটিত। এইভাবে চম্বজন গত হইলেন। সপ্তমে গঙ্গামাতা ও অষ্টমে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ।

প্রভু বীরচন্দ্রের আবির্ভাব স বাদ পাইয়া ঠাকুর অভি-রাম খণ্ডদেহে আগ-মন করতঃ পূর্ববর্ত নিয়মে পরীক্ষা করিলেন। তথাহি শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিষ্ণুরে ২য় স্তবকে—

‘প্রভু ভক্তিমাতে নিজ খট্টার উপরে । অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥

দেখি আনন্দিত হইলেন অভি-রাম । চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম ॥

উঠি দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ । বার বার তিনবার করিলা এইমত ॥

যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয় । চরণ চারণ করি শিঙ প্রায় হয় ॥’

এইভাবে শ্রীগৌরঙ্গ প্রকাশমুষ্টি প্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশ পরিস্ফুট হইল ॥

তথাহি—৬৬ শ্লোক :—

তজ্জাভিন্ন বিগ্রহঃ ”

সম্বর্ধনের ব্যূহ পয়োদ্ধিশাশ্বিনী শ্রীতৈত্তমদেবের অভিন্ন মূর্তি শ্ৰেষ্ঠবীরচন্দ্রে । অগ্রহায়ন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে আবিস্কৃত হন । পঞ্চদশ মাস মাতৃগর্ভে অবস্থান করেন । শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রের আবির্ভাব সংবাদ পাইয়া শাস্তি-পুর নামে শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্য তাহার দর্শনের জঙ্গ খড়দহে আগমন করেন এবং দর্শন করতঃ প্রেমামানন্দে বলিতে লাগিলেন, ‘চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে, এ চোর ধরিব মে বা কেমন করে ।’ এইভাবে শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রের স্বরূপস্বার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিল । শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে—‘বীরচন্দ্রে ও বীরভক্ত’ এই দুই নামেই সমাধিক প্রসিদ্ধ ।

বাল্য লীলা খেলা রাসে শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে কতকাল অতিবাহিত করিলেন ।

সহসা শ্ৰেষ্ঠ নিত্যানন্দের অন্তর্দ্বান ঘটিল । শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে পিতার হিচোখান মহে বৎসবের আয়োজন করিলেন । শ্ৰেষ্ঠ সাতানামে সহ প্রায় সমস্ত শ্রীগৌরাজ্ঞ পায়দ খড়দহে একত্রিত হইলেন । বিচিত্র বিধানে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল । কতদিন গরে শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে দীক্ষার কাণ্ডে মহা উদ্দিগ্ন হইলেন । সেসময় তাহার বিশ বৎসর বয়স । তিনি মনে চিন্তা করিয়া সপাষাণ্ডে নৌকারোহণে দীক্ষা গ্রহণের জঙ্গ শাস্তিপুরে অভিমুখে রওনা হইলেন । বাসনা শাস্তিপুরনামে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । মাতৃঘরে যথাযোগ্য বন্দনাদি কবিত্তা মহাসমারোহে নৌকারোহণে শাস্তিপুরে অভিমুখে চলিলেন । এদিকে অদ্বৈত আচার্য্য সংবাদ পাইয়া লোক মারফত পত্রদ্বারা জানাইলেন যে, ‘বীরচন্দ্রে যেন নাযের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন ।’ পরবাহক খড়দহে পৌছাইবার পূর্বেই বীরচন্দ্রে রওনা হইয়া গিয়াছেন । এদিকে মাতা জঙ্গদেবী বীরচন্দ্রে অভিশ্রাষ অঙ্করে উপলব্ধি করিয়া নিকটস্থ চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘যেভাণ্ডেই হউক বীরচন্দ্রে ফিরাইয়া আন ’ তিনি উর্দ্ধ্ব শাসে ছুটিলেন । পথে বাসদাসের সঙ্গে দেখা হইল । তিনি তাহার উদেগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন চন্দ্রশেখর সমস্ত বলিলেন । তখন বাসদাস ক্রোধে বংশী ছুড়িয়া শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে নৌকায নিজেপ

করিলেন । বংশীর আঘাতে নৌকা দিখাণ্ডিত হইল । সঙ্কীর্ণনবত সঙ্কীর্ণন সাতার দিয়া তীরে উপস্থিলেন । বীরচন্দ্রে কাঠ পাড়কা পায়ে জলের উপর হাঁটিয়া পাড় আসিলেন । বীরচন্দ্রে কুলে আসিলে বাসদাস তাহাকে মাজ লইয়া মাতা জঙ্গদেবীর সমীপে উপনীত হইলেন । মাতা তখন অভূতপূর্ব বৈভব প্রকাশে বিবাজমান । মাযের যতভূক্তমূর্তি দর্শন করিয়া বীরচন্দ্রে চরণে লুপ্তিত হইলেন । শ্ৰেষ্ঠ নিত্যানন্দ ও মাতা শ্রীজঙ্গদেবীর অভিন্ন স্বরূপস্বার সত্তা উপলব্ধি হওয়ার বীরচন্দ্রে মনের সকল সংশয় দূরীভূত হইল । তখনই মাযের সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করতঃ প্রেমামানন্দে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন ।

তারপর শ্রীনিত্যানন্দ আরাধনা তিথি উদযাপন করিয়া তীর্থ ভ্রমণ-উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন । ঠাকুর অভিরাম সহ নীলাচলে উপনীত হইলেন । অভিরাম কেল্লাবাসী বৈকুণ্ঠের সঙ্গে শ্ৰেষ্ঠ বীরচন্দ্রে মিলন করাইলেন । নীলা-

চলবাসী বৈষ্ণবগণ প্রভু বীরচন্দ্রের অলৌকিক রূপ-গুণ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া শ্রী
 গৌরানন্দ দর্শন সদৃশ মুখ অনুভব করিলেন। প্রভু বীরচন্দ্র ক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণ
 সহ মিলনাদি করতঃ দক্ষিণ ভ্রমণে চলিলেন। দক্ষিণ ভ্রমণ সমাপ্তি পর
 নীলাচলে পৌঁছিলে শ্রীনারায়ণী দেবীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মাহেশ
 নিবাসী শ্রীকমলাকর পিপলাইর জামাতা শ্রীসুধাময় ক্ষেত্রবাসকালে সমুদ্র প্রদত্ত
 অযোনি সন্তুবা 'নারায়ণী' নামে এক কন্যা প্রাপ্ত হন। সমুদ্রের উপদেশে ও
 সর্বানুকূল্যে প্রভু বীরচন্দ্রকে সেই কন্যা সমর্পণ করেন। তারপর ক্ষেত্রবাস
 প্রতাপরুদ্রের পুত্র রাজা চক্রদেবের আনুকূল্যে প্রভু সপত্নীক খড়দহে আগমন
 করেন। কতককাল খড়দহে অবস্থানের পর শ্রেয় প্রচার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন।
 প্রভু দেলারোহণে চলিলেন। সঙ্গে জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস- রামদাস, রামাই ও
 নিত্যানন্দ দাস সন্মুখ চলিলেন। কতদিনে সপাষদে ঢাকায় উপনীত হইলেন।
 অপ্রাকৃত লীলা বৈভব প্রকাশ করিয়া প্রভু ঢাকার নবাবকে শ্রেয়দান করতঃ
 মালদহ অভিযুখে রওয়ানা হইলেন। মালদহে মহানন্দা নদীর তীরে সঙ্কীর্ণন
 শুরু হইল। সংবাদ পাইয়া গৌড়রাজ হোসেন শাহের মন্ত্রী কেশব ছত্রীর পুত্র
 দুর্লভ ছত্রী স্বজনসহ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু তাঁহার মনোবঞ্জী পূরণের
 জন্ত অত্যন্ত লীলাশক্তি প্রকাশ করিয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। দুর্লভ
 ছত্রী সমস্ত ব্যয় বহন করিলেন। দ্বাপরে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ এই সঙ্কীর্ণন যজ্ঞ
 অনুষ্ঠিত হইল। মহোৎসব অন্তে দুর্লভ ছত্রী দেবোত্তর করিয়া উক্ত স্থান ও ভু
 বীরচন্দ্রকে দান করেন। পরবর্তীকালে বীরচন্দ্রের মধ্যম সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভু
 উক্ত স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন। মালদহ হইতে প্রভু বীরচন্দ্র পিতৃ জন্মভূমি
 একচক্রাখাম দর্শনের জন্ত চলিলেন। একচক্রায় উপনীত হইয়া শ্রীবিষ্ণুদেবের
 দর্শন ও সেবানন্দে বিভোর হইলেন। তথায় তিনদিন অবস্থান করিয়া মহা-
 মহোৎসব করিলেন। শেষে উক্ত স্থানের নাম 'বীরচন্দ্রপুর' রাখিলেন। অত্যাপি
 সেইস্থান প্রভু বীরচন্দ্রের নামে 'বীরচন্দ্রপুর' নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ। তথা হইতে
 প্রভু গঙ্গা পথে রওয়া হইলেন। পথে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীগতি-
 গোবিন্দের সহিত মিলন ঘটিল। প্রভু তাকে তিনবার বেত্রাঘাত করিয়া শ্রেয়
 সঞ্চার করেন। তারপর তাহার আবাহনে তাঁহার ভবনে চলিলেন। পথে শ্রী
 পরমেশ্বরী ঠাকুরের ভবনে পদার্পণ করিয়া সঙ্কীর্ণন বিলাসকালে অত্যন্ত লীলা
 শক্তির প্রকাশ করেন। তারপর আচার্য্যভবনে পদার্পণ করিয়া প্রভুত লীলা
 করেন। রাজা বীরহাসীরকে শক্তি সঞ্চার করেন। তথা হৈতে বাচদেশে শ্রেয়
 প্রবর্তন করতঃ সঙ্গীগণকে বিদায় দিয়া আপনি বাবিখণ্ড পথে শ্রীধাম বন্দাবন
 গমন করিলেন। শ্রেয়রঙ্গে কতদিন বন্দাবন নিতালীলাসুলী দর্শন করিয়া খড়-
 দহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইভাবে তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রভু বীরচন্দ্র
 খড়দহে অবস্থান করতঃ জীবোদ্ধার করিতে লাগিলেন। শ্রেয় প্রচারকালে প্রভু
 বীরচন্দ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দের সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলাস্বর্ণ সংস্পৃষ্টে ভরিয়া সঙ্গে
 লইয়া ভ্রমণ করিতেন। শ্রীনিবাস নরোত্তমের সহিত শ্রেয়রঙ্গে মিলিত হইয়া
 সর্ব বঙ্গদেশে গৌরান্দ্র প্রবর্তিত বিষ্ণুভক্তি ধর্ম প্রবর্তন ও সংরক্ষণ করেন।
 শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরহরির তিরোধান মহোৎসবে প্রভু বীরচন্দ্র গমন করিয়া সঙ্কীর্ণন
 মধ্যে এক অত্যন্ত লীলাশক্তি প্রকাশ করেন। লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু বীরচন্দ্রের

ভুবন মোহন নৃত্য-গীত দর্শনের জন্ম আকুল প্রাণে আসিতে লাগিলেন। সংবাদ শুনিয়া এক অন্ধ ও প্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সঙ্কীর্ণন স্থলে উপনীত হইল। সঙ্কীর্ণন শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু রূপমাধুরী দর্শনে বঞ্চিত হইয়া নিজে কে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভকতবৎসল - ভূ বীরচন্দ্র অন্ধের মনবাসনা পূর্ণ করিলেন। প্রভুর কুপা প্রভাবে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইলেন এবং প্রাণভরে প্রভুর নৃত্যগীত ও ভুবনমোহন রূপমাধুরী দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। এইভাবে প্রেমপ্রচারের মাধ্যমে প্রভু বীরচন্দ্র কত শত পতিত পামরকে ত্রাণ করিয়াছেন ইয়ত্তা নাই। আর বিসুদ্ধ ভক্তির্ধর্মসংস্থাপনে প্রভু বীরচন্দ্র কাঁদরা গ্রামবাসী জয়গোপাল নামক এক শিষ্যকে বর্জন করেন। তিনি বীরচন্দ্রের শিষ্য হইয়া নিজে কে প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য সমীপে প্রভু বীরচন্দ্রের প্রেরিত পত্রের বাক্য যথা—

“জয়গোপাল দাসের মংপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্কং মদীয় জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে ময়াপি নিষিদ্ধং, ত্ব-
তাপি, তথালাপাদিকং ন কর্তব্যমিতি।”

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে— ১৪ তরণে—

“তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিত। বিদ্যা অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্মতি ॥
শুক বেদাহীন—ইথে হেয় অতিশয়। দ্বিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কর ॥
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লজ্জিল প্রসাদ— তেঞি তারে ত্যাগ দিল ॥

প্রভু বীরচন্দ্রের বার হাজার নাড়া শিষ্য ছিল। তাহারা সাধন প্রভাবে তদ্বিচ্ছারণ আরম্ভ করিল। এমন কি প্রসাদে বিলম্ব কারণে যোগ প্রভাবে শ্রী শ্যামসুন্দরের মন্দিরে অগ্নি সংযোজিত হইল। সে সময় অতু তাহাদের শক্তি-
হীন করিবার জন্ম তের হাজার 'নেড়ি' সৃষ্টি করিলেন এবং মায়া বিস্তার করিয়া সবাইকে এক দুই করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রভুর মায়ায় সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিল। বাহারা গ্রহণ না করিয়া পলায়ন করিল তাহা-
দের মাধ্যমে বীরচন্দ্রের গণের প্রচার ঘটিল। আর বাহারা গ্রহণ করিল তাহাদের মাধ্যমে ব্রষ্টাচারী 'সঙ্গোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ ধংশবিস্তার— ৩য় স্তবকে—

“হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল। সেই হইতে 'সঙ্গোগী' বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল ॥
মেই যেই নাড়া স্ত্রীসঙ্গ স্নয়ে পলাইল। আত্মামাহরণে তারা রহিত হইল ॥
সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রয় করিল। সেই সেই স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল।
নারী কুস্তিরিণী গ্রাস করিল বাহারে। তারে দেখি ভক্তি দেবী পলায়ন করে ॥”

এইভাবে প্রভু বীরচন্দ্র শাসন করিয়া বিসুদ্ধ ভক্তি ধর্ম জগতে প্রবর্তন করেন। প্রভু বীরচন্দ্র শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমূর্তি স্থাপন করেন। প্রেমপ্রচার কার্যে প্রভু বীরচন্দ্র গৌড়দেশে উপনীত হইলে গৌড়ের মবাব তাহার জাহিরা দেখিতে চাহিলেন। নবাব একদিন বাবুটির দ্বারা অমোঘ-পাক করাই উত্তম বস্ত্রে

আবৃত করতঃ প্রভু সমীপে পাঠাইলেন। বাবুচি পুত্রুর সমীপে উপনীত হইলে পুত্রু পাত্রের আবরন উন্মোচন করিতে বলিলেন। বাবুচি খুলিবা মাত্র পাত্রে যাতি, যুথি, মালতী আদি পুষ্প সস্তার সকলেই দেখিতে পাইলেন। এরূপ তিন বার ঘটায় নবাব বিমোহিত হইলেন। তখন নবাব পুত্রুর চরণে পুনিপাত করিয়া সুবিনয়ে বলিলেন, আপনি আমার কিছু দান গ্রহন করুন। নবাবের ভোরনে একটি তেলুয়া পাথর শোভিত ছিল। পুত্রু সেই পাথর যাঞা করিলেন। নবাব পরমাঞ্জে সেই পাথরখানি খসাইয়া পুত্রুকে অর্পন করিলেন। পুত্রু সেই পাথরখানি খড়দহে আনয়ন করতঃ তিনমূর্ত্তি বিগ্রহ নির্মান করান। পুত্রু মূর্ত্তি খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর, দ্বিতীয় সাঁইবোনার শ্রীনন্দহুলাল, তৃতীয় মাহেশের শ্রীরাধাবল্লভজী—এই তিন স্থামে পুতিষ্ঠিত হন।

পুত্রু বীরচন্দ্রের বরে শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র শ্রীগতি-গোবিন্দের জন্ম হয়। একদিন পুত্রু বীরচন্দ্র বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্যের ভবন উপনীত হইলেন। পুত্রুর দর্শন লাভে আচার্য তাহার যথাযোগ্য সম্বোধনা করিয়া পাকের ব্যবস্থার কথা নিবেদন করিলে পুত্রু বলিলেন, তোমার কনিষ্ঠা পত্নী পাক করবে। আচার্য কনিষ্ঠা-পত্নী শ্রীপদ্মাদেবীকে পাক কাখে নিযুক্ত করিলেন। ভোগ নিবেদনের পর পুত্রু পুসাদ-গ্রহন করিয়া শয়ন করিলেন। আচার্য সপত্নী পুত্রুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময়ে পুত্রু আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কনিষ্ঠা পত্নীর কি পুত্র বা কন্যা? আচার্য বলিলেন, আপনার কুপাই ভরসা। তখন পুত্রু তাঁহাকে পুত্র বর পুদান করিয়া চকিত তাম্বুল গ্রহন করিয়া গর্ভবতী হইলেন। তাহাতেই শ্রীগতি-গোবিন্দের জন্ম হয়। এইভাবে পুত্রু বীরচন্দ্র কতককাল লীলা পুকাশ করেন। পুত্রু বীরচন্দ্র “শ্রীমতি বিষ্ণুপিয়া” নামে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। শ্রীগোপীজন বল্লভ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র নামে তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপীজন বল্লভ পুত্রু মঙ্গলকোটে লতাগদী স্থাপন করেন। মধ্যম পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পুত্রু মালদহে শ্রীপাট স্থাপন করেন এবং ছোট পুত্র শ্রীরামচন্দ্র পুত্রু খড়দহে শ্রীপাটে স্থান করিয়া লীলার পুকাশ করেন। ফুলিয়া নিরাসী পার্বতীচরণ মুখুটির কন্যার সহিত বিবাহ হয়।

এইভাবে পুত্রু বীরচন্দ্র লীলাকাহিনী প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। পুত্রুর লীলা কাহিনী বিষয়ক শ্রীবীরচন্দ্র চরিত নামক একখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহা শ্রীপে মবিলাস গ্রন্থের লেখক শ্রীনিত্যানন্দ দাসের লিখিত। উক্ত খানি দুঃপ্রাপ্য। উক্ত গ্রন্থখানি কোন সুধীব্যক্তির সমীপে থাকিলে বা সন্ধান জানা থাকিলে অতি অশুভ জানাইবেন। উক্ত গ্রন্থ পুত্রু বীরচন্দ্রের পুত্রু লীলা কাহিনী বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

স্মৃতিপত্র

আদ্যক্ষিতা

বিষয়

পৃষ্ঠা

- ১) প্রথম স্তবক ১—১০
 ক) সংসার করিতে নিত্যানন্দ প্রতি শ্রী
 মনুহা প্রভুর আদেশ
 খ) নিত্যানন্দের গৌড়দেশে আগমন ও
 সংকীৰ্ত্তন প্রকাশ
 গ) অম্বিকায় সূৰ্যাদাস গৃহে আগমন,
 প্রকাশ ও বসু জাহুবার সহিত বিবাহ
 ২) দ্বিতীয় স্তবক ১০—১৬
 ক) বসুধার গর্ভে বীরচন্দ্রের আবির্ভাব
 খ) অভিরামের আগমন ও বীরচন্দ্রকে
 পরিষ্কা
 গ) শান্তিপুত্র হইতে অদ্বৈতাচার্যের
 আগমন ও অনুভূতি
 ৩) তৃতীয় স্তবক ১৬—২৬
 ক) মহেশনিবাসী সুধাময়ের ক্ষেত্র বাস
 তপস্যা ও সমুদ্র কৰ্তৃক লক্ষ্মীরূপা
 কন্যা প্রাপ্তি
 খ) খড়দহের শ্যামসুন্দার নিত্যানন্দের
 অন্তর্দান ও পুনঃ প্রকট
 গ) একচাক্রায় গমন ও বঙ্কিমদেব পুনঃ
 অন্তর্দান
 ঘ) প্রভু নিত্যানন্দের তিরোধানমহোৎসব
 ও গনসহ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য কৰ্তৃক
 বীরচন্দ্রের অভিষেক
 ৬) শ্রীজাহুবাদেবী কৰ্তৃক যড়ভূজ
 প্রকাশ ও প্রভু বীরচন্দ্রকে দীক্ষা দান
 ৭) বীরচন্দ্রের নীলাচলে গমন ও সার্ব্ব-
 ভৌমাদি সহ মিলন
 ৮) বীরচন্দ্রের ভ্রমণ ও নীলাচলে প্রত্যা-

বিষয়

পৃষ্ঠা

- বর্তন করত শ্রীনারায়নীদেবীসহ বিবাহ
 ৯) বীরচন্দ্রের খড়দহে আগমন ও নাড়ী
 সৃষ্টি করিয়া নাড়াগনের শক্তি খর্ব
 ১০) বীরচন্দ্রের বংশ প্রকাশ

মধ্যক্ষিতা

- ৪) চতুর্থ স্তবক ২৬—৩০
 ক) বীরচন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ
 খ) শ্রীজাহুবার বৃন্দাবন গমন ও মঙ্গল
 কোটে চন্দন মণ্ডল গৃহে অবস্থান
 গ) গোপীজন বল্লভ প্রভুর রথারোহনে
 ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ও লতাধাম সৃষ্টি
 ৫) পঞ্চম স্তবক ৩১—৩৬
 ক) শ্রীজাহুবার একাচাক্রায় গমন কুণ্ড-
 লীতলায় অবস্থান শ্রীবঙ্কিমদেব দর্শন
 ও গোপীজন বল্লভকে দীক্ষা প্রদান
 করত: খড়দহে প্রেরণ
 খ) শ্রীজাহুবার গয়া, কাশী, প্রয়াগ
 হইয়া বৃন্দাবন গমন, ঐশ্বর্য্য প্রকাশ
 ও শ্রীগোপী নাথ দেবে অন্তর্দান রহস্য
 ৬) ষষ্ঠ স্তবক ৩৭—৪০
 ক) শ্রীমনুহাপ্রভু ও প্রভু নিত্যানন্দের
 তত্ত্ব নিরূপণ
 ৭) সপ্তম স্তবক ৪১—৪৬
 ক) বীরচন্দ্রের পূর্বদেশ গমন, নাড়াগনের
 ঐশ্বর্য্য প্রকাশ যবগনের হরিনাম গ্রহণ
 খ) বীরচন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ নবাবকে
 অষ্টভূজ দর্শন ও কুপাপক্তি সঞ্চার
 ৮) অষ্টম স্তবক ৪৭—৫১
 ক) বীরচন্দ্র প্রভু উত্তর দেশ ভ্রমণকালে
 মালদহে গমন

- খ) রামকেলী হইতে কেশম ছত্রীৰ পুত্র
হুল্লভ ছত্রীৰ আগমন
- গ) হুল্লভ ছত্রীকে কুপাছলে বীরচন্দ্রের
ঐশ্বৰ্য্য প্রকাশ ও মালদহে ত্রীপাট
স্থাপন

অনুলীলা

- ৯) নবম স্তবক ৫৯ ৬৪
- ক) বীরচন্দ্রের বাচদেশ ভ্রমণ বন্ধিমদেব
ও কুণ্ডলীতলাদি দর্শন
- খ) গতিগোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ ও কুম্ভ
উপদেশ

- গ) পরমেশ্বর মল্লিক গৃহ অবস্থান মহ-
সংস্কীৰ্ত্তন ও ত্রীনিবাস আচৰ্য্য সহ
মিলন
- ঘ) ত্রীনিবাস আচৰ্য্য গৃহে আগমন ও
বীর হাফীরকে কুপা

১০) দশম স্তবক

- ক) বীরচন্দ্রের ঝাঁরিখণ্ড পথে গয়া ও
কাশীতে গমন এবং কাশীবাজের
উপাখ্যান
- খ) প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে গমন ও ত্রী-
জীব গোষামীকে ভক্তিভক্ত শিক্ষা

শ্রীশ্রীবিভ্যাবল্ল বংশ-বিস্তার

বাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত—

প্রথম স্তবক

আজানুলস্থিতভূজো কনকাবদাতো ।
সঙ্কীৰ্ত্তনৈকপিতরো কমলায়তাকো ॥
বিশ্বস্তরো দ্বিজবরো যুগধৰ্ম্মপালো ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করো কনুণাবতারো ॥

নিত্যানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দ স্বরূপকং ।
চৈতন্যগ্রজরূপেন পবিত্রীকৃত ভুতলং ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভং বন্দে প্রেমামৃতরসপ্রদং ।
শ্রীবীরচন্দ্ররূপেন প্রকটিভূত ভুতলং ॥

অদ্বৈতাজিৎযুগং বন্দে মূর্ত্তিমান য
কৃপাস্বয়ং ।
যং প্রসাদাৎ পামরোহপি হরেকৃষ্ণেতি
গায়তি ॥
শ্রীবীরহর্জ্জন প্রতি দণ্ডিরেবরদো কুণ্ডকুঞ্জর
কলি প্রতি খণ্ডিবির ঘোরাঈমর্জ্জন ।
কুরকরুণায় বীর বাধিকা প্রেমগুণগুপ্ত
প্রকাশী বীর ॥

শ্রীবীরচন্দ্র কলিতামহ বীরচন্দ্র সভক্ত
প্রফুল্লিতকবি ল্দ ।
শ্রীজাহ্নবাণ নয়নে ক্ষণদীপ্তচন্দ্রঃ প্রেমামৃত
বিতরণে পরিপূর্ণ চন্দ্র ॥
প্রাতঃ সোম করা বনৌর্বন্দীকৃত
শ্রীবিগ্রহং ।
প্রেমভক্তাঙ্ক ভূস্থাপ্য সঞ্চারিত
জগৎ ত্রয়ং ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র সর্বানন্দ কন্দ ॥
কৃপা করি মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কর সবে ।
নিত্যানন্দ চন্দ্রের গুণ গাইবার লোভে ॥

শ্রীবীরচন্দ্রের গুণ গাইতে মন হয় ।
ক্ষুদ্র পক্ষী তৃষ্ণা লোভে সমুদ্র ইচ্ছয় ॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য লীলায় যেরহিল শেষ ।
ইচ্ছা হয় তার কিছু কহিব বিশেষ ॥
প্রার্থনা করিয়া সব বৈষ্ণব চরণে ।
সবে শক্তি দেহ মোরে করিতে বর্ণনে ।
পূর্বে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একাসনে ।
নীলাচলে এই যুক্তি কলিল নির্জ্জনে ॥
তুমি যাও গৌড়দেশে করহ সংসার ।
তবে এইসব লোকের হইবে নিস্তার ।
পুনহ আসিব আমি তোমার মন্দিরে ।
স্বরূপ স্বভাবে তুমি জানিবা আমারে ॥
তোমার গৃহেতে হবে আমার অবতার ।
ভক্তি বিলাইয়া পুন তারিব সংসার ॥
গুপ্ত অবতার শাস্ত্রে প্রকাশিয় নয় ।
অচিন্ত্য আমার লীলা কেহ না জানয় ॥
তোর কৃপা বিনে মোরে কেহ নাহি জানে
সেই সে জানয়ে তুমি জানাহ যাহানে ।
পূর্বে যহবংশ নাহি করিলে দ্বাপরে ।
এবে তোর বংশ বৃদ্ধি হইবে সংসারে ॥
নিত্যানন্দ কহেন, সকলি কর তুমি ।
তুমি যন্তী হও যন্ত তুলা হই আমি ।
যখন যে করাও ফিরাও যথা তথা ।
কে আছে যতন্ত তাহে চালিবেক মাথা ॥
বিশেষে আমার তুমি হর্তা কর্তা ভর্তা ।
বিকর্ম্ম শূকর্ম্ম করাও তোমাতেই সত্তা ।

অবধূত কাঁচিয়া সংসার ভ্রম হৈলা ।
 মোর নেত্রে পট দিয়া লুকায়া রহিলা ॥
 চিরদিন বই মোরে দরসন দিয়া ।
 নিকটে রাখিলা মোরে কুতার্থ করিয়া ॥
 আপনার প্রেমেতে বলত নাচাইলা ।
 ভক্তি দিয়া ভক্ত করি বৈষ্ণব করিলা ॥
 পরভূষা পরাইয়া করিলে বিবদ্যা ।
 আপনা বুঝিতে নারি কখন কি হই ॥
 পুনঃ মোরে কহিতেছ করিতে সংসার ।
 আপনেতে যতিধর্ম করিলে স্বীকার ॥
 রমনী লম্পট ছাড়ি কীর্তন লম্পটে ।
 সব ভোগ ত্যাগ করি ভিক্ষারি বটে ॥
 এমন নিগ্রহ কেনে করিছ গৌঁসাই ।
 তুমি সে অনন্ত গতি মোর আর নাই ॥
 তুমি মোর প্রাণ বন্ধু তুমি সে জীবন ।
 তুমি মোর প্রাণপতি হৃদয়ের ধন ॥
 আজ্ঞাকারি দাস আজ্ঞা লজ্জিতে
 না প রি ।
 যখন যে আজ্ঞা তাহা বহি শিরে ধরি ॥
 এতক কহিয়া নিত্যানন্দ মৌন হৈল ।
 প্রভু তার হস্তে ধরি কহিতে লাগিল ॥
 নিত্যানন্দ হও তুমি আনন্দ মূর্ত্তিমান ।
 মোর সুখ সম্পত্তির তুমি সে নিধান ।
 তুমি শক্তি হও আমি হই শক্তিমান ।
 শক্তি বিনা শক্তিমন্ত বৃথা অবস্থান ॥

কোনকালে তোমাতে মোহতে নহে ভিন্ন ।
 যেই তুমি সেই আমি নাহি কিছু অন্ন ॥
 তুমাতে আমাতে যেই ভিন্ন করি মানে ।
 সে অধম মোর কর্ম কখন না জানে ।
 যৈছে মম্বরের ডাইল দুই ফাক হয় ।
 তৈছে তুমি আমি এক ভিন্ন দেহ নয় ॥
 তুমি আমি একদেহ একই জীবন ।
 কলিকালে অবতার স্বকার্য সাধন ॥
 অতএব তোমাতেই মোর সুখ শক্তি ।
 কখন বা আবির্ভাব কখন বা ক্ষুতি ।
 চলি-বলি করি যত তোমার ইচ্ছায় ।
 আমার যেখানে যত তোমার সহায় ।
 নিত্যানন্দ কহেন, “কপট কথা তোর ।
 কত ভাঁতি বহ মন পাতিয়ান মোর ।
 পূর্বে গোপীগণে ব্রহ্ম জ্ঞান শিখাইয়া ।
 উদ্ধবের হাতে দিলে যোগ পাঠাইয়া ॥
 সব ছাড়ি ভজি তোমার না পাইল সঙ্গ ।
 স্বগণ সম্ভাপি সর্বকাল এই বঙ্গ ॥
 মাতা পিতা পুত্রে মৈত্রে করিলে উদাস ।
 মোরা তাথে কি বলিব অধিকন দাস ॥
 যা বলিবে তাহাই করিতে হয় মোরে ।
 অলঙ্ঘ্য বচন কেবা পারে লজ্জিবারে ॥
 সত্য বল পুনঃ কবে দরশন পাব ।
 তোমার বিচ্ছেদ হুঃখ কেমনে সহিব ॥”

— আজ্ঞাকারি দাস—প্রভু নিত্যানন্দ অন্যাদিকাল হইতে প্রভুর সেবক হইয়া
 অঙ্গ-সঙ্গীকপে পরিচিতি ৩

নিবাস-শয্যা সন পাচুকাংশুশোপধান-বর্ষাতপ ঝাংনাদিভিঃ ।

শরীর ভেদৈশ্চ বশেষতাং গঠৈর্ঘোচিতং শেষ ইতীরীতো জনৈঃ ।

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতা)

প্রভু নিত্যানন্দ নিবাস, শয্যা, আসন, পাচুকা, বসন, উপাধান, ছত্রাদি
 সর্বস্বরূপ সেবায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সর্বক্ষণ মূর্ত্তি মনোহর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান
 করিতেছেন । গকড রূপে বাহন, বাগাম রূপে জেষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ রূপে কনিষ্ঠ
 ভ্রাতা, শেবকপে শয্যা ইত্যাদি । তাই প্রভু নিত্যানন্দ সর্বকাল আজ্ঞাকারী
 দাস ।

প্রভু কহে, 'প্রতি বর্ষ এথা না আসবা ।	রাধাশুণ আস্বাদনে স্বরূপেই সনে ।
ইচ্ছা মাত্র আমাকে সে দেখিতে পাইবা ।	এ রস না জানে অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনে ।
তোমার নর্তনে আর মাতার রক্তনে ।	যুগধর্ম পালন কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ণন ।
নিঃসন্দেহ আমারে পাইবে দুই স্থানে ॥	এই দুই বসে মগ্ন শ্রীশচীনন্দন ॥
৬ অল্পদিনে এই লীলা করি তিরোভাব ।	এ রস নাম রস করি আস্বাদনে ।
তব গৃহে পুনহ হইব আবির্ভাব ॥	আপনি আচরি শিখাইল জগজ্জনে ॥
শুশ্রূষা অবতার মোর বেদেই না জানে ।	নিত্যানন্দ সঙ্গে যত গুণ কথ্য হইল ।
আপনার মন কথা কহি তোমা স্থানে ।	অন্তরঙ্গে ভক্তে স্বরূপ প্রকাশ করিল ।
সত্য সত্য কহিয়ে অগুণ্য কভু নয় ।	এ অতি নিগুঢ় কথা কেহ না জানিল ।
তোমার গৃহেতে মোর হইবে বিজয় ॥”	প্রভুর মনোবৃত্তি প্রভু সকলি বুঝিল ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ পড়ে লোটাইয়া ।	ইঙ্গিতে কহিল অন্তরঙ্গ ভক্ত স্থানে ।
চরণের ধূলা লুটে চৈতন্য আসিয়া ॥	এই সব কথা আর কেহ নাহি জানে ॥
দুইজনে গলাগলি করিয়ে রোদন ।	একে একে ভক্তবন্দে তীর্থ যাত্রা চলে ।
এই মতে সেই বারি হইল জাগরণ ।	প্রভু পদে বিদায় হইয়া সবে চলে ।
প্রাতে গিয়া দুই প্রভু নিত্য কৃত্য করি ।	নিত্যানন্দ আইলেন গোড়দেশ দিয়া ।
অনিমিখে জগন্নাথের দেখিয়া মাধুরী ।	কতক মহাশুগণ সঙ্গেতে লইয়া ॥
সেইদিন হইতে প্রভুর হইল কুণ দশা ।	পথে পথে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে যায় চলি ।
নিরন্তর কহে কৃষ্ণ বিরহের ভাষা ॥	মধুপানে মত্ত যেন পড়ে ঢলি ঢলি ।
বারিদিন রাধাভাবে ভাবিত হইয়া ।	গৌরগোবিন্দ রসে বিহ্বল হইয়া ।
কৃষ্ণের বিরহ সব আস্বাদ করিয়া ॥	ভাসাইল সর্বলোকে প্রেমভক্তি দিয়া ॥

১) স্বরূপ — শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী শ্রীগৌরঙ্গ পাষদ ও সার্ক তিন বৈষ্ণবের একজন । ইহার পূর্ব নাম শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত । নবদ্বীপে আবির্ভাব । পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য্য । শ্রীহট্টের ভিটাদিয়া গ্রামের পদ্মগর্ভাচার্য্য অধ্যয়নের জন্ম নবদ্বীপে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্তীর কন্যাকে বিবাহ করঃ স্বশুরলয়ে অবস্থান করেন । তথায় পুরুষোত্তম পণ্ডিতের জন্ম হয় । শ্রীমদ্ভাগবত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি বিবাহে কাশীধামে চৈতন্যানন্দ নামক সন্ন্যাসীকে নিবৃত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'স্বরূপ দামোদর' নাম ধারণ করেন । যোগপট্ট গ্রহণ না করার 'স্বরূপ' নামে খ্যাত হন । দক্ষিণ গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলে পৌঁছিলে স্বরূপ গিয়া মিলিত হন । তদবধি প্রভুর সমীপে অবস্থান করতঃ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরঙ্গকে ভাব-উপযোগী পদ রচনা করিয়া সাঙ্গনা করিতেন । প্রভুর ক্ষেত্র লীলা কড়াগারে লিপিবদ্ধ করেন । তাহাই 'স্বরূপের কড়াগা' নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ । উক্ত গ্রন্থের কতিপয় শ্লোক শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ রহিয়াছে । মূল গ্রন্থখানি এখনও দুস্প্রাপ্য ।

পূর্ববৎ চলিয়া আইলা গঙ্গাতীরে ।
 পানিহাটী গ্রামে আইলা রাঘবের ঘরে ॥
 শুনি সব লোক আইসে আনন্দ উন্মাদে ।
 শ্রী বৃদ্ধ বালক সব দর্শন সাধে ।
 ত্রিবেণী পর্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম ।
 কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥
 কত লোক খায় বারি লয় কত আর ।
 কেবা আনে কেবা দেয় নাহিক নির্দার ॥
 দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্তন ।
 অনন্ত কহিতে পারে আসে যত জন ॥
 নর্তনের কালে কত কীর্তনীয়া গায় ।
 কত বা ময়ূর পুচ্ছ চামর ঢুলায় ।
 শিরে লটপটি পাগ শ্রবণে কুণ্ডল ।
 সুখাংশু জিনিয়া মুখ করে বালমল ।
 অঙ্গদ বলয়া ভুজে অঙ্গুলে অঙ্গুণী ।
 গলে দোলে নীলমনি ঝেঁতে শিকলি ॥
 চরণ কমলে বজে সোনার নূপুর ।
 শ্রবণ মাত্রকে পাপ তাপ যায় দূর ॥
 কমল নয়নে ধারা পড়ে মুখ বধে ।
 পদ্ম মধু ভ্রমরা ফেলেছে উথারিয়ে ॥
 সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ শ্রকান্ত শরীর ।
 আজানুলম্বিত ভুজ মহামল্লবীর ।
 অরুণ বরুণ অঙ্গ প্রেমে ডগমগি ।

কীর্তন লম্পট সদা গৌর অনুরাগী ॥
 'গৌরঙ্গ গৌরঙ্গ' বলি গর্জে ঘনেঘন ।
 কি শুভুত চেষ্টা কিছু না যায় বুঝান ॥
 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি সে ডাহিনে বামে হেলে-
 অঙ্কুশের ঘাতে যেন মত্ত হস্তী দোলে ॥
 যুগিত লোচন করি ক্ষণে ক্ষণে হাসে ।
 'হয়' 'হয়' করি কথা মধুর করি ভাষে ॥
 কখন বা মোন রহে নয়ন মুদিয়া
 শ্যামসুন্দর নটবর হৃদয়ে দেখিয়া ॥
 বাহু পাইলে প্রেমে মত্ত জ্ঞান করিয়া ।
 'কৃষ্ণের' বাপরে বলি কান্দয়ে ডাকিয়া ॥
 কোথা গেলা প্রাণপতি শ্রীনিন্দনন্দন ।
 তোমা না পাইলে আঁমি ত্যাজিব জীবন ।
 হ হা নন্দসুত সেই মূবলী অধরে ।
 কোথা যাব কোথা পাব হৃদয় বিদরে ॥
 হাসি হাসি আসি মোরে দেহ দর্শনে ।
 আলিঙ্গন দিয়া মোরে রাখহ পরাণে ॥
 কখন বা জোড় হস্তে শ্রভু বলি ডাকে ।
 কখন বসনে মুখ লুকাইয়া রাখে ॥
 মূহু মূহু স্বরে প্রাণনাথ বলি কান্দে ।
 অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে স্থির নাহি বান্দে ॥
 রাগানুগা ভাবে শ্রভুর গরবিত মন ।
 রাখা মোর শ্রানেশ্বরী তার একজন ॥

২। পানিহাটী—পানিহাটী .৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত । শিখালদহ—রাণাঘাট রেলপথে সোদপুর স্টেশনে নামিয়া শ্রীপাটে যাইতে হয় । ব্যারাকপুর শ্যামবাজার বাসরুটের মধ্যবর্তী স্থান ।

৩। রাঘবের ঘরে - রাঘব পণ্ডিতের রন্ধনে সর্বক্ষণ শ্রীরাধারাগী অবস্থান করেন । রাঘবের ঝালি সর্বজন প্রসিদ্ধ । ব্রজের ধনিষ্ঠা সখী পূর্ব সেবা অনুক্রমে রাঘব পণ্ডিত রূপে প্রকট হইয়া তদনুরূপ সেবা করিয়াছেন ।

৪। ত্রিবেণী—হুগলী জেলায় অবস্থিত । ব্যাণ্ডেল—কটোয়া রেলপথে ত্রিবেণী রেল স্টেশন । গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিলন স্থান, সপ্তর্ষির তপস্কার স্থান ও শ্রভু নিত্যানন্দের বিহার ভূমি ।

কভু রাম ভাবে প্রভু মত্ত হই দোলে । পণ্ডিত কহেন, 'প্রভু ইহা কৈছে হয় ।
 'কৃষ্ণের' 'কৃষ্ণের' প্রভু এই বোল বোলে ॥ বর্ণযুক্ত গ্রহাচারী আছে জাতি ভয় ।
 চল কৃষ্ণ ধেনু লয়ে যাই বন্দাবনে । যজ্ঞপি আপনি হও পূর্ব নাশায়ণ ।
 সভাভাবে এইমত রহে প্রভু কণে ॥ তথাপিও বর্ণত্যাগি, আমি যে ব্রাহ্মণ ।'
 ভাষারে ! ভাষারে ! বলি কখন বা হাসে । এত শুনি নিত্যানন্দ চলেন ফিরিয়া ।
 বিধি স্থানে পাখা চাহে উড়িতে আকাশে । লোক সব নিরীক্ষয়ে চমৎকার হঞা ॥
 এই মত নিত্যানন্দ ভাবের উদগম । পণ্ডিত বিমনা হয় গেল অভ্যস্তরে ।
 কিভাবে কেমন করে বুঝিতে বিষম । স্বপন সার্থক হৈল মনে মনে করে ॥
 কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার । যৈ ছ অ'ম রাহে আজি দেখিছু স্বপন ।
 অজভব শেষ যার নাহি পায় পার ॥ সাক্ষাতে দেখিছু সেই প্রভুর চরণ ॥
 একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া । কিন্তু আমি গৃহাশ্রমী মনে শঙ্কা করি ।
 অস্থকানগর যায় এক ভৃত্য লইয়া ॥ হেন কাৰ্য্য আমার সিদ্ধ ক'রবেন করি ॥
 জাতিতে বনিক নাম উদ্ধারণ দত্ত । হে কৃষ্ণ এমন কি করিবে বিধাতা ।
 প্রভু পরিষদ হন পরম মহত্ত্ব ॥ নিত্যানন্দ হইবেন আমার জামাতা ॥
 সুধা দাস পণ্ডিতের দ্বারেতে রহিয়া । এত চিন্তি বলিলেন বাড়ীর ভিতরে ।
 অন্ত পুরে দ্বারে দিলেন পাঠাইয়া ॥ স্বগণ আনাই সব করিল গোচরে ॥
 তিহো গিয়া কহিল প্রভুর সমাচার । গত নিশি শেষে এই দেখিল স্বপন ।
 শুনিয়া পণ্ডিত আসি হইলা সাক্ষাৎকার । তালধ্বজ রথে চড়ি এক মহাজন ॥
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণ যুগলে । শুভ্র গৌর কান্তি অতি প্রকাণ্ড শরীর ।
 কি ভাগা প্রসন্ন বলি জোড় হস্তে বলে । আরক্ত লোচন যেন মহামল্ল বীর ॥
 প্রভু কহে, তোমার কাছে করিয়া গন্তীর বোল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ।
 আইলাম আমি প্রেমে অঙ্গ গরগর ডাঁহনে বামে দোলে ।
 বিবাহ করিব, মোরে কন্যা দেহ তুমি ॥ আমার দুয়ারে রথ রাখিল আসিয়া ।
 জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মায় তে ভুলিলা । এই খাতি পণ্ডিতের কহেন আসিয়া ॥
 আমি ছার প্রায় বিশ্ব কহিতে লাগিলা ॥

১) অস্থকানগর— বর্তমান নাম কালনা । কালনা বর্তমান জেলায় অবস্থিত ।
 ব্যাণ্ডেল— বারহারওয়া রেলপথে ব্যাণ্ডেল— কাটোয়ার মধ্যবর্তী কালনা স্টেশন ।
 স্টেশনের দেড় মাইল পূর্বে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীসুর্ধদাস পণ্ডিতের পট
 বিরাজিত । শালিগ্রাম হইতে প্রথমে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তৎপরে তাঁহার
 জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসুর্ধদাস পণ্ডিত এখানে আসিয়া বাস করে ।

২) উদ্ধারণ দত্ত— উদ্ধারণ দত্তরজের সুবাহু সখা । প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে
 তিনি সর্ব তীর্থ ভ্রমণ করেন । কাটোয়ার উদ্ধারণপুর্বে তাঁহার সমাধি ও
 সপ্তগ্রামে তাঁহার শ্রীপাট বিরাজিত ।

স্ফূটাবলম্বিয়া হল মূসল ধরিয়া ।
 আমারে ডাকিয়া নিল হাতসান দিয়া ॥
 পুষ্পেতে মণ্ডিত চূড়া কুণ্ডল এক কানে ।
 নীলধটি পরিধান লুপুচ চরণে ॥
 পরিসর বক্ষ শোভা কৌমুভ যেমনি ।
 বনমালা কণ্ঠে শোভা অধর বঙ্গিনি ।
 তাহাতে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে ।
 অলকা তিলকা মুখ পদ্ম সে বালকে ।
 মোরে কহে তোর কণ্ঠা বিবাহিব আমি ।
 অত্যাধি আমারেহ না চিনিলে তুমি ॥
 এতেক কহিয়া মোরে কৈলা অন্তর্দান ।
 নিদ্রাতঙ্গ হইল দেখি হস্যাছে বিহান ॥
 বসুধা শুনিল স্বপ্ন গৃহ মাঝে থাকি ।
 স্বাভাবিক প্রেম উথলিল বায়ে আঁখি ।
 বসনে আপন মুখ বাঁপিয়া রহিল ।
 নয়নের নীরেতে বসন ভিজি গেল ॥
 অত্ন বন্ধু কহে এই অপরূপ কথা ।
 কেহো বলে স্বপ্নেতে দেখায় বহুবস্থা ॥
 নিত্যানন্দ ব্রহ্ম কিন্তু আচারিত এই ।
 আমার গৃহস্থ কণ্ঠা দিতে পারি কই ॥
 সূর্যাদাস পণ্ডিত অতি হৃদয় সতৃষ্ণ ।
 অন্তর দুঃখিত হঞা কহে 'বক্ষ কৃষ্ণ' ॥
 হেনকালে গৃহ মধ্যে ক্রন্দন উঠিল ।
 আচম্বিতে বসুধার কি হৈল কি হৈল ॥
 ধাঞা সবে প্রবেশিলা গৃহের ভিতরে ।
 ধরি শুয়াইল আনি মণ্ডপ দ্বারেরে ॥
 অসম্বিত অঙ্গ কল্প নয়ন উদ্ভান ।
 সর্ব্বাঙ্গ শীতল মুখে অবারণ ঘাম ॥
 চিকিৎসকগণ দেখি মরণ নির্দ্বার ॥
 কদাচিত প্ৰাণ রহে ব্যাধি অপস্মার ॥

অকস্মাৎ সন্নিপাত করায় ইহাতে ।
 কহিয়া চিকিৎসা কৈল বহু শাস্ত্র মতে ॥
 তথা চ নাহিক কিছু ভালোর বিষয় ।
 ঔষধাদি বাক্ষিয়া চিকিৎসক কয় ॥
 অতঃপর কর ইহার পরমার্থের চেষ্টা ।
 গঙ্গা তীর লগু, তোমার কণ্ঠা কুল
 জোষ্ঠা ॥
 এত শুনি সূর্যাদাস কান্দিতে লাগিল ।
 তারে আশ্বাসিয়া গৌরীদাস যে বলিল ॥
 বুঝি সবে ঠেকিলাম অবধূত স্থানে ।
 ফিরায়া আনহ তাঁরে ধরিয়া চরণে ॥
 যতক্ষণ জীয়ে ততক্ষণ ব্যবহার ।
 মরিলে সম্বন্ধ থাকে কার সনে কার ॥
 বাঁচাইতে প'রে যই কণ্ঠা দিব তাঁরে ।
 এই প্রতিশ্রুত বাক্য কহিলু সবারে ॥
 সবে কহে এই কথা সব কার দৃঢ় ।
 সবে মেলি চল নিত্যানন্দ পদে পদ ॥
 শ্রুতু বসি গঙ্গাতীরে ষটবৃক্ষ তলে ।
 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে নেত্রে ধারা বহি চলে ॥
 স্বগণ সহিত গৌরীদাস পায়ে পড়ে ।
 শ্রুতু ধরি উঠাইল মাঝিয়া চাপড়ে ॥
 ভুলিয়া রহিল সব মূর্খ গোয়ালিয়া ।
 কণ্ঠেতে ধরিল শ্রুতু এতেক বলিয়া ।
 পণ্ডিত গোসাঁঞি কান্দে চরণে ধরিয়া ।
 আপনে লুটিল সব মোরে ভুলাইয়া ॥
 বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্গ না ছাড়ালে মোর ।
 সকল করিতে পার ঠাকুরালি তোর ॥
 সংপ্রতি শ্রীচরণ তোমার করাহ বিজয় ।
 দেখিয়া করহ বাহ্য উপযুক্ত হয় ॥

এত কহি প্রভু নিল বাড়ির ভিতরে ।
 বসু স্তুতি আছিল যাঁহা ঘরের দুয়ারে ॥
 বসনে আচ্ছন্ন তনু কিরণ উপরে ।
 মেঘের বিদ্যুৎ যেন ঝলমল করে ॥
 উত্তান নম্রনাযুজ ধারা মকরন্দ ।
 চাঁচর চিকুর ভালে শোভে মধ্যচন্দ্র ॥
 দশন কিরণ উঠে অস্থলি উপরে ।
 বিদ্যুর অস্তরে যে কিরণ সঞ্চারে ॥
 দশম দশার শেষ তনুতে প্রকাশ ।
 এ সময়ে শ্রীঅঙ্গের লাগিল বাতাস ॥
 অঙ্গ গন্ধ গিয়া নাসা প্রবেশ করিল ।
 মুহুসঞ্জীৱনী স্পর্শে চেতন পাইল ॥
 তনুর বসন সে বদনে ঢাকি নিল ।
 একি! একি! বলি গৃহে প্রবেশ করিল ॥
 লীলাশক্তি নিত্যানন্দ আবেশ করিল ।
 প্র স্ননে প্রাচীন মূর্ত্তি বড়ভুজ হৈল ॥
 উর্দ্ধে ধনুর্বাণ মধ্যে শ্রীহল মুঘল ।
 ন্ত্র দুই হস্তে ধরে দণ্ড কুমণ্ডল ॥
 মস্তকে কিরীট শোভে শ্রবণে কুণ্ডল ॥
 সর্বে অঙ্গে মনি ভূষা করে ঝলমল ॥
 দেখিয়া সকল লোক পড়িল লুটিয়া ।
 পণ্ডিত করয়ে স্তুতি করজোর হৈয়া ॥
 ব্রাহ্মণ সকলে দেখি হইল চমৎকার ।
 দেখিতে দেখিতে অবধূতের আকার ॥
 হাসিয়া বসিল বিষ্ণুমণ্ডপ উপরে ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সবে জিহ্নে জিহ্নে করে ॥
 সবে বলে সুর্য্যাদাস বিপ্র ভাগ্যবান ।
 জামাতা মিলি লয়ে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥
 সেবা করি দূর করাইল পরিশ্রান্ত ।
 এখন না লয়ে বিপ্র হেন মতি ভ্রান্ত ॥

পণ্ডিত কুলীন আর কুলাচার্য্য যত ।
 সবার হইল পরামর্শ এক মত ॥
 বেদ সংস্কার পুনঃ দিব উপবীত ।
 পূর্বাশ্রমের গোত্র গাঁই যেন আছে
 নীত ॥
 প্রভু পাশে এই কথা করিল প্রচার ।
 অটু অটু হাসি প্রভু করিল স্বীকার ॥
 বা কর তাহাই কর মোর দায় নাই ।
 এন্দলে স্বতন্ত্র মাত্র চৈতন্য গোসাঞি ॥
 সকলে আনন্দ হৈল করিয়া শ্রবণ ।
 পণ্ডিত গোসাঞি দ্রব্য করে আয়োজন ॥
 রাজপুত্র বিবাহের সম আয়োজন ।
 বহু দেশ হইতে জড় করি ব্রাহ্মণ ॥
 আশ পাপের সব জনে নিমন্ত্রণ কৈল ।
 অনেক গুবাক পান উপস্থিত হৈল ॥
 শুভদিন কৈল বিপ্র আচার্য্য আনিয়া ।
 উত্তম করিয়া দিন করিল গণিয়া ॥
 সেইদিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব ।
 আসিয়ে মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব ॥
 বাত্য়কার বাজায় বিবিধ বাত্য়গণ ।
 নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ ॥
 স্ত্রীগণেতে বিলাস সিন্দুর গুয়া পান ।
 তৈল সন্দেশ কত বিবিধ বিধান ॥
 এক'দিন বিপ্র সব একত্র হইয়া ।
 হাস পরিহাস রূপে প্রভুরে শুধায়া ।
 শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন ।
 স্বপাক করয়ে কিয়া আছয়ে ব্রাহ্মণ ।
 প্রভু কহে, 'কখন বা আমি পাক করি ।
 না পারিলে উদ্ধরণ রাখয়ে উত্তরি ॥

এই মত পরিবর্তরূপে পাক হয় '
 শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ।
 তারা কহে 'এ বৈষ্ণব হয়ে কোন জাতি ।
 পূর্বাশ্রমে কোন নামে কোথায় বসতি ॥'
 শ্রীভূ কহে 'ত্রিবেণীতে বসতি উহার ।
 সুবর্ণ বণিক দেখি করিবু স্বীকার ॥'
 এত শুনি সব বিপ্র হাসিতে লাগিল ।
 ঈশ্বরের স্বেচ্ছাময় আচার জানিল ।
 কিছু কহিবার শক্তি আছে বা কাহার ।
 সবার হৃদয়ে নিত্য বসতি যাহার ।
 তিহ যদি বলাইবে তবে সে বলবে ।
 হুতবা কাহার সাধা বচন কহিবে ॥
 যাহার শক্তিতে জীব বলয়ে চলয় ।
 কার শক্তি আছে তার সঙ্গে কথা নয় ।
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর কে বুঝিবে তার লীলা ।
 জীব উদ্ধারিতে শ্রীভূ করে হেন খেলা ॥
 তার পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সকলে ।
 সঙ্ক্যা আছুক কর আইলা এককালে ॥
 যজ্ঞ কাঠ পুষ্প জানি কুশ কুশাসন ।
 উদুখল মূষল শক্ আদি যত হন ,
 দণ্ড কুমণ্ডল ছত্র পাত্ৰাদি যত ।
 মেথলা কোপীন কুর্কাজনে উপবিষ্ট ॥
 বেদমত যজ্ঞাদিক করিয়া সকলে ।
 পুরোহিত নিত্যানন্দে 'অত্রাগচ্ছ' বলে ॥
 বসিলেন নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ মণ্ডলে ।
 শ্রুতি মতে অগ্নি মধ্যে যশস্কৃতি জলে ॥
 যত বেদ বিদ্যি মত শাস্ত্রেতে লিখিত ।
 তাহা করি দণ্ড কুমণ্ডল হস্তে দিল ॥
 অরুণ কোপীন বহির্বাঁস কাঙ্কে বুলি ।
 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' মাভা এই বোল
 বলি ॥

সংভ্রাম করিয়া সূর্য্যদাসের গৃহিণী ।
 সুবর্ণ রজত মুদ্রা ভিক্ষা দিল আনি ॥
 পুরোহিত কহে, 'পাত্রী দানের নিমিত্তে ।'
 নিত্যানন্দ কহেন 'ও সব আছে চিত্তে ॥'
 এতকহি শুনাইল পুরোহিতের কানে ।
 তেঁ হো কহে এই বটে না হইবেক কেন ॥
 দণ্ড কুমণ্ডল ধরি শ্রীভূ অটুহাসে ।
 বার বার তিনবার এইত প্রকাশে ।
 চরণে পাত্ৰকা, স্কন্ধে ছত্র চাল যায় ।
 সকলে দেখায়ে যেন নববটু প্রায় ॥
 সেই মূর্তি স্ত্রীগণ দেখিয়া কহে হাসি ।
 'রাম জেষ্ঠ' হইবে মরমে হেন বাসি ॥
 প্রধান গৃহেতে শ্রীভূ প্রবেশ করিলা ।
 তিনদিন সেই মতে নিঃস্নেহে রহিলা ॥
 অতি প্রাতে সূর্য্যোথ দর্শন করিয়া ।
 বাহির হইল বিপ্র বদন দেখিয়া ॥
 বিষ্ণুকে শ্রণাম করি পিড়ার উপর ।
 বসিলেন নিত্যানন্দ চন্দ্র মনোহর ॥
 গলাগলি করিয়া নগর নারী যত ।
 পণ্ডিতের গৃহেতে আইসে কত শত ॥
 বদনে তাখুল পুরি নয়নে কজ্জল ।
 অঙ্গ দোলাইয়া এবে আইলা সকল ॥
 অধিবাস করিতে আইল পুরোহিত ।
 নারীগণ হুলাহুলি দেখ চতুর্ভিত ।
 সূত্র বান্ধিলেন গিয়া হুজনার হাথে ।
 বসুদেবী গৃহ প্রবেশিলা নত্র মাথে ।
 বাহিরে বাজায় কত মঙ্গল বাজনা ।
 পরম আনন্দে আসে যায় কতজন ॥

জল সহিবারে চলে নাগরীর গণ ।
 'বসু ভাগ্যবতী' বলি বলে কতজন ॥
 কেবা পাইয়াছে হেন পুরুষ সুন্দর ।
 পূর্বেতে বেবতী যেন পাইলেন বর ॥
 কেহ বলে পার্বতী শঙ্করে যেন মেলা ।
 কেহ বলে নারায়ণ সনেতে কমলা ।
 কেহ বলে কামদেব রঞ্জিত মিলন ।
 কেহ কহে সীতারাম এই দরশন ॥
 কেহ বলে বন্দাবন কিশোর কিশোরী ।
 কেহ বলে দৌহারূপ কহিতে না পারি ॥
 বরের অঙ্গের জ্যোতি কহনে না যায় ।
 কণ্ঠার অঙ্গের ছটা ভুবন মোহয় ॥
 কেহ কেহ বলে সত্য লক্ষ্মীনারায়ণ ।
 যৈছে বর তৈছে কণ্ঠা কন্দর্প মোহন ॥
 যার যত মনের কথা বলিয়া বলিয়া ।
 হাসিয়া হাসিয়া পড়ে চলিয়া চলিয়া ।
 একে নব তরুণী নাগরী বিভা ঘর ।
 আনন্দে ধরিতে নারে অঙ্গ পরস্পর ॥
 এই মতে আনন্দে সমস্ত দিন গেল ।
 প্রদোষ সময় অসি উপসন্ন হৈল ॥
 বর কণ্ঠা সাজ ইতে কহিলা পণ্ডিত ।
 শুনিয়া সবার মনে হৈল বড় ঐতি ॥
 নিত্যানন্দ বসি বিষ্ণু মণ্ডপ উপরে ।
 গৌরীদাস আসিয়া বরের বেশ করে ॥
 পূর্বে যেন বন্দাবনে কহিনী নন্দনে ।
 মনোহর বেশ কৈল সুবল আপনে ॥
 দৈবে সেই বস্তু হয় নাহিক সংশয় ।
 সত্য সেই রাম সেই সুবল নিশ্চয় ॥
 সহজেই নিত্যানন্দ অনঙ্গ মোহন ।
 তাহাতে তিলক দিল কপালে চন্দন ॥

সহজেই প্রেমে মত্ত ঘৃণিত লোচন ।
 তাহাতে দীঘল করি দিলেন অঞ্জন ॥
 উন্নত নাসিকা তাহে চন্দন তিলকে ।
 সে মুখের শোভা বিধু মণ্ডল বলকে ॥
 পরিসর হৃদয়ে মণ্ডিত ঘন সার ।
 মিলিতে চন্দন যেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
 শুক্ল বস্ত্র পরিধান শুভ উপবীত ।
 বিচিত্র বিক্রম যেন অনন্ত বেষ্টিত ॥
 সম্বন্ধে মুকুট আর শ্রবণে কুণ্ডল ।
 সর্বদাঙ্গ সুবর্ণ ভূষা করে বলমল ॥
 শিল্পী-পণ্ডিতা নারী বসিয়া নির্জনে ।
 বসুধার অঙ্গ বেশ করে এক মনে ।

যথা রাগ :—

করেছে চিরুণি ধরি, কেশ স স্কার করি,
 স্বর্ণ সূত্র দিয়ে মূল বান্ধে ।
 ত্রিগুচ্ছ সমান করি, বেণী কৈল মনহারী,
 বন্ধ কৈল কবরীর ছন্দে ॥
 বঙ্গন পাটের খোপা, দুই দিগেকর্ণ ঝাপা,
 পিঠে পড়ে হৈয়া সারি সারি ।
 ললাটের ক্ষুদ্রালোকে, এক এক করি ভাকে
 বেণী বানাইল মনোহারী ॥
 বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া, মুছি মুখ নিরখিয়া,
 কুকুম মাজিল পুনঃ তায় ।
 অলকা তিলক করে, নয়ন অঞ্জন পবে,
 সাজাইয়া দীর্ঘ বেথায় ।
 কপাল চিত্রিত করি, বিন্দু দিল সারি সারি'
 চিবুকেতে চন্দন রচিল ।
 নাসায় তিলক দিয়া, বহু তাহা নিরখিয়া,
 তার পরে ভূষা পরাইল ॥

না সাগ্রেতে স্থল মুক্তা, সুবর্ণের গুলযুক্তা,
 দোলে কিণু অধর শিখরে ।
 তিল পুষ্প অগ্রে যেন, পড়ে মকরন্দ কর্ণ,
 স্থলরূপে বিশ্বের উপরে ।
 সুবর্ণের কষ্টি হয়, কণ্ঠ বক্ষ পরিচয়,
 আর দিল-সুবর্ণপদক
 সে অতি বিচিত্র সাজে, ধবিল বক্ষের মাঝে,
 শোভে যেন অনঙ্গ ফলক ॥
 কর্ণে দিল টাঁপা সোনা, সে যেন বিজুরি
 কোণা,
 নস্ত্র রহে অংশের উপরে ।
 রহিলা একত্র স্থিতি, স্বভাব চঞ্চল মতি,
 অংশ পরশিতে সাধ করে ॥
 সুবর্ণ বলয়া ভূজে, করে নব সঙ্গ সাজে,
 তার কোণে কনক বক্ষণ ।
 সোনার নূপুর পদে, পরাইল বহু সাধে,
 যাবক রঞ্জিত শ্রীচরণ ।
 শুক্ল বস্ত্র পরাইয়া, অধরে তাম্বুল দিয়া,
 গলে দিল গন্ধ পুষ্প মালা ।
 চন্দন চর্চিত্ত করি, আই গন্ধ দিব্য ধরি,
 ঘন সার করিষা মিশাল ॥
 শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ, হুহু পাদপদ্ম দন্দ,
 হৃদয়েতে ধরি অবিরত ।
 তার লীলা গুণগনে, বৃন্দাবন দাস মনে,
 তহাল ধর ভেল চিত্ত ॥
 আশ্রয়কু সবে মেলি কহিল পণ্ডিতে ।
 সকলে বলেন বর ভ্রমণ করিতে ॥
 পণ্ডিত শুনিয়া তাহা কৈল অঙ্গীকার ।
 সকলের অভিকৃতি কর্তব্য আমার ॥
 শুনি সবে আনন্দে ধাইল চতুর্ভিতে ।
 যার যত অয়োজন একত্র করিতে ॥

আনি উপস্থিত কৈল পণ্ডিতের দ্বারে ।
 দিবা চতুর্দোলা পরি চড়ান শ্রভূরে ॥
 বাতকার সকল বাজায় এক তানে ।
 কত শত শত বাত উঠিল গগনে ॥
 নর্তন গাখন গায় সুবাস্তিত তান ।
 দিব্য বস্ত্র ভূষাপরি শ্রভু বিদ্যমানে ॥
 লীলায় চলিল নিত্যানন্দ নগরেতে ।
 আনন্দ মঙ্গল ধ্বনি হয় চতুর্ভিতে ॥
 সারি সারি দোয়ারে নগর-নগরীগণ ।
 শিশু কোলে করি খেয়া যায় কতজন ॥
 পৌগণ্ড বালক আগে আগে কত ধায় ।
 আনন্দে উন্মত্ত কণ শত গীত গায় ॥
 ইহাই আতষ ছুটে পার্শ্ব গগনেতে ।
 দ্বীপক জালায়ে কত লক্ষ লক্ষ শতে ॥
 তাহার ছটাতে রাত্রি দেখি দিন প্রায় ।
 কত শত বিদ্যাধরি নাচি নাচি যায় ॥
 দেবগণ আসি সব নররূপ হইয়া ।
 দেখয়ে প্রভুর শোভা নয়ন ভরিয়া ॥
 দোব নরে কি আনন্দ কহনে না যায় ।
 হেন লীলা করে শ্রভু নিত্যানন্দ রায় ॥
 কলিযুগ হেন লীলা কবেন ঈশ্বর ।
 বেদগুণ্ড লীলা এই জানিতে হুস্কর ॥
 এইমতে নগর ভ্রমিষা নিত্যানন্দ ।
 পণ্ডিত হুয়ারে উদয় পূর্ণচন্দ্র ॥
 পণ্ডিত আসিষা নিল করেতে ধরিয়া ।
 ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্পমালা পদে-দিয়া ॥
 জল ধারা লইল বিবাহ স্থানেবে ।
 দ্বীগণ মেলিষা সব হলাহলি করে ॥
 নিত্যানন্দ দাড়াইলা পিণ্ডের উপরে ।
 অপের ছটার দিক বালমল করে ॥

বিপ্রগণ দীপমালা ধরি সব করে ।
 নিত্যানন্দে সাতবার প্রদক্ষিণ করে ॥
 স্ত্রীগণ হাসয়ে সব মুখে বস্ত্র দিয়া ।
 পরস্পর অঙ্গে অঙ্গে পড়য়ে ঢলিয়া ।
 কণ্ঠা আনিলেন দিব্য সিংহাসনোপরি ॥
 ফিরলেন নিত্যানন্দে প্রদক্ষিণ করি ॥
 পান পুষ্প ছড়াইয়া সন্দর্শন কৈল ।
 স্বাভাবিক প্রেম দৌহার উদয় হইল ॥
 তিরদিন বিষোঙ্গে দেখিয়া প্রাণনাথে ।
 অভিমানে বশুধা রহিলা হেট মাথে ॥
 পুনঃ তারে লইলেন গৃহের ভিতরে ।
 ব্রাহ্মণ সকল বিধিমত ক্রিয়া করে ॥
 বহুবিধ তৈজস আদি বস্ত্র আভরণ ।
 সাক্ষাতে পণ্ডিত কৈল জামাতা বরণ ॥
 পুনঃ কণ্ঠা আনিয়া করিল সম্প্রদান ।
 পূর্বাপর আছে যেন বেদের বিধান ॥
 বর কণ্ঠা লইলেন গৃহের ভিতরে ।
 দিব্য শয্যা পুষ্পময় পাতিয়া বাসরে ॥
 বিদগ্ধা যুবতী সব প্রবেশিল ঘরে ।
 রঙ্গ পরিহাসে সব জাগিল বাসরে ॥
 এ মত আনন্দে রাত্রি প্রভাত হইল ।
 স্নান করি প্রভু কুশগুণ্ডিতে বসিল ॥
 বিধি শাস্ত্রে যজ্ঞাদিক কৰ্ম্ম সব কৈল ।
 তারপরে শত শত ব্রাহ্মণ ভুঞ্জিল ॥
 এই মত আনন্দে কতক দিন যায় ।
 একদিন গৃহে বসি নিত্যানন্দ রায় ॥

কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন করেন ভোজন ।
 বার বার শ্রীজাহ্নবা^১ দিচ্ছেন বাঞ্জন ॥
 সূর্যাদাসের কণ্ঠা হইল বস্তুর কনিষ্ঠা ।
 বালাবস্থা বিধি নিত্যানন্দে তাঁর নিষ্ঠা ॥
 পাংশিতে শ্রীমন্তকের বসন খসিল ।
 আর দুই ভুঞ্জে বাস সংভ্রম করিল ॥
 তাহা দেখি নিত্যানন্দ মনে বিচারিল ।
 এই মোর পূর্ণ শক্তি নিশ্চয় জানিল ॥
 আচমন করি প্রভু পালঙ্কে বসিলা ।
 এইকালে বশুলক্ষ্মী আসিয়া মিলিলা ॥
 আশ্রিয়া প্রভু বসাইল বাম পাশে ।
 প্রভু স্পর্শ পাই দেবী সুখরসে ভাসে ॥
 মৃদু মন্দ হাসি কপূর তাহুল লইয়া ।
 প্রভুর অধরে দেন হর্ষযুক্ত হইয়া ॥
 সেইকালে শ্রীজাহ্নবা তথাতে মিলিলা ।
 প্রভু দেখি অতিশয় লজ্জায়ুক্ত হৈলা ॥
 ইহা দেখি নিত্যানন্দ করে আকর্ষণ ।
 বসাইলা জাহ্নবাকে দক্ষিণে আনিয়া ॥
 এই মোর প্রাণপ্রিয়া হৃদয়ে জানিয়া ।
 তার পরদিনে প্রভু মনে বিচারিয়া ॥
 সূর্যাদাস পণ্ডিতেবে কহিল এই কথা
 জৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা ॥
 শুনিয়া পণ্ডিত গোসাঞি করিল স্বীকার ।
 তোমার আর অদেষ কি আছয়ে আমার ॥
 জাতি প্রাণধন গৃহ পরিজন মোর ।
 এককালে সমর্পণ কৈল প্রায়ে তোর ॥

১) শ্রীজাহ্নবা—শ্রীজাহ্নবাদেবী পূর্ব অবতারের বলদেব পত্নী রেবতী ও ব্রজের অনঙ্গ মঞ্জরীর মিলনে সূর্যাদাস পণ্ডিতের কণ্ঠাকূপে আবিভূত হন। প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্বানের পর জাহ্নবাদেবীর অত্যাঙ্কল মহিমার প্রকাশ ঘটে, খেতুরী উৎসবাদিতে বহু লীলার প্রকাশ করে। সর্বশেষে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করত অন্তর্দ্বান করেন।

এতেক কহিয়া পণ্ডিত উর্দ্ধবাহু করি ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ নাচে বলে হরি হরি ॥
 হে কৃষ্ণ ! বাদব ! হেন করিবে কখন ।
 নিব্যানন্দে রহে মোর কয়-বাক্য-মন ॥
 এই সব কহিলেন স্বগণ আনিয়া ।
 ভাল ভাল কহে তারা হাসিয়া হাসিয়া ॥
 তোমার সম্বন্ধে মোরা হইলাম কুতার্থ ।
 প্রভু আজ্ঞা লজ্জিবারে কাহার সমর্থ ॥
 সবে কহে পণ্ডিতেরে হস্ত জোড় হয় ।
 কলিকালে নিলা তুমি কৃষ্ণেরে কিনিয়া ॥
 এইমত অস্থিকাতে নিব্যানন্দ গায় ।
 প্রেমানন্দ সিদ্ধু মাঝে লে'কেরে ভাসায় ॥
 এইমত নিব্যানন্দ ইচ্ছা লীলা করে ।
 শ্রীবসু জ হুবা লৈয়া সদত বিহরে ॥
 একদিন নিব্যানন্দ ঐশ্বর্য প্রকাশি ।
 দুই প্রিয়া সঙ্গে লীলা করে হাসি হাসি ॥
 অনন্ত শয্যাতে শুই প্রভু হলধর ।
 দুই প্রিয়া সেবা করে পালঙ্ক উপর ॥
 বসুলক্ষ্মী কবে প্রভুর চরণ সেবন ।
 শ্রীজাহ্নবা মূহু মূহু হ্রাস্য শ্রীবদন ॥
 কর্পূর তাম্বুল দেন প্রভুর অধরে ।
 চৌদিকে বেষ্টিত সখীগণ সেবা করে ।
 কেহত চামর বায় কেহ বা বিজন ।
 মূহু হাসে প্রভুর কি শে ভা সে বদন ॥
 কোটি কোটি চন্দ্র জিনি তেজ নাহি অন্ত ।
 সহস্র ফণায় ছত্র ধরিয়া অনন্ত ॥
 অজ-ভবাদিক আদি জোড় করি কর ।
 সনক নারদ ব্যাস আর শুকবর ॥
 প্রভু প্রভু করিয়া সবেই করে স্তুতি ।
 বালমণ অঙ্গ ছটা পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতি ॥

মহাতেজে ব্যাপিলেক বাহির অন্তর ।
 সূর্যাদাস গৌরীদাস ছিল বাড়ির ভিতর ।
 মহাতেজ দেখি সব চমৎকার হৈলা ।
 জামাতা আলয়ে দুই খাইয়া যে গেলা ॥
 দেখিলা পালঙ্ক পরি প্রভু শুই আছে ।
 দুই কণা চতুর্ভূজা দেখি প্রভুর কাছে ।
 শুভ্র গৌর শ্বেত কান্তি অঙ্গের লাবণী ।
 চতুর্ভূজে নীলবাস কটিতে কিঙ্কিনী ॥
 নানা অলঙ্কারে মর্বব অঙ্গ বিভূষিত ।
 আজ'হুলস্থিত বনমালা বিরাজিত ॥
 দুই হস্তে শ্রীহল মূষল শোভা করি ।
 দুই হস্তে কৃষ্ণ নাম জপে কবে ধরি ॥
 পারিষদগণ সব দেখি জ্যোতির্ময় ।
 প্রভু প্রভু ! করি স্তুতি কবে অতিশয় ।
 জয় বলদেব জয় জয় সঙ্কর্ষণ ।
 কিবা প্রভু কিবা রূপ না যায় কখন ॥
 দেখিয়া মূচ্ছিত হই পড়ে দুই ভাই ।
 জয় জয় বলরাম বলিয়া জিব তাই ॥
 দেখি নিব্যানন্দ প্রভু ঐশর্ঘ্য সম্বরিয়া ।
 উঠ উঠ বলি প্রভু তুলিল ধরিয়া ।
 প্রভুর পরশে দৌহে পাইলা চেতন ।
 দুই ভাই ধরে প্রভুর দুই শ্রীচরণ ॥
 দুই ভাই স্তুতি করে গলে বস্ত্র দিয়া ।
 হসে কৃপাময় প্রভু দুহাবে চাহিয়া ॥
 তুমি দুই জন্ম জন্ম কৃষ্ণের প্রিয়দাস ।
 এই মত করি হুঁহা করিল আশ্বাস ।
 বিদায় হইয়া হুঁহে করিলা গমন ।
 জানিলেন দুহে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥
 মন হইল খড়দহে করিব শ্রীপাট ।
 প্রভু আজ্ঞা পালিবারে বসাইব হাট ॥

এত চিন্তি চলিলেন খড়দহ গ্রাম ।

প্রকট করিল তাঁহা আত্ম লীলাধাম ॥

গৃহাশ্রমীধর্ম প্রভু সকলি করিল ।

‘শ্যামসুন্দরী শ্রীবিগ্রহ’ সেবা প্রকটিল ॥

শ্রীবনু-জাহ্নবা দৌহে চরণ সেবয়ে ।

কার কোন শক্তি সঞ্চারিল স্বেচ্ছাময়ে ॥

হুই শ্রিয়া সঙ্গে প্রভু করয়ে বিলাস ।

নানা সুখে বিহরয়ে রতি সুখল্লাস ॥

হুই শ্রিয়া সঙ্গে নানা রস বিলাসিয়া ।

হুই শ্রিয়ার মনবাঞ্ছা পূরণ করিয়া ॥

হুই শ্রিয়ার কি আনন্দ তার নাহি ওর ।

নিত্যানন্দ হেন স্বামী পাঠিয়া প্রেমে ভোর

চৈতন্য চরণে দৌহে প্রার্থনা করয় ।

জন্মে জন্মে যেন স্বামী নিত্যানন্দ হয় ॥

ভক্তি শক্তি জাহ্নবাতে বসুতে প্রকাশ ।

এই গুঢ় লীলা কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বংশ বিস্তারে
আত্ম লীলায়াং

শ্রীবীরচন্দ্রাবতার কারণং নাম প্রথম স্তবক

দ্বিতীয় স্তবক

জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম ।

চরণ আশ্রয় দিয় পূর্ণকর কাম ।

তথাহি—

প্রাতঃসমকরারুণের্বন্দীকৃত সুবিগ্রহং ।

প্রেমভক্তাখ্যভূস্থাপ্য সঞ্চারিত জগজ্জয়ং ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় ।

মো পাপিষ্ঠে দেহ প্রভু চরণ আশ্রয় ॥

ধূম্রা—

জয় জয় নিত্যানন্দ, মহামহেশ্বর,
সকল আধার ।

সব রস সাগর, ব্রজ জন নাগর,
দ্বিতীয় কৃষ্ণ অবতার ॥

বসু বেবতী পতি, জাহ্নবা সংহতি,
পুরুষ প্রকৃতি দেহাধারী ।

গৌর মনোগত, অভিমত ভাবিত,
নিরবধি গৌর বিহারি ॥

কলি মলে লিপ্ত, দীপ্ত নহঁ হরিরস,
অদ্বৈত গৌর গোসাঁঞে ।

শুদ্ধ ভক্তি বিন, অস্ত্র আরাধনে,
কলিজনে আনর্গাঅ নাঞে ॥

কৃষ্ণ কৃপালু, কৃপা করি দীনহীনে,
পুনঃ যদি করে অবতার ।

তবে সে সকল জীবে, কৃপা করি পুন এবে
তবে সে হইব উদ্ধার ॥

বসুধা জাহ্নবা দেবী, নারায়ণ দেব সেবি
শুদ্ধ সত্ত্ব মতি শিরোধারী ।

নিত্যানন্দ শ্রিয়, কুশল ঈশ্বরী,
সকল প্রকৃতি-গণ বর্ধ্যা ।

হৃদয় সিন্ধু, সম যার উদর,
বীরচন্দ্র অবতার ।

সুকৃতি বন্ধুগণ, চিত্ত নির ধারণ,
কৃষ্ণ করল পরিচার ॥

কলিমল নাশিতে, বীরচন্দ্র সম,
হুর্জনগণ পৃথিবীর ।

ত্রিংশদয় লক্ষণ, যুত সুপুত্র,
উত্তরণ বিনা মিচির ॥

নিত্যানন্দ চন্দ্র, অতি হরষিত,
 অট্ট অট্ট বহু হাস ।
 সব জন মন প্রাণ, বশ্য নির ধারণ,
 কহ বৃন্দাবন দাস ॥
 ঈশ্বরের জন্ম কর্ম কতু নাহি হয় ।
 আবির্ভাব তিরোভাব বেদে মাত্র কয় ॥
 অপ্ৰাকৃত লীলা এই জীব উদ্ধারিতে ।
 প্রাকৃত দেখায় এই মনুষ্য লীলাতে ।
 ভক্ত বিনা এ লীলা কে বুঝিতে পারে ।
 ঈশ্বর অচিন্ত্য শক্তি কখন কি করে ॥
 শুভদিন শুভলগ্ন শুভক্ষণ পাইয়া ।
 ঈশ্বর আপন বাক্য সুদৃঢ় জানিয়া ॥
 শরৎ-কৃষ্ণ-নবমীতে পোখন দিবসে ।
 ঈশ্বরবির্ভাবে সংলোক আনন্দেতে ভাসে ॥
 তিনলোক জয় জয় হরিধ্বনি হৈল ।
 দেবলোক নরলোক আনন্দে ভাসিল ॥
 ধন্য ধন্য বশু লক্ষ্মী বলে সর্বজন ।
 পুত্র প্রসবিল সেই গৌর নারায়ণ ।
 পঞ্চদশ মাস তেজোরূপী যে রহিল ।
 মার্গশীর্ষ শুরু চতুর্দশীতে প্রসবিল ॥
 তখাহি - পদং - যথা রাগের গায়ত্রে—
 কনক কমল জ্যোতি, অঙ্গ ভঙ্গি শোভা
 অতি,
 আজানুলম্বিত ভুজ সাজে ।
 সিংহের ডবুর হেন, মধ্য দেশ অতি ক্ষীণ,
 বক্ষ কণ্ঠ কিশোরী বিরাজে ॥
 পাদপদ্ম শোভা অতি, ধ্বজ বজ্রাক্ষুশ তথি,
 রক্তোপল অরু নহি ভালে ।
 মধুর মধুর হাসি, উগরে অমিয়া রাশি,
 দর্শনে হৃদয় নির্মল ॥

যত কুল বধু আসি, বালক দেখিয়া হাসি
 প্রশংসয়ে ধন্য ধন্য করি ।
 বশু লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, পুত্র প্রসবিল সতী
 ভুবনমোহন-বলিহারী ॥
 বাপকের দরশনে, সবে চমৎকার মানে,
 কোন মহাপুরুষ নিশ্চয়
 বৃন্দাবন দাস কহে, প্রাকৃত বালক নহে,
 পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন হয় ॥
 বীরচন্দ্র রূপে পুনঃ গৌর অবতার ।
 যে না দেখেছে গৌরচন্দ্র সে দেখুক
 আরবার ॥
 ভুবনমোহন বাল্যরূপে করে লীলা ।
 দিন দিন বড়ে যেন সুখাংশু কলা ॥
 একদিন প্রভু বসিয়াছেন বাহিরে ।
 হেনকালে অভিরাম আইলা সত্ত্বরে ॥
 দাদারে বলাই বলি দুয়ারে ডাকিল ।
 প্রাঙ্গণে আসিয়া পুন অনেক হাসিল ॥
 নিত্যানন্দ ধাইয়া ধরিল তাঁর গলে ।
 মধুর মধুর করি অভিরাম বলে ।
 শুনিলাম তোমার যে হয়েছে সন্তান ।
 আমারে দেখাও আমি করিব প্রণাম ॥
 নিত্যানন্দ কহেন সকলি জান সে ।
 আমি ত না জানি কোথাকারে আইল কে ।
 এই ঘর ঠায়ে ঠায়ে কহেন দু'জন ।
 গলে গলে ধরি করে শ্রেমের কান্দনা ॥
 অভিরাম আইলা শুনিয়া বশু দেবী ।
 কি করেন কৃষ্ণ এই মনে মনে ভাবি ।
 শুনিতেছি শ্রীবিগ্রহে দণ্ডবৎ হয় ।
 আসিতেছে কত স্থানে বিদার করিয়া ॥
 বীরচন্দ্র শুতিয়াছেন খট্টার উপরি ।
 দিব্য সুরঙ্গ বস্ত্র-খণ্ড বক্ষে ধরি ॥

আধ আধ মুদি রহে নয়নের তারা ।
 প্রদোষে কমল কোষে ডুবিছে ভ্রমরা ॥
 কঙ্কল উজ্জল রেখা শ্রবণের কাছে ।
 গোময় অঞ্জন ফোটা লপাটের মাঝে ।
 সুচক্রে চিকুরে সম্মুখের বুটা সাজে ।
 যেবা নিরথয়ে তার জাগে হিয়া মাঝে ॥
 বশুলক্ষ্মী পুত্র নিলা কোলেতে তুলিয়া ।
 হেনকালে অভিরাম^১ তথায় আসিয়া ॥
 দেখি বশুলক্ষ্মী দিলা জাহ্নবা কোলেতে ।
 পুত্র কোলে নিলা দেবী আনন্দ সহিতে ॥
 হস্ত ফিরাইলা মাতা বালক মৃৎকে ।
 মুহু মুহু হাসে প্রভু দেখিয়া মা তাকে ॥
 হেনকালে অভিরাম তথাতে আসিয়া ।
 অনির্মথ্যে রহে শিশুরূপে নেহারিয়া ॥
 নয়নে লাগিল যেন অমিয়া অঞ্জন ।
 সর্বৈশ্বর্য জুড়াইল করি দরশন ॥
 নিশ্চয় প্রভু শুতিয়াছে মাতার উরু পরে ।
 অরুণ কিরণ যেন গৃহেতে সঞ্চারে ॥
 উন্নত নাসিকা আর সুন্দর কপাল ।
 মহাভূজ দীর্ঘকাষ বক্ষ সুবিশাল ॥
 কর পদ তলে যেন মাড়িল লিঙ্গুলে ।
 মহাপুরুষের আকৃতি তাহার উপরে ॥
 দেখি আনন্দিত হইলেন অভিরাম ।
 চরণের তলে গিয়া করিলা প্রণাম ॥
 উষ্ণ দরশন করে পুনঃ দণ্ডবৎ ।
 বার বার তিনবার করিলা এইমত ॥
 যোগনিদ্রা হৈতে প্রভু জাগিয়া হাসয় ।
 চরণ চারণ করি শিশু প্রায় হয় ॥

চিনিলেন অভিরাম এই প্রভু মোর ।
 হাসি হাসি বলে ভাল ঠাকুরালি তোর ॥
 পূর্বের যৈছে গৌরাজের লাবণ্য সুন্দর ।
 সেইমতে বীরচন্দ্র সর্ব্ব কলেবর ॥
 তৈছে মুখচন্দ্র শোভা তৈছে দুই নেত্র ।
 তৈছে দুই ভূজ শোভা আজামুলস্থিত ॥
 তৈছে সর্ব্ব অঙ্গ ভঙ্গী দেখি অভিরাম ।
 সেই সেই বলে প্রেমে ঝুরে ছ নয়ন ॥
 শ্রদ্ধাঙ্গণ করি পুনঃ দণ্ডবৎ করি ।
 প্রেমানন্দে ভাসিয়া বলেন হরি হরি ॥
 শিঙ্গা বেনু বাজাইয়া বাহির হইলা ।
 নিত্যানন্দ সমাদর করি বসাইলা ॥
 ময়ূর পুচ্ছের চূড়া গুঞ্জ পুষ্পমালা ।
 মকর কুণ্ডল কানে হস্তে তাড়ি বালা ॥
 কটিতে কিঙ্কিনী ধড়া চরণে নৃপুত্র ।
 কেতকী বরণ অঙ্গ গঠন মধুর ॥
 বয়ভানু নৃপতির নন্দন শ্রীদাম ।
 সেই সিদ্ধ গোপ মাত্র নাম 'অভিরাম' ॥
 এক রাত্রি রহিয়া গেলেন অত্র স্থানে ।
 উৎকর্ষা আনন্দে ফেরে নাহিক বিশ্রামে ॥
 বলা লীলা ছলে প্রভু আত্ম প্রকাশিয়া ।
 বিহারয়ে নিত্যানন্দ চন্দ্রে মুখ দিয়া ॥
 অদ্বৈত গোমাঞি শান্তিপুত্র হইতে আইলা
 দেখি আনন্দিত হয় সাবধানে রইলা ॥
 পুন চোরা আসিয়াছে জাতি নাশার ঘর ।
 ক্ষণে অবধৌত ক্ষণে রহিত সংসারে ॥
 ভক্তির প্রভাবে জানিলেন সীতানাথ ।
 সেই প্রভু গৌরচন্দ্র আপনে সাক্ষাৎ ॥

১) অভিরাম—ব্রজের শ্রীদামস সখা ব্রজ দেহ লইয়াই গোড় দেশে অগমন করতঃ
 ধানাকুল-কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করেন । শ্রীমদ্ভাগবত তাহার নাম অভিরাম
 গোপাল রাখেন ।

চোরের ঘরের চোর নিতি চুরি করে ।
 এ চোর ধরিহ মোরা কেমন প্রকারে ॥'
 সহজে অদ্বৈত গোসাঞিও তর্জায় সমর্থ ।
 তার কুণা যারে সেই জানে সব অর্থ ॥
 নিজ প্রাণনাথ জানি অদ্বৈত গোসাঞি ।
 অনেক প্রণাম কৈল প্রেমে বাহ্য নাই ।
 'সেই চোরা' 'সেই চোরা' বলয়ে অদ্বৈত ।
 এ সকল প্রেম কথা কে জানিবে তত্ত্ব ॥
 দেখিয়া সবার মনে চমৎকার হইল ।
 কোন মহাপুরুষ নিত্যানন্দ ঘরে আইলা ॥
 প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্বৈত গেল পুরে ।
 আর যত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য গেল ঘরে ॥
 এইমতে বীরচন্দ্র বাল্যলীলা বেশে ।
 মনোহর লীলা করে দিবসে দিবসে ।
 কি কহিব বীরচন্দ্র রূপের মাধুরী ।
 যার যাঁহা নেত্র পড়ে রহে তাহা হেরি ।
 কোটি কন্দর্প লাভণ্য মন মোহনীয় ।
 ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দেখেন আসিয়া ।
 নবরূপ ধরিয়া সকল দেবগণ ।
 নিতি অসি বীরচন্দ্রে করে দর্শন ॥
 ভাল লীলা কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে ।
 তোমার কুণা বিনে এই কে জানিতে পারে ॥
 ঘোর কলিযুগে প্রভু ঐছে লীলা কর ।
 কে জানিতে পারে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥
 এইমত নতি স্তুতি করে দেবগণ ।
 শুনিয়া হাসেন বীরচন্দ্র নারায়ণ ।
 চরণে মগরা খারু বাঘ নখ গলে ।

বিধি কি গড়িল রূপ রসের মিশালে ॥
 অন্তের কি দায় নিত্যানন্দ মোহ পায় ।
 পুত্র বুদ্ধি না করেন ঋতু সর্ব্বথায় ।
 বীরচন্দ্রে গৌরচন্দ্রে কিছু নাহি ভেদ ।
 আবির্ভব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥
 শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞির চরণ করি আশ ।
 বংশ-বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তারে
 আত্ম
 লীলায়াং শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্রে প্রকাশ
 কখনং নাম দ্বিতীয় স্তবক: ।

তৃতীয় স্তবক

শ্রীবীরচন্দ্রে কলি-তামস-সংহার চন্দ্রে-
 স্বভক্ত কৌমুদ প্রফুল্লিত করি চন্দ্রে ।
 শ্রীজাহ্নবাচ্চ নখনে ক্ষণদীপ্ত চন্দ্রে-
 প্রৈমামৃতং বিতরণে পরিপূর্ণ চন্দ্রে ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় ।
 যার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয় ॥
 মাহেশ নিবাসী এক বিপ্রা শুদ্ধ চিত্ত ।
 বিষ্ণু বৈষ্ণবের পূজা তার নিত্য কৃত্য ॥
 'সুধাময়' নাম পিপলাইব' জমাতা ।
 'বিহুয়াম্বালা' নাম হয় তাহার বনিতা ॥
 বিষ্ণু-পয়ারাণী-শুদ্ধা-পতিব্রতা-নারী ।
 স্বামীর নিকটে নিত্য রহে কর জুড়ি ॥

১) পিপলাই বলিতে শ্রীকমলাকর পিপলাইকে বুঝায় । তিনি দ্ব দশ গোপালের একজন । পূর্ব্ব অবতারে ব্রজে 'মহাবল' নামে ছিলেন ।

কণ্ঠা পুত্র হীন মুই বৃথা জগ্ম য য় ।
 কি মুখ সংসারে থাকি কিসের মায়ায় ॥
 মুখুটী কহয়ে সতী মোর মন অই ।
 নিব্বিহ্ন হয়েছি গৃহে তোবে সত্য কই ॥
 প্রভুর চন্দন যাত্রার যাত্রিক সহিতে ।
 চল যাব শ্রীমুকুন্দ-দর্শন করিতে ॥
 তার কুপায় তোর চিন্তে হইল ক্ষুব্ধণ ।
 চল গয়া করি জগন্নাথ দর্শন ॥
 এত বলি বিপ্রবর হরিধ্বনি করে ।
 ভা স গেল শ্রুধাময় আনন্দ সাগরে ॥
 তার পরদিনে গ্রামী-বিপ্র নিমন্তিল ।
 চতুর্বিধ করি ভক্ষ্য ভোজ্য করাইল ॥
 ঘরে যত দ্রব্য ছিল বিখে কৈল দান ।
 মালা গন্ধ দিয়া সবার করিল সম্মান ॥
 হেনকালে আইল যত যাত্রিকেরগণ
 মহামহোৎসবে তারা করিল ভোজন ॥
 স্নাতে উঠি বিপ্রবর পত্নী করি সঙ্গে ।
 চলিল বৈষ্ণবসহ হরিকথা বঙ্গে ॥
 অবশেষ বিষয় ধনরত্ন-যত ছিল ।
 জগন্নাথের ভোগ লাগি সঙ্গে করি নিল ।
 ক্রমে ক্রমে চলিয়া আইলা নীলাচলে ।
 পথ পরিশ্রম নাহি, হরি হরি বোলে ॥
 শ্রীমুখ দর্শন করি কুতার্থ মানিল ।
 সর্ব তীর্থ পর্ষটন প্রদাক্ষণ কৈল ॥
 পরম আনন্দ কৈল রথ মহোৎসবে ।
 সঞ্চয় যা, যার বায় করিল উৎসবে ॥
 চতুর্মাস্য রহি করে তীর্থ পর্ষাটন ।
 নিজ ভাষা প্রতি এই কহিল বচন ॥

নির্জন্ম স্থানেতে চল সমুদ্রের তীরে ।
 সাধন করিব প্রাপ্তি লাগি যত্নবরে ॥
 তথা গিয়া এক ক্ষুদ্র পত্রাশ্রম করি ।
 নিরন্তর দুইজনে জপয়ে মুরারী ॥
 বহুকাল ধ্যানে তুষ্ট সমুদ্র হইয়া ।
 কণ্ঠা এক সঙ্গে করি মিলিলা আসিয়া ॥
 মুক্তিমন্ত জলনিধি হইয়া সদয় ।
 কণ্ঠা অগ্রে ধরি বিপ্রে মুহ ভাষা কর ॥
 এই কণ্ঠা লইয়া তুমি পালহ যতনে ।
 ইহা হৈঃ পাবে তুমি পুরুষ-রতনে ॥
 এই কণ্ঠা হইতে তোমার কুলের উদ্ধার ।
 এই কণ্ঠা হইতে যাবে সংসারের পার ॥
 'নারায়ণী' নামে এই কণ্ঠা লক্ষ্মীরূপা ।
 গঙ্গা সমাপিল মোরে তোরে করি কুপা ॥
 এই কণ্ঠার বর তিনলোক যোগ্য নহে ।
 ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের যোগ্য রহে' ॥
 বিপ্র কহে, 'আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 আমি হৈ ত লক্ষ্মী কৈছে হইব পালন ॥
 জলনিধি কহে, 'বিপ্র না করিহ ভয় ।
 দুঃসপ্ন নহে শ্রুসপ্ন এই হয় ॥
 প্রত্যক্ষা রহিবে তব স্নেহের বশ হৈয়া ।
 থাকিবেন নিরন্তর প্রভুবে ভাবিয়া ।
 গৌরাক্ষ স্বকপ তেহো বিষ্ণু বিষ্ণুধাম ।
 নিত্যানন্দ অমুজ শ্রীবীরচন্দ্র নাম ॥
 অত্রদিনে তীর্থ করি এথাহি আসিবে ।
 কণ্ঠা পরিগ্রহ করি কুতার্থ করিবে ॥
 এত কহি জলনিধি অন্তর্দান হৈল ।
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দোহে হুষ্ট চিত্ত হৈল ॥

১) যাত্রিক সহিত - শ্রীমদ্গয়া শ্রভুর সমীপে-চতুর্মাস্য যাপনকারী গমনরত গোড় য বৈষ্ণবগণের সঙ্গে ।

কবে বীরচন্দ্র প্রভু দিবেন দরশন ।
 রাত্রিদিন দৌহাকার এই উপাসন ॥
 এই খানে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান ।
 যে কথা শ্রবণে মিলে গৌর ভগবান ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় ।
 যার কুপায় ভক্তিবোগ জ্ঞান সিদ্ধি হয় ॥
 যার নাম স্মরণে সংসার বন্ধ নাশ ।
 যার নাম লইলে হয় গৌরাজের দাস ॥
 সর্ব অবতার শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাঁঞি ।
 তাঁহার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ ভাই ॥
 চৈতন্য বিচ্ছেদে প্রভু সদাই বিলাপ ।
 কদাচিত বাহ্য হৈলে চৈতন্য অলাপ ॥
 কামনোবাক্যে সদা চৈতন্য ধেষায় ।
 উচ্চৈশ্বর করিয়া গৌরাজ গুণ গায় ॥
 আপনে গৌরাজ গাই গণ্ডায় জগতে ।
 গৌর জের গুণ গাও পারে নন্দ স্মৃতে ॥
 আপনে গৌরাজ নাম হৃদয়ে জন্মে ।
 গৌরভক্ত বিনে নিতাই কিছু না জানয়ে ।
 নিঃসুর বড়দহে অভ্যস্তবে স্থিতি ।
 শ্রীবশু জাহুবা সদা বাডান পিহীতি ॥
 গৌর প্রেমে গংগর না জানে দিব্যরাসি ।
 শ্যামসুন্দরেই কহু দেখে গৌর হ্যাসি ॥
 কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব ।
 মন্দিরে প্রবেশ কর কৈলা তিরোভাব ॥
 পুনঃ প্রভু মনে ভাবি প্রবোধ হইল ।
 শ্রীবশু জাহুবা লইয়া গমন করিল ॥
 তথা হৈতে একচাক্য করিল গমন ।
 বঙ্কিমদেবের গিয়া করেন দরশন ॥
 কতোদিন বঙ্কিমদেব দর্শন করি তথা ।
 পুনঃ শ্রীবঙ্কিমদেবে অন্তর্দান হৈল তথা ॥

এসব বিবহ লীলা বর্ণন করিত ।
 প্রাণপোড়ে অতএব না পারি বর্ণিতে ॥
 প্রভু দরশনাভাবে বৈষ্ণব ব্যাকুল ।
 এক বীরচন্দ্র সবার প্রাণ-সমতুল ॥
 প্রভুর বিচ্ছেদে বীরচন্দ্র অশ্রু মন ।
 বিরলে বসিয়া সদা করয়ে ভাবনা ।
 কি করিব কোথা যাব বচন না ফুরে ।
 অপ্রকট হইলা প্রভু ছাড়িয়া আম'রে ॥
 আনে কহে ভক্ত সগ তোমা পরতন্ত্র ।
 যখন যা কর প্রভু তুমিত স্বতন্ত্র ॥
 মহামহোৎসব করে ভক্তবন্দ লয়ে ।
 অগ্রে পরিমণ্ডলাকা অভিষিক্ত হয়ে ।
 বিবহে ব্যাকুল প্রভু মহোৎসব বৈলে ।
 ভক্তবন্দ সমুঝিয়া সান্তনা করিলা ॥
 নর্তক গোপাল আর শতু মাতুল ।
 মহামহোৎসব দ্রব্য বহুতর কৈল ॥
 দেশে দেশে নিমন্তন মহাশেব'রণে ।
 মহা শতু অভিষেক হইব শুভ দনে ।
 এত শুনি যেন আইল যেন না আইল ।
 লোক দ্বারে ভেট দিয়া কুতার্থ মানিল ॥
 তার মধ্যে দুভাগ্য হইল যেন জন ।
 জন্মে জন্মে বিমুখ রহিল শ্রীবরণ ॥
 সে সবার নাম লইতে শ্রদ্ধা নাহি হয় ।
 প্রভুর শুদ্ধ ভক্তগণের মনে তাপ বয় ॥
 সে সব শ্রমঙ্গ এথা নাহি প্রয়োজন ।
 মন দিয়া শুন শতুর বংশের কীর্তন ॥
 এইমত মহোৎসব সম্পূর্ণ হইল ।
 তবে মহাশেব'র গণ মনে বিচারিল ।
 তারপর শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত গোপী লইয়া ।
 প্রভু বীরচন্দ্র মহা অভিষেক করিয়া ॥

মনে মনে শ্রীঅদ্বৈত জানিলেন সার ।
 সেই চোরা পুনরপি আইলেন আর বার ॥
 কাবে না বহিষা প্রভু বিদায় হইয়া ।
 চলিলেন নিজগৃহে চৈতন্য স্মরিয়া ॥
 নিজ নিজ গৃহে সব ভক্ত চলি গেলা ।
 নিজগন লইয়া প্রভু বিরহে রহিলা ॥
 তবে কতদিন রহি বীরচন্দ্র রায় ।
 উপাসনা হব বলি মাতারে সুধায় ॥
 গোপনে কাহিন প্রভু বিরলে ডাকিয়া ।
 কিবা দৃঢ় কৈল বীর পুনঃ দেখি ইহা ।
 তিহে নিবেদিল প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
 যবে যে করায় সেই তাহাতে তৎপর ॥
 দাস মুঞি কি বলিব কিবা জানি কথা ।
 ব্যবহার পরমার্থের জানেন ব্যবস্থা ॥
 বাহিরে আসিয়া দেখে প্রভু খট্টাপরী ।
 বসিয়াছেন পারিষদগণ সঙ্গে করি ॥
 গঙ্গাস্নেহে যা বালি হইল ফুৎকার ।
 স্নান পূজাদব্য সব কৈল সাক্ষাৎকার ॥
 'দূরঘাট যব' বলি প্রভু যে বলিল ।
 নৌকা লইয়া নাবিক স্নান ঘাটেতে রহিল ॥
 কীর্তনীয়গণ গায় বেড়ি বীরচন্দ্রে ।
 নৌকায় চড়িল প্রভু কৃষ্ণ শ্রেয়ানন্দে ॥
 শান্তিপুর মুখ করি নৌকা ছাড়ি দিল ।
 তার মন বাক্য শ্রীজগুবা জানিল ॥
 চন্দ্রশেখরে আনি কহিল তুরিতে ।
 ফরাইয়া আন বীরে হৈল বিপরীতে ।
 উপাসনা লাগি যন অদ্বৈতের স্থানে ।
 ছলবল করি নীত্র আনহ তাহানে ॥
 রড়ে ধায় পণ্ডিত অতি ব্যাকুল হইয়া ।
 উচ্চ সঙ্কীর্তন করে তাহা না শুনিয়া ।

হেন সময়ে শুনি কীর্তনীয় রামদাস ।
 কামনোবাক্যে মনে নিত্যানন্দেতে বিশ্বাস
 তিহ কহে পণ্ডিত এত উদ্ভিন্ন হইয়া ।
 কোথা যাও কোন বার্তা কহ বুঝাইয়া ।
 তিহো কহে, 'প্রভু নন্দন বীর রায় ।
 অদ্বৈতের স্থানে উপাসনা হইতে যায় ।
 হায় ! হায় ! করি ডাক পাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ।
 না শুনয়ে প্রভু উচ্চ হরিধ্বনি করে ॥
 ক্রোধ করি রামদাস বাক্শিয়া ফেলিল ।
 নির্ভরে বাজিল নৌকা দুই খণ্ড হইল ॥
 ঝাপ দিয়া পড়ে প্রভু গঙ্গার মধ্য জলে ।
 কাষ্ঠ পাটকা পায়ে জলের উপরে চলে ॥
 অর্দ্ধ গঙ্গা গিয়া পুন ফিরিলেন কুলে ।
 সম্ভরণ করি তাঁর পাইল হিল্লোলে ॥
 স্তুতি করে রামদাস পরম শ্রবীণ ।
 তুমি সর্ব্ব অন্তর্ধামী আমি দীন হীন ॥
 তুমি জগতের গুরু শিক্ষা দীক্ষা মূর্ত্তি ।
 ত্রিভুবনে ঘুবিবে তোমার গুনকীর্ত্তি ॥
 তুষ্ট হইলা প্রভু তার শুনিয়া স্তবন ।
 মঙ্গলোৎসবময় জানি দিল আশ্রয়ন ॥
 গঙ্গা স্নান করি চলে নিজ অশ্রয়ণে ।
 শ্রেমী রামদাসে মিল ধরি তার বরে ॥
 হেনকালে শ্রীমতি জাগুবা স্নান বরে ।
 বসিয়া আছেন বীরচন্দ্র পদ হেরে ।
 কৃষ্ণ-শ্রেয়ানন্দ-মাতা কৃষ্ণ-অনুভাগী ।
 কৃষ্ণ-শ্রেয়ানন্দ-রসে অঙ্গ উগমগী ॥
 দুই কর বন্ধ কৃষ্ণ নামের গ্রহণে ।
 এ সময়ে যুগ পূত্র দেখিয়ে নহনে ॥
 অপবাহ হই পাড়ে নাম ভক্ত ক্রমে ।
 আর দুই ভুজে বস্ত্র করিল সঙ্গ ম

আর দুই হস্তে দেখি শ্রীহল মূষল ।
 শুভ্র শ্বেত কা'ন্ত যড়ভূজ কি সুন্দর ॥
 তখন দেখাইয়া মাতা তখনি লুকাইল ।
 দেখি বীরচন্দ্র প্রভু চমৎকার পাইল ॥
 ইহা দেখি বীরচন্দ্র পড়ে শ্রীচরণে ।
 অপরাধ কৈলু মাতা ক্ষমা কর মনে ॥
 মন্ত্রদান করি কর আমার উদ্ধার ।
 যেমতে হই এ ভব সংসারের পার ।
 তবে শ্রীজাহ্নবা মহামন্ত্র কৈল দান ।
 প্রেম উখলিল করে কৃষ্ণগুণ গান ।
 ধরিতে না পারে কেহ হইল অস্থির ।
 উদ্গুনর্তনে যেন মহামন্ত্রবীর ।
 'পাইলু পাইলু' বলি যায় গড়াগড়ি ।
 বৈষ্ণবের পদ ধরিবারে রড়ারডি ॥
 ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ ধুলে গড়ি যায় ।
 'কৃষ্ণের' 'বাপের' বলি করে হাস হাস ॥
 কেথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনিব্বের নন্দন ।
 একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥
 এইমতে মহানন্দে বীরচন্দ্র রায় ।
 কৃষ্ণ মহোৎসবানন্দে ভাসে সর্ব্বথায় ॥
 সর্ব্বদা করেন কৃষ্ণ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 হৃদে দেখেন শ্যামসুন্দর মুরলী বদন ॥

এমত কৃষ্ণপ্রেম সমুদ্র ডুবিয়া ।
 কিছু স্থির হইলা কৃষ্ণ নামগুণ গাইয়া ॥
 সংসার করিব বাঞ্ছা হইল অন্তরে ।
 'মোর প্রিয়া কোথা বলি' অশ্বেষণ করে ;
 অন্তর্যামী জানিলেন আপনার মনে ।
 আমিহ যাইব নীলাচল দরশনে ॥
 মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী প্রভুর জন্মোৎসব ।
 করিয়া চলিল সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ॥
 হরি সঙ্কীৰ্ত্তন রসে চলে প্রেমানন্দে ।
 কি মুখ সাগরে ভাসি চলে ভক্তরন্দে ॥
 কত দিনে নীলাচলে প্রবেশ করিলা ॥
 সার্বভৌম' আদি ভক্ত প্রভুরে মিলিলা
 অভিরাম ঠাকুর সবার পরিচয় দিয়া ।
 এ সকল মহা প্রভুর প্রিয়তম কহিয়া ।
 শুনি প্রভু সবারে কৈলেন আলিঙ্গন ।
 সবে দেখে সেই কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান ॥
 সেইরূপ সেই বোল সেইত লক্ষণ ।
 নেহ মৃত্যু দেই প্রেম সেই সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
 তৈছে প্রভুর সত্তে মর্যাদা করিলা ।
 প্রতাপ ক্রমের হেলে আসিয়া মিলিলা ॥
 ক্ষেত্রে যাই গোবিন্দের দোলযাত্রা দেখি
 মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখে পদ্ম আঁখি ॥

১) সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ বাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও বিদ্যাবাচস্পতির ভ্রাতা । তাঁহার নাম বাসুদেব । অত্যন্ত পণ্ডিত রূপে 'সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপাধিলাভ করেন । যবগণ কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রান্ত হইলে তাঁহারা নবদ্বীপ ত্যাগ করেন মহেশ্বর বিশারদ কান্দীধামে বাস করেন । বাচস্পতি গৌড়ে অবস্থান করেন । আর সার্বভৌমকে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্র আকর্ষণ করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় নিয়োজিত করেন । তদবধি ক্ষেত্রবাস করিতে লাগিলেন তিনি অসাধারণ পণ্ডিত প্রতিভায় বড় বড় সন্ন্যাসীগণকে শিক্ষা দিতেন । শ্রীমদ্মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া ক্ষেত্রে গমন করিলে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রথম মিলন ঘটে । পরে তাঁহার ভবনে অবস্থান করিয়া বেদান্ত বিচার উপলক্ষ্যে তাহার মার্ম্মবাদ খণ্ডন করেন এবং তাহাকে বিস্ময়ভক্তি পথে আনয়ন করেন । তদবধি গৌর শ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রভুর সেবায় ব্রতী হইলেন । প্রভু তাঁর বিদ্যা গর্ব্ব খণ্ডনকালে যখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময় ক্ষণ মধ্য শত শ্লোক রচনা করিয়া সার্বভৌম প্রভুর স্তব করেন । তাহাই শ্রীচৈতন্য শতক নামে প্রসিদ্ধ ।

চিত্র বিচিত্র লীলা কৈল পুরুষোত্তমে ।
 পুন গোরচন্দ্র প্রকট বলে সর্ব্বজনে ॥
 আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন ।
 সিংহগ্রীবা গজ ক্লঙ্ক সর্ব্ব শূলক্ষণ ॥
 অরুণ বরণ অঙ্গে রত্ন মনিহার ।
 শ্রবণে কুণ্ডল বেন সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
 অঙ্গদ বলয়া ভুজে চরণে মূপূর ।
 জ্ঞান যোগ রোগ শোক দেখি যার দূর ॥
 শ্রীমুখ সুন্দর যেনা করয়ে দর্শন ।
 আর জন্ম নাহি করি তার হয় মন ॥
 কীর্ত্তন উদ্দণ্ড নৃত্য হরিশ্বনি করে ।
 জল যন্ত্র ধারা যেন দুই নেত্রে ধরে ॥
 এইমত নীলাচল বাসী সর্ব্বজনে ।
 সবে বলে সেই কৃষ্ণ চৈতন্ত আপনে ॥
 কতদিন রহি গেলা দক্ষিণ ভ্রমণে ।
 কত মনোহর লীলা কৈল স্থানে স্থানে ॥
 পূর্বে যৈছে মহাপ্রভু ভ্রমণ করিলা ।
 সেইমত সর্ব্বদেশ উদ্ধার হইলা ॥
 য়েই দেখে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হরি ।
 ঐছে নর-পশু-পক্ষ সকল নিস্তারি ॥
 পুনরপি নীলাচলে করিলা গমন ।
 উচ্চ সংকীর্ণনে নিস্তারিলা ত্রিভুবন ॥
 ভাগ্যভরু ফলিত হইলা বিপ্রবর ।
 পথ শ্রমে আইলা প্রভু সুধাময় বর ॥
 তাবে দেখি বিপ্রবর পত্নীর সাহতে ।
 দর্শন প্রভাবে যার চরণে ধরিতে ॥
 আশ্বে ব্যস্তে প্রভু তাবে সান্তনা করিল ।
 কিবা রাখিয়াছ বিপ্র তাহা দেহ বৈল ॥
 বিপ্র বলে, আমি অতি দরিদ্র পামর ।
 কিবা ধন দিব আছে দেখ মোর ঘর ॥

এত কহি হস্ত ধরি তারে ঘরে নিল ।
 ঠায়া রূপা নারায়ণী তাহাই দেখিল ॥
 পত্রের কুটির বসি লক্ষ্মী জলোদ্ভবা ।
 গন্ধ মাল্য দিয়া করে নারায়ণ সেবা ॥
 সেই নারায়ণ সাক্ষাৎ আইলা আপনে ।
 লক্ষ্মীদেবী জানিলেন তাহা মনে মনে ॥
 এই মোর প্রাণমাথ জানিলা নিশ্চয়ে ।
 মোর প্রভু বিনে কি মোর মন মোহয়ে ॥
 এইমত লক্ষ্মীদেবী মনে মনে কৈল ।
 য়েই মালা নারায়ণের কণ্ঠে পরাইল ॥
 সেই মালা প্রভু কণ্ঠে পড়ে আচম্বিতে ।
 সুধাময় শ্রুতি পাঠ কৈল বহু মতে ॥
 প্রভু আসি সকল স্বগণ সঙ্গে লৈয়া ।
 নিকটে চিলকা গ্রামে রহিল আসিয়া ॥
 সুধাময় বিপ্র আসি নিমন্তন কৈল ।
 স্বগণ বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহিল ॥
 তবে সেই বিপ্র দিয়া গলতে বসন ।
 প্রভুর গণেতে করে আশ্র নিবেদন ।
 জলোদ্ভবা কণ্ঠা এক আছে মোর স্থানে ।
 জলনিধি দিয়াছেন করিতে পালনে ॥
 মহাপুরুষের যোগ্য এই কণ্ঠা হয় ।
 পরিচয় দিয়া মোরে করহ নির্ভয় ॥
 কোন-গোত্র গ্রামী আর কাহার-সন্তান ।
 অকপটে কহি মোর কর পরিভ্রাণ ।
 কহে হাড়াই বন্দ্যোপাধায় পুত্র নিভ্যানন্দ
 শাণ্ডিল্য গোত্র হয় ওঝাকুলে পূর্ণাঙ্গ ॥
 তার এক পুত্র ইহার বীরচন্দ্র নাম ।
 ক্র.প.প.কুলে শীলে সর্ব্বত্র বাখান ॥
 আশ্র পরিচয় দিল সব বিপ্রগণে ।
 সন্তে ভাল ভাল বৈল আনন্দিত মনে ॥

এতেক শুনিয়া বিপ্র আনন্দিত হৈল ।
 সঙ্কের বিপ্রগণ লৈয়া শুভলগ্ন কৈল ॥
 বিপ্র কহে দান দিব পঞ্চ হরিতকৌ ।
 প্রভু কহে তথাস্তু হৈল একি একি ॥
 গোধূলিতে লগ্ন হৈল অতি শুভক্ষণ ।
 বিনা বর বেশে প্রভু বরের মোহন ॥
 হেন কালে জলনিধি আইলা বিপ্র স্থানে ।
 মনুষ্যের বেশ ধরি বসিলা নিৰ্জনে ॥
 কহ বিপ্র কিবা চাহি করি পুরস্কার ।
 তোমার ভাগের সীমা কি কহিব আর ॥
 মো অতি নিমচ্চর আজি মচ্চর হৈনু ।
 লক্ষ্মীনারায়ণ যুগল নমসে দেখিনু ॥
 জলনিধি বলে বিপ্র দেখ বিচ্যমান ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ সাক্ষাৎ ভগবান ॥
 জগন্নাথ যেই বস্তু সেই এই রূপ ।
 কেবল পরমানন্দ আনন্দ স্বরূপ ॥
 বহু মূলা বস্তু বিপ্রে কৈল সমর্পণে ।
 ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য স্তম্ভ করিল সেই ক্ষণে ॥
 গন্ধবীকল্পর আর নারদ তুষরে ।
 নরশেধরি সবা আইলা বিপ্রপুরে ॥
 বেদধ্বনি করে কেহ কেহ গায় বায় ।
 দেবরূপে-নবরূপে কেহ অস্ব যায় ॥
 নার যনী অঙ্গবেশ করিল মোহিনী ।
 বর বেশ কৈল আসি সমুদ্র আপনি ॥
 সর্বপূর্ণ হইল আইল গোধূলি ।
 হৃৎনাথ দেখা দেখি পুষ্প ফেলাফেলি ॥

মহাবাক্য দ্বিজবর করে উচ্চারণ ।
 কণ্ঠাদান কৈল শুভ লগ্ন শুভক্ষণ ॥
 সমুদ্র আপন কোষালয় দিব্যাগারে ।
 কুসুম শয্যায় শুতাইল দৌহাকারে ।
 চিরদিন বিষোগ বিষাদে দুই জন ।
 চির-নিরীক্ষয়ে দৌহে দৌহর বদন ॥
 সুপ্রভাতে উঠি প্রভু মুখ প্রক্ষালিল ।
 সঙ্গীগন মধ্যে আসি শুভ প্রশ্ন কৈল ॥
 বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রভু আজ্ঞা কৈল ।
 দেশেণে বাইব বলি এই বোল বৈল ॥
 তিহো কহে শিবোধার্য্য তোমার বচন ।
 এত কহি তিহো গেলা রাজার ভবন ॥
 গজপতির সন্তান সে দেশে অধিকারী ।
 দুর্দণ্ড প্রতাপ চক্রদেব নামধারী ॥
 পণ্ডিত আসিয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল ।
 রাজার অন্তরে ভক্তি সিদ্ধ উখালিল ॥
 দুর্দণ্ডবৎ করি পড়ে চরন যুগলে ।
 কৃতার্থ হইলু এই বার বার বলে ॥
 কৃপা করি মন্ত্র দেহ আমার শ্রবণে ।
 স্নান পূজা করি দৌহে গেলেন নিৰ্জনে ॥
 রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া আত্মসাৎ কৈল ।
 সংসার তরিল তবে এই বোল বৈল ॥
 কিবা আজ্ঞা হয় বাজ্ঞা কহে হস্ত জোড়ে ।
 নেত্রে জল বারে পাদে বারে বারে পড়ে ॥
 তেহ কহে প্রভুর শ্রীচরণ বিজয় ।
 সুধাময় কণ্ঠাসহ পানিগ্রহণ হয় ॥

১) বক্রেশ্বর পণ্ডিত—বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীকৃষ্ণের নতুর্ধ
 ব্যাহ অনিরুদ্ধ, ব্রজ্যের তুঙ্গবিদ্যা ও শশিরেখা সখির মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিত
 রূপে আবিভূত হন। সঙ্গীর্জন নৃত্য গীতে তাহার অগাধ ক্ষমতা ছিল। তিনি
 একভাবে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিতেন। তিনি ক্ষেত্রধামে শ্রীকামেশ্বরের
 শ্রীগাধাকান্ত সেবায় অবস্থান করিয়া অত্যন্ত লীলার প্রকাশ করেন।

দম্পতির দেশে লইব তোমার সহায় ।
 দর্শনে কুতর্থা হৈব শীঘ্র চল রায় ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা আজ্ঞাশিরে লই ।
 গমন করিল রাজা অতি স্বরণ হই ॥
 দোলা হস্তি বথ নিল সঙ্গতি করিয়া ।
 বহু পদাতিক চলে মুসজ্জ করিয়া ॥
 পণ্ডিত আসিয়া প্রভু প্রতি সব কৈল ।
 রাজা প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করাইল ॥
 মুখাময় মাগিল নিজ অভিষ্ট বর ।
 উৎসবান্তে মন প্রীতে চলে নিজ ঘর ।
 তবে প্রভু গৃহে যাইতে উৎকণ্ঠা হইলা ।
 নিজগণ লইয়া প্রভু গমন করিলা ।
 সার্বভৌম আদি কার মহাপ্রভুর গণ ।
 সবাস্থানে বিদায় হইয়া হর্ষ মন ॥
 বোঝা বোঝা মহাপ্রসাদ সঙ্গেতে লইয়া ।
 জগন্নাথ বলরামের শ্রীমুখ দেখিয়া ॥
 স্তুতি ভক্তি দণ্ডবত শনাম করিয়া ।
 চলিলেন বীরচন্দ্র নিজগণ লইয়া ॥
 দেবা দোলা পরে প্রভু লক্ষ্মীর সহিতে ।
 সঙ্কীর্তন মুখে নিজ বর্গের সহিতে ।
 সব পথ হরি সঙ্কীর্তন শ্রেম মুখে ।
 লক্ষ্মীসহ চলিলেন আনন্দ কোতুকে ॥
 পথ ক্রমে ক্রমে চল আইল শ্রীপাটে ।
 লোক কোলাহল হৈল জাহ্নবীর ঘাটে ॥
 নানা বাতলাগু বাজে কুণ্ড কোলাহল ।
 বৈষ্ণব মণ্ডল করে কীর্তন মঙ্গল ॥

ধাইয়া আইলা সব নগরিয়াগন ।
 দেখে দোলা পরে প্রভু কন্দর্পমোহন ।
 লক্ষ্মীর সহিত শোভা কহনে না যায় ।
 বলমল কিরন কণ্ঠার অঙ্গের ছটায় ॥
 তাহাতে প্রভুর শ্রী অঙ্গের কাস্তি শ্রভা ।
 কোটি কন্দর্প লাভব্য দৌহাকার শোভা ॥
 সর্ব লোক দেখিয়া করয়ে ধন্য ধন্য ।
 সবে বলে এই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
 বীরচন্দ্র বিভা করি আইলেন ঘণে ।
 আনন্দে মঙ্গল দ্রব্য আরোজন করে ॥
 গঙ্গাদেবী আইলেন বর কণ্ঠা লইতে ।
 মাতাদয় পশ্চাতে সর্বস্বগণ সহিতে ॥
 প্রভুর অগ্রজা গঙ্গা নিত্যানন্দ শক্তি ।
 দ্রবময়ি তনুধরে করে বিষ্ণু ভক্তি ॥
 গৃহে নিল বর কণ্ঠা করাগ্রে ধরিয়া ।
 মাতা মুখ নিরখয়ে নয়ন ভরিয়া ।
 লোকে কহে গৃহস্থ হইল বীরচন্দ্র ।
 শাখাগণ বৃদ্ধ হয়ে পূর্ণ হইল স্কন্ধ ॥
 এইমত নিত্য লীলা করে বীর রায়
 কে জানিতে পারে তেহো যদি না জানায়
 ব্যবহার পরমার্থ খ্যাত হটল জিভুবনে ।
 ভক্ত সঙ্গে ভক্তালাপ করেন নির্জনে ॥
 অতুল ঐশ্বর্য যা প্রভু পরমার্থের সীমা
 বৃন্দাবন ভক্তিবস মাধুর্য গরিমা ॥
 বাড়ীর বাবহাবের যত সমস্তের কর্তা ।
 মাধব আচার্য্য নাম গঙ্গাদেবীর ভর্তা ॥

১) মাধব আচার্য্য শ্রীমাধব আচার্য্য প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য ও জামাতা ।
 কাটোয়ার নিকটবর্তী নগাপুর গ্রামে তাহার জন্ম হয় । পিতা বিশ্বেশ্বর আচার্য্য,
 মাতা মহালক্ষ্মী । শৈশবে মাতৃ বিষোগ ও পিতার সন্ন্যাস ঘটিলে বিশ্বেশ্বরের
 বালাবন্ধু ভগীরথ আচার্য্য তাহাকে পালন করেন । মাধব বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া
 আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন । তিনি জিরাট বলাগড়ে শ্রীপাট স্থাপন করেন ।
 গীত-বাগে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল । পদকল্পতরু গ্রন্থে তাহার রচিত
 নিত্যানন্দ মহিমা মূলক পদ দৃষ্ট হয় ।

বায় শত নাড়া আর তের শত নাড়ী ।
 কেহ বহে গঙ্গাজল কেহ শোধে বাড়ী ॥
 বীর বীর করি নাড়া করে সিংহনাদে ।
 কারে নাহি ভয় বীরচন্দ্রের প্রসাদে ॥
 হেন লীলা বীরচন্দ্রের ইচ্ছাতে হইল ।
 মহাতেজ দেখি নাড়াগণে দণ্ড কৈল ॥
 নাড়ি সৃষ্টি করি নাড়ার তেজঃ কৈল ক্ষয় ।
 তথাপি নাড়ার তেজে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয় ।
 যৈছে নাড়ী প্রকাশ করিলা বীরচন্দ্র ।
 তার বিবরণ কহি শুনহ ভক্তেশ্বর ॥
 একদিন বীরচন্দ্র আছেন শয়নে ।
 রাত্রি জাগরণ করি কৃষ্ণ সঙ্কীৰ্তনে ॥
 রন্ধন ব্যাবস্থা করে শ্রীবসু-জাহ্নবা ।
 শ্রীশ্যাম সুন্দরের করেন অহুবাগে সেবা ।
 এইকালে নাড়াগণ আইলা কোথা হইতে
 ক্ষুধায় ব্যাকুল নাড়া লাগিল কহিতে ॥
 মা মা বলিয়া নাড়া করয়ে ফুৎকার ।
 ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট দেহ খাইবার ॥
 শুনি শ্রীজাহ্নবা অতি করুণা হৃদয় ।
 কহেন ক্ষণ তিষ্ঠ ঠাকুরের ভোগ নাহি হয়
 শ্যামসুন্দরের ভোগ হইলে খাইতে পাবে ।
 শুনি সে বচন নাড়াগণে কহে তবে ॥
 ক্ষুধায় পোড়য়ে পেট রহিতে না পারি ।
 জ্বলিল জ্বলিল বলি কহয়ে ফুৎকারী ॥
 এতক কহিত অগ্নি ঘরেতে জ্বলিল ।
 দেখিয়া সকল লোক কোলাহল কৈল ॥
 মহা কোলাহল শুনি বীরচন্দ্র বায় ।
 অশেষ বাসন্তে হইয়া প্রভু জাগিলা ভবায় ॥
 ধা ধা করিয়া অগ্নি গৃহ মাঝে জ্বলে ।
 স্মৃত নয়নে প্রভু চাহে কুতূহলে ।

ততক্ষণে অগ্নি সব নিৰ্ব্বান হইল ।
 মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের মহাক্রোধ হইল ॥
 যার অংশে ভ্রভঙ্গে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ।
 নাড়াগণে দণ্ড দিত করিলা প্রকাশ ॥
 নাড়ার তেজ দেখি প্রভু মনে বিচারিয়া
 নাড়ী সৃষ্টি কৈল প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥
 তের শত নাড়ী সৃষ্টি ইঞ্জিতে করিলা ।
 ভুবন মোহিনী সব রূপেতে উজ্জ্বলা ॥
 ষোড়শ বৎসর সবে যৌবনে উন্নত ।
 দেখিয়া সকল নাড়া হইলা মোহিত ।
 হাসি হাসি প্রভু সব নাড়া বোলাইল ।
 এক ছুই করিয়া নাড়ারে পছাইল ॥
 মোহিত সকল নাড়া নাড়িরে দেখিয়া ।
 অঙ্গীকার কৈল নাড়া প্রভু আজ্ঞা পাইয়া
 কৈ কৈ নাড়া তাহে বিবেকি আছিল ।
 নাড়িতে দেখিয়া ভাজীগণ পালাইল ॥
 মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ডবের লাগিয়া ।
 জলের ভিতরে যাই রহিল ডুবিয়া ॥
 ছুই এক মাসে রহিল ডুবিয়া যে জলে ।
 মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের ঐছে কুপাবলে ॥
 হেনমতে নাড়াগণে প্রভু দণ্ড কৈল ।
 সেই হইতে সঞ্জোগী বৈষ্ণব সৃষ্টি হইল ॥
 হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মায়ায় প্রকাশ ।
 কলি যুগ দেখি নাড়ার তেজ কৈল নাশ ।
 অতএব স্ত্রী সঙ্গিনী করি দূরে ।
 তবে সে ভাসিবে কৃষ্ণ শ্যামের সাগরে ॥
 যেই যেই নাড়া স্ত্রী মঙ্গ ভয়ে পলাইল ।
 আত্ম মায়াকাশে তাহা রহিত হইল ।
 সেই নাড়া যেই স্থানে আশ্রম করিল ।
 সেই সেই স্থান মহাসিদ্ধ পীঠ হইল ॥

নারী কুস্তিরিণী গ্রাম করিল যাহারে ।
 তারে দেখি ভক্তিদেবী পলায়ন করে ॥
 অতএব স্ত্রী সঙ্গী সঙ্গীনি দূরে করি ।
 সাধু সঙ্গে ভজ সদা গোবিন্দ মুরারী ॥
 ইন্দ্রিয়গণের সদা করিয়া দমন ।
 সর্বদা করহ কৃষ্ণ শ্রবণ কীর্তন ॥
 যদি বল সংসারি লোকের কিবা গতি ।
 ধন পুত্র নারী বিনে অম্ম নাহি মতি ॥
 এ সব জীবের কিসে হইবে উদ্ধার ।
 নিত্যানন্দে গৌরচন্দ্রে নিষ্ঠা আছে যার ॥
 সর্ব দোষ থাকিলে তবে সেইজন ।
 নিত্যানন্দে গৌরচন্দ্র পদে যার মন ।
 পাততি তারিতে দুই প্রভু অবতার ।
 হেন যে ভজে সে পাইবে নিষ্কার ।
 স্ত্রী পুত্র সংসারেতে রহিয়া-যেই জন ।
 সর্বদা করয়ে নিতাই চৈতন্য স্মরণ ॥
 সত্য সত্য সেই কৃষ্ণ-প্যারী করে যাবে ।
 ভাব যোগ্য দেহ পাই কৃষ্ণপদ পাবে ।
 সর্বভক্ত সাধন নিতাই চৈতন্যের নাম ।
 ইথে নিষ্ঠা কৈল যেই সেই ভাগ্যবান ॥
 অতএব ভজ সদা নিতাই চৈতন্য ।
 রথাকৃষ্ণ লীলাভাব হইয়া অনন্ত ।
 এক্ষণে শুনহ বীরচন্দ্র লীলা গুণ ।
 কৃষ্ণ ভক্তি পাবে সর্ব তাপ হবে নূন ॥
 কতদিনে সন্তান প্রকাশিতে হৈল মন ॥
 'গোপীজন বল্লভ' নামে প্রথম নন্দন ॥
 দ্বিতীয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সাক্ষাৎ ঈশ্বর ।
 ব্রহ্মতত্ত্বময় 'রামচন্দ্র' তারপর ॥

ত্রিশক্তি ধারণ তিন পুত্র প্রকাশিল ।
 জীবের কলুষ বীজ সব নাশ হৈল ॥
 সকল কনিষ্ঠা এক কণ্ঠা উপাদান ।
 পার্বতি চরণ মুখুখ্যারে কৈল দান ॥
 এই সব কথা হয় অতিশয় গূঢ় ।
 সাবধান হবে যেন না শুনয়ে মূঢ় ॥
 মন্ত্রবেদ হয় সম্প্রদায় বিহীন ।
 ব্যবসায়ী বাসিবে তাহারে সদাভিন্দু ।
 পুরুষ ক্রমে এক মস্ত্রে নহে উপাসক ।
 যখন যেমত করে লোক প্রতারক ॥
 আত্মঘাতী আদি পঞ্চ পাতকি করিয়া ।
 গাথা যেন কোন মতে না শুনয়ে ইহা ॥
 ব্যবহার পরমার্থে মূঢ়ারা জানিবা ।
 গুরু ত্যাগি অপরাধি কৃতি না কহিবা ॥
 কুচ্ছিত অপত্রে ধর্ম ব্যাভিচারি জনে ।
 নিন্দক পাষণ্ড জনে করিবে গোপনে ।
 নিত্যানন্দ দেবী নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য ।
 ভক্তদ্রোহী আদি যত আছে হীন গণ্য ।
 ধর্মী কর্মী যে গী জ্ঞানী নানা মত ইষ্ট ।
 কামী ক্রোধী অহঙ্কারী লোভী যত হৃষ্ট ।
 ভাব ভিন্ন জনে না কহিবা এই কথা ।
 প্রভুর বিবল বাক্য পালিবে সর্বথা ।
 সগোষ্ঠী বৈষ্ণব যার ঐকান্তিক মন ।
 মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণধন ॥
 স্বজাতি প্রতিই কহিবে এই কথা ।
 গোপনে রাখিবে ব্যক্ত না হয় সর্বথা ॥

১) পার্বতিচরণ মুখুখ্যা—ফুলিয়া নিবাসী শ্রীপার্বতীচরণ মুখুখ্যের সাহিত প্রভু বীরচন্দ্রের কণ্ঠা ভুবন মোহিনীর বিবাহ হয় ।

তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসে—

“দ্বিতীয় নাম হয় ভুবন মোহিনী । ফুলিয়ার মুখুখ্যা পার্বতীনাথ স্বামী”

এই গ্রন্থ লিখি শুনাইলু প্রভু স্থানে ।
 তেঁহো মোরে কহিয়াছেন রাখিব
 গোপনে ॥

ঘবের সেবক যেন করয়ে শ্রবণ ।
 অস্ত্র যেন নাহি শুনে এ অতি গোপন ॥
 এই গ্রন্থ শুনি প্রভু বড় প্রীতি পাইল ।
 মোরে আ লঙ্কন কার ঙ্গাসিতে লাগিল ॥
 বীরচন্দ্র প্রভুর পদ করি আশ ।
 বংশ-বিস্তার কহেন শ্রীবন্দাবন দাস ।

ইতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-
 বিস্তারে আঢ় লীলায়াং শ্রীল শ্রীমদ্বী-
 চন্দ্র বংশ প্রকাশ কথং নাম
 তৃতীয় স্তবক ।

চতুর্থ স্তবক

জয় জয় নিত্যানন্দ পতিত পাবন ।
 জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ যার ধন ।
 জয় বসু জাহ্নবীর জীবনের জীবন ।
 জয় বীরচন্দ্র সেই শচীর নন্দন ।
 তবে প্রভু করিলেন দ্বিতীয় সংসার ।
 মহাভাগ্যবতী 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম যার ॥
 রূপে গুণে শীলে দেবি লক্ষ্মী মূর্তি মস্ত ।
 বসু জাহ্নবা বধু দেখিয়া আনন্দ ॥
 কুপা করি শ্রীজাহ্নবা তাঁরে শিষ্য কৈল ।
 তিঁহু প্রভুর পাদপদ্মে দেহ সমর্পিল ॥
 বীরচন্দ্রের সেবা করে মহাপতিব্রতা ।
 নারায়ণী দেবী স্নেহ করেন সর্বথা ॥
 যৈছে লক্ষ্মী সরস্বতী তৈছে
 দৌহার রিতি ।
 বীরচন্দ্র নারায়ণী সেবাতে পিরীতি ।

নারায়ণী—বিষ্ণুপ্রিয়া হুই জগন্মাতা ।
 বসুধা-জাহ্নবা হুঁহার প্রাণের সমতা ॥
 হুই বধু হু-মাতার সদা সেবা করে ।
 শ্রীবসু-জাহ্নবা ভাসে সুখের সাগরে ॥
 নিরন্তর শ্যামসুন্দরের সেবা পরায়ণ ।
 প্রভু বীরচন্দ্রের সেবা করে কাম্বলন ।
 নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীবীরচন্দ্র রায় ।
 যাহার প্রভাবে পাপ পাষণ্ড পলায় ॥
 তার তিন পুত্র সাক্ষাৎ মূর্তি মস্ত ।
 শাস্ত-দাণ্ড-শুচি সদৃশনের নাহি অস্ত ॥
 বীরচন্দ্র কিরণ শীতলে সব প্রাণী ।
 জড়াইলু এই মাত্র পরস্পর শুনি ॥
 শ্রীমতী জাহ্নবা বীরচন্দ্র প্রতি বৈল ।
 তোমার ভক্তিতে আমি বড় তুষ্ট হৈল ॥
 অনুমতি দেহ বাপ যাব বৃন্দাবন ।
 ব্রজেন্দ্র নন্দন লাগি চিত্ত উচাটন ।
 শুনি বীরচন্দ্র কহে জোড় হস্ত হৈয়া ।
 কোন অপরাধে প্রভু যাইবা ছাড়িয়া ॥
 গুরুষ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ তুমিত নিশ্চয় ।
 তুমি রাধাকৃষ্ণ রূপ নাহিক সংশয় ॥
 তুমি বৃন্দাবননাথ বৃন্দাবনেশ্বরী ।
 তুমি নিত্যানন্দ প্রভু গৌরাজ্ঞ শ্রীহরি ।
 'অনঙ্গ মঞ্জরী' তুমি মোর মনোকীর্টি ।
 ভাব নিষ্ঠ সিদ্ধ মোর সম্মিত ইষ্ট ॥
 আমি ইথে কি বলিব তুমিত স্বতন্ত্র ।
 যাইতে তোমার মুখ এই সবার মন্ত্র ॥
 প্রভু গেলে মোর প্রাণ না রহে সর্বথা ।
 চরণে ধরিয়া প্রভু করি যে বাগ্ৰতা ॥
 আমি সঙ্গে যাব প্রভুর চরণ দেখিয়া ।
 সংসারে থাকিব আমি কিসের
 লাগিয়া ॥

প্রভু কহে ভূমি যাহ নহে এ সময় ।
 পশ্চাৎ অসিবে তুমি তোর নিজালয় ॥
 গোসাঞি হইল আজ্ঞা শিরোধার্য করি ।
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত ভরি ॥
 বহু দাসদাসী সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব ।
 করিলেন শুভ যাত্রা পরম উৎসব ॥
 গোপীজন বল্লভ গোসাঞি সঙ্গে অনুব্রজি
 ছয়ারে ধরিল আনি দিবা দোলা সাজি ॥
 জগন্মাতা আনন্দে চড়িল দোলাপরি ।
 বৈষ্ণব সকল চলে হরিধ্বনি করি ॥
 গঙ্গাপার হই চলে গঙ্গা ধারে ধারে ।
 প্রভুর মুগুন স্থান কন্টক নগরে ॥
 তিনদিন তথায় হইল মহোৎসব ।
 তথা আসি মিলিলেন অনেক বৈষ্ণব ॥
 আজ্ঞা হৈল রাঢ়দেশ পথে যাব আমি ।
 প্রথমত অনুরাগে প্রভুর জন্মভূমি ॥
 পথি মধ্যে আছয়ে মঙ্গলকোট^১ নামে ।
 চন্দন মণ্ডল বনিক বৈসে সেই গ্রামে ॥

সেই ধনি বৈষ্ণব লরমাথ^২ নিষ মনে ।
 একরথ নিশ্চাইল অনেক যতনে ॥
 শুনিল যে প্রভু যান বৃন্দাবন ধাম ।
 কুতার্থ হইলু বলে পূর্ণ হইল কাম ॥
 সগোষ্ঠি তথায় গেল গলে বস্ত্র লৈয়া ।
 পড়িয়া রহিল প্রভু পথ আঙুলিয়া ॥
 প্রভু কহেন একি হয় পথে পড়ি কেনে ।
 ঠাকুর রামাই^৩ তবে কহে শ্রীচরনে ॥
 বিষয়ী বনিক জাতি চন্দন ইহার নাম ।
 ঘরের সেবক নিবেদয়ে তব স্থান ॥
 শুনি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ।
 প্রভু পূর্ণ করিবেন তোমার মনোভীষ্ট ॥
 শুনি উঠি নাচে মণ্ডল হরি হরি বলে ।
 নাচে গায় কান্দে পড়ে লুটি ক্ষিত্তিলে ।
 জয় নিত্যানন্দ বলি করয়ে হৃদ্বার ।
 সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্র বহে অশ্রু ধার ॥
 কুপায় হইল কুপাময় কলেবর ।
 আজ্ঞা হইল সবে চল মণ্ডলের ঘর ॥

- ১) কন্টকনগরে—কন্টকনগরই শ্রীকাটোয়া ধাম । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস স্থান । হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল হইয়া কাটোয়া জংশন যাওয়া যায় । ষ্টেশন নিকটেই প্রভুর লীলাভূমি বিবাজিত ।
- ২) মঙ্গলকোট—মঙ্গলকোট বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত । বর্দ্ধমান কাটোয়া রেলপথ কৈচর ষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত ।
- ৩) ঠাকুর রামাই—শ্রীরামাই পণ্ডিত শ্রীগৌরাজ পার্শ্বদ শ্রীবংশীবদনের পৌত্র ও শ্রীচৈতন্যদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র । শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বংশীবদনই পুনঃ অপ্রাকৃত লীলার জন্ম নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুর গর্ভে প্রকট হন । শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর বরে শ্রীরামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় । ১৫৫৬ শকে ফাল্গুন শুক্লা সপ্তমীতে রামাই পণ্ডিতের জন্ম হয় । রামাইয়ের কৈশোর বয়সে শচীনন্দন নামে এক ভ্রাতা জন্মিলে জাহ্নবাদেবী রামাইকে খড়দহে আনয়ন করেন । জাহ্নবাদেবীর স্নেহে রামাই অশেষ গুণের অধিকারী হইলেন । কতদিন বৃন্দাবনে জাহ্নবাদেবী শ্রীগোপীনাথ অঙ্কন করিলে রামাই প্রস্কন্দন তীর্থে প্রাপ্ত শ্রীরাম কানাই বিগ্রহ লইয়া গৌড় দেশে আগমন করেন । বাবু পাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন । কতক-কাল দেবাদি করার পর ভ্রাতা শচীনন্দনের উপর সেবার ভার দিয়া ১৫০৫ শকাব্দের মাঘ মাসে কৃষ্ণ পক্ষ তৃতীয়া তিথিতে রামাই পণ্ডিত অঙ্কন করেন । বাংলা ভাষায় শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী সম্পূটিকাদি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন ।

ইহা শুনি আনন্দিত হইল গৃহস্থ ।
 মঙ্গল আয়োজন করে সগণে হৈয়া ব্যস্ত ॥
 নূতন বসন ধৌত পথেতে ফেলিল ।
 নবঘট পূর্ণ দ্বারে কর্দ্দালি যোগিল ॥
 আত্মের পল্লব গাঁথি করে বনমালা ।
 শ্রুতি দ্বারে দ্বারে ঘৃত শ্রদৌপ জালিলা ॥
 ধূপ দৌপ গন্ধ মালা যোড়শ উপচার ।
 পূজা দ্রব্য রাখিয়াছে মণ্ডপ দুয়ার ॥
 খটাসন ভঙ্গারে সুবাসিত জল পুরি ।
 ব্যাজন চামর নব পাছুকাঁদ করি ॥
 আত্মগৃহে দ্বারা-পুত্র-প্রাণ-ধন-জনে ।
 অকপটে সমপিল প্রভুর চরণে ॥
 'আরে মোর মোর নিত্যানন্দ রায়' ।
 হাসে কান্দে নাচে পড়ে এই মাত্র গায় ॥
 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি গর গর হিয়া ।
 'হা বসু জাহ্নবা' বলি কান্দে ফুকরিয়া ।
 আ-নন্দে লোকেতে পূর্ণ হইল তার বাস
 এককালে সর্বজনে দেখিল প্রকাশ ।
 কেহ দেখে চতুর্ভূজা কেহ অষ্ট ভূজা ।
 কেহ দেখে স্বক্কা শিব আদি করে পূজা ।
 কেহ দেখে দুর্গ রূপা কেহ বা জাহ্নবী ।
 কেহবা গায়ত্রী রূপা কেহবা বৈষ্ণবী ॥
 কেহ দোখ পুরুষ প্রকৃতি এক ধাম ।
 কেহ দেখে আনন্দ স্বরূপে অভিরাম ॥
 কেহ দেখে কৃষ্ণ কেহ দেখে বলরাম ।
 কেহ দেখে বৃন্দাবনেশ্বরী জ্যোতি ধাম ॥
 কেহ দেখে যুথেশ্বরী প্রকৃতি প্রধান ।
 গোপীগণ বাসে যন্ত্র করে নৃত্য গান ॥
 কেহ দেখে শ্যামল চিকম্ বলরাম ।
 গোষ্ঠ ক্রীড়া করে সখা সঙ্গেতে শ্রীদাম ॥

যার যেই ভাব দেখে আপনার মনে ।
 নিত্য সিদ্ধগণ করে অপূর্ব দর্শনে ॥
 এইমত প্রকাশ করয়ে নিত্যানন্দ ।
 ইহা না মানয়ে যেই সেই অতি মন্দ ॥
 সে সব জনের সঙ্গে কিবা প্রয়োজন ।
 নিত্যানন্দ-মতিহীনের না দেখি বদন ॥
 পঞ্চরসের গুরু হয় মন্ত্র মূর্ত্তি মন্ত ।
 কৃষ্ণ সুখাধার যার গুণে নাহি অন্ত ।
 দাস হৈয়া করে কৃষ্ণের পাদ সযাহন ।
 সখা তাতে সর্বজ্ঞতা বিশ্বাস বচন ।
 বাৎসল্যেতে কৃষ্ণ শ্রুতি অতি স্নেহ মানে ।
 মধুরেতে নিজ শক্তি সব কাঙ্ক্ষাগণে ॥
 রাখিকা অনঙ্গ রূপে প্রধান প্রকৃতি ।
 কৃষ্ণকে আঙ্ক'দে তাতে অ হল দিনী
 শক্তি ॥
 প্রধান প্রকৃতি রূপে আপনে সেবয় ।
 কৃষ্ণের যখন সেবা মনোবাঞ্ছা হয় ।
 দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-কান্তাভাব বৃন্দাবনে ।
 যেবা চাহে সে ভজুক নিতাই চরণে ।
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য লীলা যত কৃষ্ণের হয় ।
 সব লীলা পুষ্ট করে রোহিণী তনয় ।
 ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম রাজ-ধন মায়া ।
 যে চাহিবে সব পাবে নিরঙ্কুশ হৈয়া ।
 পতিতের ত্রাণ লাগি যাব অবতার ।
 হেন নিত্যানন্দে ভক্তি শূন্য যে সে
 ছার ॥
 সে সব জনের সঙ্গে মোর কিবা দায় ।
 মোর প্রাণধন সদা নিত্যানন্দ রায় ॥
 যে শরীরে গৌরচন্দ্র করেন বিহার ।
 নিত্যানন্দে ভক্তি বিনে কিছু নাহি আর ॥
 হেন নিত্যানন্দে যার নাহিক বিশ্বাস ।
 ইহকাল পরকাল দুই হয় নাশ ॥

সচ্চিদানন্দ তনু বাধাকৃষ্ণ নাম ।
 সেই ছই এক এবে নিত্যানন্দ রাম ॥
 তথাহি-ধরণী শেষ সংবাদে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে
 নিত্যং শ্রীরাধিকা নাম অনন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ ।
 উভয়ং মিলিতং নাম নিত্যানন্দে বসুকরে
 আমার কথাতে যদি না হয় বিশ্বাস ।
 ধরণী শেষ সম্বাদে দেখ পাইবে প্রকাশ ॥
 ভক্তিমগ্ন জন ইহা দৃঢ় করি মানে ॥
 অভক্তে দেখিলে শাস্ত্র সত্য নাহি মানে ॥
 এই মতে শ্রীজাহ্নবা দ্বাদশ বংসর ।
 মহামহোৎসব করে চলিতে তৎপর ॥
 সকল বৈষ্ণবগনে ঘোষণা পড়িল ।
 সবে সাজ সাজ বলি এই বোল বৈল ॥
 মণ্ডল আসিয়া বলে গলে বস্ত্র দিখা ।
 আর তিনদিন প্রভু না দিব ছাড়িয়া ॥
 তোমার কুপায় এক রথ নির্মাণ কৈল ।
 অত্যাপিহ বিষুঃ প্রতি উদ্দেশ্যে না দিল ॥
 সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণ কুপা করিয়া আমারে ॥
 ঘৃণা ত্যাগ করি চড় বথের উপরে ॥
 এবে মোর মনোভীষ্ট সর্ধসিদ্ধ হয়ে ।
 পতিত পাবন নাম ঘূষিবারে রয়ে ॥
 মণ্ডলের পত্নী পুত্র পড়ে শ্রীচরণে ।
 দৈন্তে ত্বন ধরি করে আত্মনিবেদনে ॥
 তুমি জগন্মাতা সব তোমার বালক ।
 ছোট বড় নীচ'নীচ সবার পালক ॥
 হা হা জগন্মাতা তুমার লইলু স্মরণ ।
 এ নফরে কুপা করি পূর্ণ কর মন ।
 তার স্তুতি ভক্তি শুনি প্রভু হাসু বৈলা ।
 গোসাঞি গোপীজন বল্লভে আজ্ঞা দিলা

রথে চড়ি মণ্ডলেরে করহে উদ্ধার ।
 সবংশে উত্তম গতি হউক ইহার ॥
 বিশেষ আমার প্রাণনাথের কুপাপাত্র ।
 সে সম্বন্ধ জানি বাপু করহ কুতার্থ ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া গোসাঞি আজ্ঞা শিবে
 ধরি ॥
 সেবক জানিয়ে তার বাঙ্গু পূর্ণ করি ॥
 লীলায় চড়িলা প্রভু বথের উপরে ।
 চারিদিকে লোক সব হরিরধনি করে ॥
 হরি বোল হরি বোল জয় কৃষ্ণ রাম ।
 এই শুধা ধনি বধে সদা কৃষ্ণ নাম ॥
 রথেতে চড়িয়া নিজ শক্তি প্রকাশিল ।
 বনমালা পীত বস্ত্র চতুর্ভুজ হইল ॥
 উত্তম মধ্যম আর প্র'কৃতির গণ ।
 সবে মেলি এককালে পাইল দরশন ॥
 আর এক কুপাশক্তি কবিল বিস্তার ।
 সবার মুখে স্তুতি বাক্য নেত্রে জলধার ॥
 রথে চড়ি প্রভু মণ্ডলের পূজা নিল ।
 বহু দ্রব্য আয়োজনে দৃষ্টিপাত কৈল ।
 রথটানে মণ্ডল স্বর্গন সঙ্গে লইয়া ।
 আর সব লোক টানে কাছিতে ধরিয়া ॥
 মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে করতাল করি ।
 শঙ্খ ঘণ্টা-তুরি-ভেরি-ডমক-ধঙ্করি ॥
 মহানন্দে হরিরধনি করে সব লোক ।
 দরশনে দূর গেল তাপত্রয় শোক ॥
 প্রভুব কুপাতে কারো ক্ষুধা তৃষ্ণা নাঞি ।
 আপনে ডাকিয়া বলে দয়াল গোসাই ॥
 তৃতীয় প্রহর বেলা হইল আক্রমণে ।
 বহু শ্রম কৈল সবে পথের কীর্তনে ॥
 স্নান পান করি সবে রহ এই স্থানে ।
 অহোব্রাতি কর আজি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ণনে ॥

রহ রহ বলি ডাক পড়িল সকলে ।
 মণ্ডল পড়িল আসি প্রভুর পদতলে ॥
 রথ হৈতে পৃথিবী পরশ কৈল প্রভু ।
 হেন কুপাময় লীলা না শুনিয়া কভু ॥
 মণ্ডল কহয়ে ঋতু দয়াময় তুমি ।
 যতেক আইলা চড়ি রথ গম্য ভূমি ॥
 এই ভূমি হইল তোমার অধিকার ।
 তীর্থ ক্ষেত্র হইল মোর সত্তা নাহি আর ।
 ঈশং হাসিয়া প্রভু অঙ্গীকার কৈল ।
 এই সব বার্তা আসি শ্রীমতীর বৈল ॥
 লতাতে বেষ্টিত তরু মনোহার স্থান ।
 শ্রীপাট করিয়া আখ্যান হইল লতামাম ।
 স্বশক্তি সঞ্চার প্রভু তথাতে করিল ।
 লীলা লাগি বহু মূর্ত্তি বহু খাম হৈল ॥
 কলি কন্ত গজ প্রভু সন্তান কেশরী ।
 স্থানে স্থানে জীব নিস্তারিতে অধিকারী ॥
 এই পথে চুরি করে সাধুবেশ ধরে ।
 মন্ত্র বেদ শিক্ষন করায় এ সংসারে ॥
 আপনাকে প্রভু করি দেখায় অশ্বরে ।
 সেবকের সহিত যৌরবে ডুবি মরে ।
 সে সব পাসপ্তীর নাম নাহি প্রভু জনে ।
 করন কারণ দেখিবেক সর্ব্বজনে ॥
 লোকের নিস্তার বিদ্যা ধর্ম্মের বিচার ।
 কলিতে করিল প্রভু সন্তান প্রচার ॥
 জগতের পতিত দুর্গতি দীনজনে ।
 উদ্ধার করিতে নিত্যানন্দ সাবধানে ॥
 পতিত পাবন হেতু নিত্যানন্দ সীমা ।
 প যণ্ড তুর্জন বলে কিসের মহিমা ॥
 দেখিয়া স্বরূপ-শক্তি দেখিতে না পারি ।
 স্মরণ্য কিরণ যৈছে উল্লুকে না দেখায় ॥

হেন নিত্যানন্দে ছেঁষ যে জন করয় ।
 তবে পদাবাত করি তাহার মাথায় ॥
 প্রভু নিন্দা করি আত্মঘাতী হৈয়া মরে ।
 তায়ে উদ্ধারিতে কেহ নাহিক সংসারে ॥
 এক নিত্যানন্দ প্রভু জগতের গুরু ।
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভক্তি বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
 অজ্ঞান পাষণ্ড দোষ প্রভু নাহি ধরে ।
 জ্ঞানেতে পাষণ্ড হৈয়া নিন্দা করি মরে ।
 মোর কিবা মনঃ কথা মরিবে আপনে ।
 আত্ম মনো দৃঢ় বহু প্রভুর চরণে ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু জয় জয় ।
 আমি বিষ্টাইনু বিনিমূলে যার পায় ॥
 নিত্যানন্দ বিনে মোর গতি নাহি আর ।
 মোর প্রাণধন পদ্মাবতীর কুমার ।
 জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন ।
 যার কুপায় পাইনু নিত্যানন্দের চরণ ॥
 জয় জয় বাপ বিশ্বস্তর গৌর হরি ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তুমার পাসরী ॥
 জয় মোর নাথের পরাণ বিশ্বস্তর ।
 সদা স্মৃতি রহ মোর বাহির অন্তর ॥
 গৌর নিত্যানন্দ বিনে কি মোহার গতি ।
 জন্ম জন্ম দুটি ভাই মোর হউ পতি ॥
 সকল বৈষ্ণবগন পুরাণ মোর আশ ।
 জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস ॥
 আর এক প্রার্থনা করি যে সর্ব্ব স্থানে ।
 নিত্যানন্দ বিমুখের না দেখি বদনে ॥
 প্রভু বীরচন্দ্র পদে রহ মোর মন ।
 শ্রীবিশ্ব-জাহ্নবা পদ মোর প্রাণধন ॥
 বীরচন্দ্র প্রভুর চরণে করি আশ ।
 বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে

মধ্য

লীলায়ঃ শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামীন

শ্রী শ্রী বৃন্দাবন গমনঃ নাম

চতুর্থ স্তবকঃ

পঞ্চমে স্তবক

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের আর্ধ্য।
 জয় নিত্যানন্দ দাব ভক্তি শিষ্যোধ্য।
 জয় নিত্যানন্দ বসু জাহ্নবা জীবন।
 জয় নিত্যানন্দ অধম পাতকী তারণ ॥
 জয় বীরচন্দ্র নিত্যানন্দের তনয়।
 অভিন্ন চৈতন্য বীরচন্দ্র কুপাময় ॥
 তারপর শুন সব অপূর্ব কথন।
 যেহমত চললেন প্রভু বৃন্দাবন ॥
 রামদাস রামাই সুন্দর^১ জ্ঞানদসে^২।
 এই চারি জনে প্রভু ডাকিলেন পাশে ॥
 বাঢ় মৌড়েশ্বর এক চাকা নামে গ্রাম।
 দর্শন করিব মোর প্রভুর জন্মস্থান ॥
 অবশ্য যাইতে হয়ে এই মোর মন।
 বড় ভাল ভাল বলি কহে ভক্তগণ ॥
 শ্রীহরি বলিয়া প্রভু দোলা চড়ি যায়।
 গ্রামবাসী শ্রী বালক কান্দি কান্দি ধায় ॥
 কেহ কেহ প্রভু যেন প্রীতি বাক্য বৈল।
 এ জনমে যেন লীলা এত স্নেহ কৈল ॥
 কুপামসী মূর্তি গঙ্গা সীতা লক্ষ্মী রূপা।
 দর্শন দিবাবে আইলা যারে করি কুপা ॥

যার যে অভীষ্ট তাহা মাগি নিল বর।
 দুঃখীত হইয়া সবে চলিলেন ঘর ॥
 মণ্ডল আপন বৃত্তি সন্তানের দিয়া।
 চলিল প্রভুর সঙ্গে বৈষ্ণব হইয়া ॥
 তাঁর সঙ্গে গোড়াইল তাহার রমনী।
 উঠিল আনন্দময় হরি হরি ধনি ॥
 এইমত পথ ক্রমে আইলা নগরে।
 এক রাত্রি তাঁহি রহি মহানন্দ করে ॥
 তারপর আইলেন এক চাকা গ্রামে।
 কুণ্ডলী তলাতে গিয়া করিল বিশ্রামে ॥
 সেই গ্রামে বৈসে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
 সবাই মিলিল আসি করিতে দর্শন।
 পণ্ডিতের জ্ঞাতি পুত্র মাধব নাম তার।
 আসিয়া করিল তিহ বহু পুরস্কার ॥
 বৈষ্ণবের গণে দিল দিব্য বাসস্থান।
 যথাযোগ্য ভোজ্য পুথক কৈল সমাধান ॥
 ঘর ভাত করি কৈল গোষাঞির নিমন্ত্রণ
 আনন্দে উন্মত্ত হৈল সেই গ্রামীজন।
 ভোজনান্তে সঙ্কায় কীর্তন আরাভুল।
 মত্ত হৈয়া সব লোক নাচিতে লাগিল ॥
 নিত্যানন্দ শক্তি তথা করিল প্রচার।
 গোসাঞির নৃত্য দেখি সবে হৈল চমৎকা
 কেহ দেখে পাতাল হৈতে সব ফনি।
 আসিয়া দেখয়ে নৃত্য শিরে জ্বলে মনি ॥
 কেহ দেখে আকাশে বিমানে দেবগণ।
 প্রেমানন্দে নাচে সবে করে দর্শন ॥

১) সুন্দর—সুন্দরানন্দ ঠাকুর প্রভু নিত্যানন্দের শিষ্য দ্বাদশ গোপালের একজন।
 ব্রজের বসুদাম সখা। যশোহর জেলায় হলদা মহেশ পুরে তাঁহার শ্রীপাট।
 তিনি জাম্বীর বক্ষে কদম্ব পুষ্প ফুটাইয়া ছিলেন।

২) জ্ঞানদাস—জ্ঞানদাস প্রভু নিত্যানন্দের কুপাপাত্র বাঢ় দেশের কাঁদরা
 গ্রামে তাঁহার ভবন। বৈষ্ণব সঙ্গীতে তাঁহার অবদান রহিয়াছে।

হরি বোল বোল হরি হরি বলি ।
 প্রেমানন্দ নাচে লোক দুই বাহু তুলি ।
 এই মতে গেল দুই প্রহর রজনী ।
 কীর্তন রাখিল করি হরি হরি ধ্বনি ॥
 কুণ্ডলের প্রসঙ্গ হইল সেই স্থানে ।
 মাধব কহেন তাহা সর্ব ভক্ত শুনে ॥
 নিত্যানন্দ প্রভু যবে করিল সন্ন্যাস ।
 অবধৌতাশ্রম লই হৈল দ্বিগবাস ॥
 কর্ণেতে কুণ্ডল এক হাতে যষ্টি ধরি ।
 ভ্রমিলেন চারিদিক বহু তীর্থ করি ॥
 চিরকাল ভ্রমিয়ে আসিলেন জন্মভূমে ১ ।
 আসিয়া উপস্থিত হইল এই গ্রামে ॥
 হেনকালে গ্রামের সকল প্রজাগনে ।
 পালাইয়া যায় তারা মনে ভয় মেনে ॥
 প্রভু কহে সগে কোথা যাও পলাইয়া ।
 সবে নিবেদন করে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
 এক মহা অজগর এই গ্রামে আসি ।
 মহা উপদ্রব করে তারে ভয় বাসি ॥
 নিবেদন কৈল তারে গলে বস্ত্র দিয়া ।
 তুমি উপদ্রব কর কিসের লাগিয়া ॥
 তুমিত অনন্ত মূর্ত্তি সর্বত্র ব্যাপক ।
 জগতের হর্ষা কর্তা সবার পালক ॥
 ব্যক্ত হইয়া আজগর বৈল সবাকারে ।
 আমি এই সর্ব প্রাণী করিব সংহারে ।
 নহে এক ক্রম করি সবে ঘরে ঘরে ।
 দিনে দিনে এক বলি আনি দিব মোরে ।

ইহা শুনি ত্রাসিত হইয়া সর্বজনঃ
 দেশ ছাড়ি যাই সবে করি পলায়ন ॥
 এতেক শুনিয়া প্রভু অটু অটু হাসি ।
 ফিরাইল গ্রামী জনে অনেক আশ্বাসী ॥
 এই স্থানে বসিল নিতাই অবধৌত ।
 কোথা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত ॥
 এই স্থানে বিবহার হৈল অকস্মাৎ ।
 মহানাগ ফণা ধরি হইল সাক্ষাৎ ॥
 প্রভু তার ফণা ধরিলেন নিজ করে ।
 অস্পষ্ট করিয়া বিবাহ মন্ত্র দিল তারে ॥
 চরণে পড়িয়া সর্প গর্ভে প্রবেশিল ।
 কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বার বন্ধ কৈল ॥
 এই সব কথা বিস্তারিল দেশে দেশে ।
 অনেক সংঘট্ট লোক হৈল প্রভু পশে ।
 সাত দিন প্রভু ইহা করিল বিশ্রাম ।
 কুণ্ডলিতলা আখ্যান হৈল মতাতীর্থ স্থান
 সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িতে দিনে দিনে ॥
 এই কথা গ্রামবাসী সব লোক জানে ॥
 শুনিয়া সকল ভক্তের হইল আনন্দ ।
 এইমত বিলাস করেন নিত্যানন্দ ॥
 হেন মতে অবধৌত বেশেতে ভ্রমিয়া ।
 সর্বদেশ নিস্তারিল দরশন দিয়া ॥
 সর্ব জীবে সম দয়া নিত্যানন্দ রাখ ।
 কৃষ্ণ নাম দান করি জগৎ নিস্তারয় ॥
 খল নিন্দুক আর পাষণ্ড তুর্জ্জন ।
 আপনার শুনে আকর্ষণে সর্বমন ॥

১) জন্মভূমে—প্রভু নিত্যানন্দ অবধৌত বেশে তীর্থ ভ্রমনকালীন জন্মভূমিতে
 আগমন অস্বাভাবিক নহে । শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রমানে তাঁহার বঙ্গদেশে
 আগমন চিহ্নিত রহিয়াছে ।

তথ্য—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—আদিখণ্ডে ৮ম অধ্যায়ে—

“এইমত কতদিন থাকি নীলাচলে । দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতুহলে ॥”

হেন নিত্যানন্দ যার বিশ্বাস নহিল ।
 বিখাতা বিমুখ তার জন্ম বুখা গেল ॥
 আর কবে মনুষ্য জনম হইবে বে ভাই ।
 নয়নে দেখিব পুনঃ চৈতন্য নিতাই ॥
 এখনহ দৃঢ় করি করহ বিশ্বাস ।
 দেখিতে পাইবে প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ ॥
 জরাসিন্ধু শিশু পালেঃ মতে না পাইবে ।
 লোকেতে অবশ আর দুর্গতিতে যাবে ॥
 এত কেখি শুনি যার না হল বিশ্বাস ।
 খণ্ড কপালিয়া তার হউক সর্বনাশ ॥
 জািয়া শুনিয়া যদি প্রভু নিন্দা করে ।
 তবে লাখি মারি তার মাথার উপরে ॥
 জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 হুট ভাষে নিষ্ঠা কর পাইবে আনন্দ ॥
 হৃদয়ে ধরহ নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।
 প্রেমানন্দে ভাসিবে হবে মহাধন্য ॥
 এইমত ইষ্টাল পে সমস্ত রজনী ।
 পোহাইল মহানন্দে কিছুই না জানি ।
 প্রাতঃকৃত্য কর সবে করেন স্নান দান ।
 প্রভুর চরণে আসি করিল প্রণাম ।
 তবে প্রভু তথা হইতে করিলা গমনে ।
 এক চান্দা গ্রামে আইলা প্রভুর জন্ম
 স্থানে ॥
 পরম শোভিত গ্রাম যেন বৃন্দাবন
 দেখিয়া হইল মাতা আনন্দিত মন ॥
 বৃক্ষ বন্থী লতা সব কি সুন্দর শোভা ।
 কৃষ্ণ পরাশরণ লোক তেজময় প্রভা ॥
 পুষ্পের উদ্যানে সর্ব কি শোভা করয়ে ।
 পুষ্প মকরন্দ খাই অলি ঝঙ্কারয়ে ॥
 পক্ষী সব গান করে প্রেমে মত্ত হইয়া ।
 জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া ॥

দেখি জ হুবা দেবীর কি আনন্দ হৈল ।
 গুপ্ত স্থেত দ্বীপ করি হৃদয়ে জানিল ॥
 আসি উত্তরিলা প্রভু আপনার পুরে ।
 সর্বগন সহপ্রভু আনন্দ অনুরে ॥
 শ্রীবঙ্কিমদেব প্রভু দর্শন করিলা ।
 সর্ব গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু কি আনন্দ হইলা ॥
 গোপীজন বন্থভ শ্রভু আনন্দিত মন ।
 ভক্ত সঙ্গে আরঞ্জিল মহাসঙ্কীর্তন ॥
 শুনি গ্রামবাসী সর্ব জনের আনন্দ ।
 সবে বলে ঈশ্বর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি মন্ত ॥
 সবে ধন্য ধন্য বলে শুনিয়া কীর্তন ।
 শ্রী বালক বৃদ্ধ আদি নাগরিকগন ॥
 এবে প্রভু ব স্কম দেশেতে নিষ্ঠা হইয়া ।
 আপনে কাঁ লা সেবা প্রীত যুক্ত হইয়া ॥
 এইমত কতদিন গেল মুখ রসে ।
 নিত্য মহোৎসব সঙ্কীর্তন ভক্তি রসে ॥
 এবে মাতা নিত্যানন্দ চৈতন্য স্মরিয়া ।
 হুই প্রভুর বিষয়ে মাতা ব্যাকুলিত হইয়া
 বৃন্দাবন যাব আমি বিলম্বে কাখা নাই ।
 এইমতে শ্রীজাহ্নবা চিন্তা নিষ্ঠ হই ॥
 গোপীজন বন্থভে প্রভু বিবলে ডাকিল ।
 মহামন্ত্র দিয়া তারে সব শিখাইল ॥
 ভক্তির প্রচার আর উপাসনা ধর্ম্ম ।
 সাধু মার্গ ভক্তি শাস্ত্র মত নিত্য কর্ম্ম ॥
 আজ্ঞা হইল বাহুড়িয়া যাহ তুমি ঘরে ।
 আমি যাবো বৃন্দাবনচন্দ্র দেখিবারে ॥
 আর না সহয়ে মোর বিলম্ব সময়ে ।
 প্রভুর দর্শন লাগি উৎকর্থা হৃদয়ে ।
 দাস দাসী সকল বৈষ্ণব লৈয়া যাও ।
 জগতের গুরু হইয়া সভক্তি শিখাও ॥

রামাই সুন্দরানন্দ চলুক মোর সনে ।
 দোলা বহি চারি জনা দাসী একজনে ॥
 এত শুনি গোসাঞি পড়ে মুচ্ছিত হইয়া ।
 ধরি উঠাইল প্রভু শ্রীহস্ত করিয়া ॥
 চিবুক ধরিয়া করে শিরে ঘ্রাণ নিল ।
 আত্মশক্তি সঙ্কারিয়া আশীর্বাদ কৈল ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্মতা করিয়া স্মরণ ।
 শ্রীবঙ্কিমদেব প্রভুর করিয়া সেবন ।
 এইমত প্রভু চলিলেন বৃন্দাবনে ।
 গোসাঞিও সব বে লইয়া আইলা ভবনে ।
 এইমত চলিলেন জাহ্নবা শ্রীমতী ।
 স্থানে স্থানে উদ্ধারিলা যতেক দুর্গতি ॥
 দরশনে স্থাবর জঙ্গম পুলকিত ।
 ছুটে জাতি জন ভয়ে হয় এক ভিত ॥
 রামাই চলিলেন আগে সাবধান হৈয়া ।
 যেখানে যেমন যান পথ নির্বাহিয়া ॥
 ক্রমে ক্রমে আইলেন গয়া ক্ষেত্র স্থানে ।
 পদ হজে আগমন কৈল বিষ্ণুস্থানে ॥
 বিষ্ণু পাদপদ্ম দেখি শ্রেমবীষ্ট হৈল ।
 প্রভুর সে সেবক বিবেগে সব আইল ॥
 তা সবাবে ব্রাহ্মণ করিয়া দিল দান ।
 তিন গাত্রি গয়া ক্ষেত্রে করিলা বিশ্রাম ॥
 গয়ালয়া ঘর উচ্চ দিবা বাসস্থানে ।
 নিত্য নিত্য মিষ্ট দ্রব্য ভুঞ্জান ব্রাহ্মণে ॥
 তারপর কাশীপুরে করিল বিশ্রাম ।
 বিশেষর দর্শন করি কৈল গঙ্গাস্নান ॥
 তিন দিন কাশীপুরে করি অবস্থিতি ।
 চলিলা গৌরঙ্গ বলি করি নতি স্তুতি ॥

উত্তর বাহিনী গঙ্গা দেখি সুখী হইলা ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু প্রয়োগে চলিলা ॥
 প্রয়োগে মাধব দেখি শ্রেমাবীষ্ট হইয়া ।
 দুই নেত্রে অশ্রুধারা পড়য়ে বাহিয়া ॥
 ত্রিবেণীতে স্নান করি মহাসুখ পাইলা ।
 দান দিয়া ব্রাহ্মণগণেরে সন্তোষিলা ॥
 মাধবে প্রনাম করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ।
 গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ প্রেম রসে ঢলি ॥
 তবে মাতা তথা হইতে করিলা গমন ।
 হা হা বৃন্দাবনচন্দ্র বলয়ে সঘন ।
 ক্রমে ক্রমে আইলেন বৃন্দাবন ভূমি ।
 সেই স্থানে দোলা ছাড়ি হইলা পংগামী ।
 ব্রজ ভূমি প্রবেশিয়া দণ্ডবৎ করি ।
 বৃন্দ বনের শোভা লক্ষ্মী দেখে নেত্র ভরি ॥
 বৃন্দাবন দেখি মাতার প্রেম উথলিল ।
 চিরদিন অসরে নিজধামে আইল ॥
 কাহা মোর প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা ।
 কাহা প্রাণনাথ মোর প্রাণের অধিকা ॥
 কাহা বাম কঁহা কৃষ্ণ একে কহিয়া ।
 প্রেমে মাতা বিহ্বলতা অধিক হইয়া ॥
 কি বলই কিবা করি বিহ্বলতা মন ।
 কতক্ষণে বাহু পাই কবের বোদন ॥
 ভাব সম্বরণ করি দেবালয়ে আইলা ।
 পারিষদগন সব হরি বোল বৈলা ॥
 দেবালয়ে গিয়া রামাই দিলেন সম্বাদ ।
 শুনিয়া বৈষ্ণবগন আনন্দে উন্মাদ ॥
 বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব রূপ সনাতন ।
 দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥

-১) রূপ সনারন - রূপ সনাতন দুই ভাই শ্রীগৌরঙ্গ পার্শদ, দুজনই গৌড়ের
 নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। উভয়ের নবাব দত্ত নাম দবীর খাস ও সাকর
 মহাপ্রভু রূপ-সনাতন নাম রাখেন। উহাদের বংশ বিবরণ যথা—কর্ণাট

কাঁহা মোর কীৰ্ত্তিকা মাতা বুধভানু পিতা
কাঁহা মোর ব্রজেশ্বরী রোহিনী দেবী মাতা
এইমত ব্রজ প্রেম রসেতে ডুবিয়া ।
প্রেম উন্মাদ হইয়া রহিল পড়িয়া ।
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকাশিলা নিজ প্রভা ।
বৃন্দাবনময় দেখে বিহ্বালের আভা ।
প্রভুরে দেখয়ে সাক্ষাৎ বৃন্দাবনেশ্বরী ।
সেই বেশ সেই কান্তি বুধভানু কুমারী ॥
দেখি রূপ সনাতন চমৎকার পাইলা ।
প্রভুর অগ্রেতে দুই ভাই মুচ্ছা হইলা ।
দেখিষা জগৎ গুরু জগতের মাতা ।
দৌহা প্রতি আশীর্বাদ করিলেন মাতা ॥
উঠ উঠ মাতা এই লাগিল কহিতে ।
উঠি রূপ সনাতন জোড় করি হতে ॥
রূপ সনাতন দোহে স্তুতি পাঠ করে ।
ডুবিল বৈষ্ণবগন আনন্দ সাগরে ॥

তুমি হরি প্রিয়া তুমি জগতের গুরু ।
যাই যাহা চায় পায় বাঞ্ছা কল্পতরু ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী তুমি কৃষ্ণ ভক্তি দাতা ।
চিংশক্তি প্রধানা তুমি জগতের মাতা ॥
তোমা বহি কৃষ্ণের প্রিয়সী শ্রেষ্ঠ নাই ।
কৃষ্ণ মুখরস আশ্বাদয়ে তোমার ঠাই ॥
এইমত দুই ভাই বহু স্তুতি কৈলা ।
তবে শুনি জগতেশ্বরী প্রসন্ন হইলা ॥
তবে মাতা রূপ সনাতনেরে কহিল ।
তোমা দৌহা দেখি মন দয়াদ্র হইল ॥
আমার প্রভুর দৌহে অনুগ্রহ পাত্র ।
প্রেম ভক্তিময় দৌহা হও শুদ্ধ সত্য ।
শুভ দৃষ্টি কৈল মাতা সব্বারে চাহিলা ।
সবাই আনন্দ হইলা কৃতার্থ মানিলা ॥
মুখ্য হরিদাস^২ আর গোসাই দাস^৩ পূজারি
আজ্ঞা মালা প্রসাদ অনিল বাটাভরি ॥

অধিপতি যজুর্বেদী ভরদ্বজ গৌড়ীয় সর্বজ্ঞের পুত্র অনিরুদ্ধ । তাহার দুই পুত্র
রূপেশ্বর হরিহর । ভ্রাতৃ বিরোধে রূপেশ্বর । পৌলশ্য রাজ্যে বাস করেন ।
রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে বাস করেন । তৎপুত্র মকুন্দ তৎপুত্র
কুমারদেব তৎপুত্র রূপসনাতন । ১৪৩৬ শকাব্দে মহাপ্রভু বামকেন্দিতে গমন
করিলে উভয়ে গোপনে মিলিত হন । পরবর্তি কালে উভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া
বৃন্দাবনে বাস করেন । শ্রীমদ্ভগবৎপ্রভুর আদেশে লুপ্ত বৃন্দাবন ধাম, শ্রীবিগ্রহ
প্রকট ও ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্তন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য
পদবাচ্য হন । উভয়ের অলৌকিক জীবন কাহিনী সংবৃত্ত “শ্রীশ্রীগৌর ভক্তামৃত
লহরী” গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে । এখানে শ্রীজাহ্নবীর অন্তর্দান-
কালীন রূপসনাৎনের মিলন বাক্য পানিলেও ভক্তি রত্নাকর, প্রেমবিলাস,
অনুরাগবল্লী, নবোক্তম বিলাসাদি গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে স্বীকার্য্য নহে । ইহা প্রথম বৃন্দাবন
যাত্রাকালীন ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রহিয়াছে । প্রথম বৃন্দাবন যাত্রায় রূপ সনাতনের
মিলন ঘটে । সে সময় রূপ গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যকে শীঘ্র প্রেরনের জগ্য
অনুরোধ করেন । তৎপরে শ্রীনিবাস গমনের পূর্বে রূপ সনাতনের অন্তর্দান ।
তাহার অনেক পরে খেতুরী উৎসবের পরে দ্বিতীয় বার ব্রজ গমন । তাহার
কতককাল পরে তিনবার বৃন্দাবন গমন । এই বারে গোস্বামীগণের অন্তর্দান ঘটে ।
মনে হয় গ্রন্থকার জাহ্নবা দেবীর অত্যুজল মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথম যাত্রার
ঘটনাটি তুলে ধরেছেন

১) মুখ্য হরিদাস— মুখ্য হরিদাস বলিতে ব্রজধাম শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী
শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় । শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীঅনন্ত
আচার্য্য তার শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত । শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলে শ্রীপাদ রূপ
গোস্বামী

পাইয়া প্রাসাদ মালা নমস্কার করি ।
 অঙ্গীকার কৈলা স্নাত্ত পরম ভক্তি করি ॥
 শ্রীচরন চলিলেন দেবালয় দিগ্বা ।
 দ্বার মোচন করিল আগে লোক গিগ্বা ॥
 গোপীনাথ বলি অতি অনুরাগে চলে ।
 শ্রীমন্দির প্রবীষ্ট প্রভু হইল একই কালে
 আনিমেধে দেখে বিধু দন সুন্দর ।
 কহিতে না পারে কিছু কাপরে অধর ॥
 মন্দিরের দোয়ার লাগিল আচম্বিতে ।
 বুঝিতে না পারি লীলা করে কোনমতে ॥
 গোপীনাথ জাহুবার বস্ত্র আকৃষিয়া ।
 বসাইলা আপানার বসমপার্শ্বে লইয়া ॥
 আনন্দিত হইলা রাধা সুন্দরী ।
 দুই পর্শ্বে দুই শ্রিয়া কি শোভ না জানি ॥
 সবেই মানিল অতিশয় চমৎকার ।
 মন্দির সেবক গিগ্বা মুক্ত কৈল দ্বার ।
 সবে দেখে কাঞ্চন প্রতিমা মূর্ত্তি হৈয়া ।
 বিরাজয়ে গোপীনাথের বামেতে বসিয়া ।
 চমৎকার হই সব করে দরশন ।
 গোপীনাথের অতিশয় শ্ৰফুল্ল বদন ॥
 বাম পার্শ্বে শ্রীজাহুবা দক্ষিণে বাধিকা ।
 মধ্যে গোপীনাথ ইথে কি লপমা অধিকা
 নিত্যানন্দ গোপিনাথ এক দেহ হয়
 ধরনী শেষ সংবাদে ইহা ফুকারিয়া কয় ॥
 নিত্যানন্দ-গোপীনাথ অনঙ্গ জাহুবা ।
 বাধিকা অনুজ শ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণ বল্লভা ॥

রামের প্রকৃতি দেহ আচর্য অনঙ্গ ।
 বাধিকার মুখ হেতু রহে কৃষ্ণ সঙ্গ ॥
 রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ চৈতন্য অবতার ।
 রাম নিত্যানন্দ সঙ্গে করেন বিহর ॥
 যেই রাম সেই কৃষ্ণ সেই গৌরচন্দ্র ।
 শ্রীরাধিকা শ্রীজাহুবা অনঙ্গ নিত্যানন্দ ॥
 এক বস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ ।
 লীলা আশ্বাদিত এঁচে করয়ে বিলাস ॥
 যখন যে লীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হয় মনে ।
 সেই রূপ ধরি রাম বিলাসে কৃষ্ণ সনে ।
 কে বুঝে রামের রীত অনন্ত অপার ।
 পুরুষ প্রকৃতি রাম বিনে নহে আর ॥
 ঐশ্বর্য মাধুর্য সঙ্গেতে লইয়া ।
 গৌর নিত্যানন্দ নবদ্বীপে প্রবেটিয়া ॥
 সবেআসি অবতারি করে প্রেমদানে ।
 বৃন্দাবনে বিলাসয়ে একত্র মিলনে ॥
 এইমত ঈশ্বর লীলার নাহিক বিচ্ছেদ ।
 আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ।
 শ্রীজাহুবা নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ ।
 সেই যে আমার গতি জীবনে মরন ॥
 বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ ।
 বংশ বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস ।
 ইতি শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ শ্ৰুত বংশ বিস্তার

মধ্য

লীলাষাং শ্রী শ্রীম গী জীউর

বৃন্দাবন গমনঃ নাম পঞ্চম স্তবক ।

সে বাধিকারীর জন্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিলাচলে পত্নী পাঠাইলেন । প্রভু
 শ্রীনাশীশর গোস্বামীকে পাঠাইলেন । কাশীশর কিছুকাল সেবা করার পর
 সর্বক্ষণ প্রেমাবীষ্ট থাকিতেন । তাই পুনর্ব্বার পত্নী পাঠাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু
 নীলাচল হইতে শ্রীহরিদাস পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন । হরিদাস পণ্ডিতের সেবা-
 গুনে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার নিকট চাহিয়া ধাইতেন । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
 শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখনারম্ভে আজ্ঞা গ্রহনকালে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত সেবাধক্ষ
 ছিলেন ।

৩) গোসাই দাস পূজারী—গোসাই দাস পূজারী শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ।
 শ্রীসনাতন গোস্বামী পাদের সেবিত শ্রীমদনমোহন দেবের সেবাধিকারী ছিলেন ।
 শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ লিখনারম্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আজ্ঞা গ্রহনের
 জন্ম শ্রীমদনমোহন সমীপে করেন সে সময় গোসাই দাস পূজারী সেবাধার্থে
 ছিলেন ।

ষষ্ঠ স্তবক

জয়তি জয়তি নিত্যানন্দ অবতার রূপ ।
 জয়তি-জয়তি রাধা প্রাণবন্ধু স্বরূপ ॥
 জয়তি জয়তি রা লীলা বিহারী ।
 জয়তি জয়তি রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রচারী ।
 চৈতন্যের প্রিয়দেহ নিত্যানন্দ রাম ॥
 অহর্নিশ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ।
 চৈতন্য নিতাইর প্রেম কে কহিতে পারে ।
 সহস্র বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে ॥
 এ দৌহার প্রেম প্রীত দৌহে জানে মাত্র
 অর কেহ জানয়ে দৌহার কুপাপাত্র ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দজয় দয়াময় ।
 যার নাম লবা মাত্র ভক্তি সিদ্ধ হয় ॥
 এইমত লীলা করে নিত্যানন্দ রায় ।
 কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পাষ ॥
 হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে ।
 আগ্রহ করিয়া যমদণ্ড করি তানে ॥
 তার সনে মোর কিসে মরে বা না কেনে ।
 আমার মন সদা বহু প্রভুর চরণে ॥
 প্রপঞ্চ গোচর হইল প্রকট নাম ধরে ।
 অপ্রপঞ্চের অতীত প্রকট কহি তারে ॥
 ক্ষুদ্রিরূপে আবির্ভব স্বরূপ লক্ষণ ।
 এইমত ঈশ্বর লীলা জানে ভক্ত গন ॥
 সঙ্কীর্ণনে ক্ষুদ্রি আবির্ভাব ভক্ত জনে ।
 বীরচন্দ্র রূপে হয় স্বকণ লক্ষনে ॥
 অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গা তটস্থ আধ্যানে ।
 ইহা কেহ নাহি জানে অন্তরঙ্গ বিনে ॥
 মূর্তি ভক্তি দেবী জাগে যার মনে ।
 ক্ষুদ্রি আবির্ভব জানি স্বরূপ লক্ষনে ॥

জ্ঞান কর্ম যোগে বেদে ইহা নাহি পাই ।
 ভক্তির গোচর হয়েন চৈতন্য গোসাঁঞ ।
 কলিযুগে নিতাই চৈতন্য দয়াময় ।
 অবতীর্ণ হইল জীবে হইয়া সদয় ॥
 উর্দ্ধ মুখে দুহাত তুলিয়া বলি ভাই ।
 কলিযুগে আর কিছু ধর্ম কর্ম নাই ॥
 আপনে প্রকটি নাম করিল প্রচার ।
 সেই নাম লহ সবো ভাবে হবে পার ॥
 কলিযুগে নাম শুনে কৃষ্ণ হবে বশ ।
 ইহা হইতে অধিক প্রেম সাহি ভক্তি রস
 নাম যেই লৈল সেই কৃষ্ণেরে জিতিল ।
 সত্য সত্য কৃষ্ণ তার স্থানে বদ্ধ হইল ॥
 নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সত্য ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম দুই হয় এক তত্ত্ব ॥
 কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম কভু ভিন্ন নয় ।
 নাম আর কৃষ্ণ তনু অভেদ বেদে কয় ॥
 প্রেম যোগে লহ নাম না বরিও হেলা ।
 সত্য সত্য কুপা করিনেন নন্দ ঘোষের
 বালা ।
 প্রেম ভক্তি বিনে কোন কাষা সিদ্ধি নহে
 মাধা মুড়াইলে যম দণ্ড নাহি যাষে ॥
 হরি নাম মন্ত্ররাজ জপ সব প্রাণী ।
 পঞ্চম পুরুষার্থ এই সর্ব শাস্ত্রে শুনি ।
 গুরুরূপ নিত্যানন্দ বৈষ্ণব অদ্বৈত ।
 ত্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ শাস্ত্র অভিমত ॥
 রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিতে অন্য় নাহি আর ।
 এইমত যে ভিন্ন মানে সেই ছারখার ॥
 কলিকালে মন্ত্র গুরু শিক্ষা গুরু রূপ ।
 নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র অদ্বৈত স্বরূপ ॥
 আশ্রয় তলম্বন উদ্দীপন এক হইয়া ।
 কলিযুগে প্রকটিল জীবের গাগিয়া ॥

ইহা যেই মানে সেই পরম সুবুদ্ধি ।
 ইহা যেই না মানে সেই পাশু কুবুদ্ধি ॥
 অত্য়াপিপ সেই লীলা করে গৌর রাখ ।
 কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পার ॥
 হতভাগা অবিশ্বাসী ইহা নাহি মানে ;
 আগ্রহ করিয়া যম দণ্ড করে তানে ॥
 তার সনে মোর কিসে মরে বা না কেনে ।
 আমার মন সদা রতু শ্রভূর চরনে ॥
 সর্ব গুণ যুক্ত নিত্যানন্দে ভক্তি শুশ্রু ।
 কতু নাহি দেখি সেই পাপী হীন পূর্ণ্য ॥
 সর্ব গুণ শুশ্রু সব ধর্ম বিবজ্জিত ।
 নিত্যানন্দে রতি সেই সর্বত্র পূজিত ।
 তিলার্দেক নিত্যানন্দে যে করে স্মরন ।
 তার পদবেরু করি মস্তকে ভূষন ॥
 এক্ষনে গুণহ নিত্যানন্দের মহিমা ।
 চারি বেদে যে শ্রভূর দিত নারে সীমা ॥
 শ্রপক গোচর হইল প্রকট নাম ধরে ।
 শ্রপকের অতীত অপ্রকট কহি তাহে ॥
 ক্ষুদ্রি রূপ আবির্ভাব স্বরূপ লক্ষনে ।
 এইমত ঐধর লীলা জানে ভক্তগনে ॥
 সঙ্কীর্ণনে ক্ষুদ্রি আবির্ভাব ভক্ত জনে ।
 বীরচন্দ্র রূপে হয় স্বরূপ লক্ষনে ।
 কৃষ্ণ বলরাম করি যারে বেদে গাই ।
 কলিযুগে সেই দুই চৈতন্য মিলাই ।
 কৃষ্ণ মুখ হেতু এক শ্রভূ বলরাম ।
 সর্বরূপ ধরি কৃষ্ণের পূর্ণ করে কাম ॥
 কৃষ্ণ প্রকাশ বন্দাবনে শ্রীবলরাম ।
 কৃষ্ণ চিন্তে মুখ দেন এই তার কাম ॥

তথাহি— শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরানে ধরনী শেষ
 সংবাদ—
 গোলকে দ্বিত্বজ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ।
 তৎ প্রকাশরূপোয়ং দ্বিতীয়ে দেহ রূপকঃ
 তথাহি— তত্রৈব—
 বর্ণ মাত্রং প্রথকক স্বরূপেনৈ কমে বহি ।
 কান্তি লাভম্ভ্রমৈশ্বৰ্যং সর্বকংনং সংশয় ॥
 নিত্যানন্দ সেই বলরাম সঙ্কর্যন ।
 পঞ্চ দশাক্ষর মন্ত্রে যার উপাসন ॥
 কাম গায়ত্রী ধান মন্ত্রে দেখি একরূপ ।
 কৃষ্ণ বলরাম মাত্র একই স্বরূপ ॥
 কখন বা পুরুষ রূপেতে করে খেলা ।
 প্রকৃতি পরমা লইয়া করে বসলীলা ।

তথাহি— তত্রৈব—

কৃষ্ণং সেন রামোসৌ গোলকাজ্জাদি-
 বাক্যঃ ।
 যত্র বন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীডায় রাধিকা কুজ
 যৌঃ
 পুং সে বলরামোয়ং দ্বায়লীলাদি পোষক
 বিশেষঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য গোষ্ঠক্রীড়া দিনাকরঃ ॥
 নানা স্বষ্ট দিক তত্ত্বং সব ম শক্তিভিষৃত ।
 রাধিকারাসযুক্তাশা কৃষ্ণ শক্তি সমাশ্রিত ॥
 ঐশ্বর্য মাধুর্য যার ভক্তি রসধাম ।
 এই অর্থে পুরানে বাথানে বলরাম ॥

তথাহি— তত্রৈব—

বলেতি সর্ব কার্যে সুবলে বানওত্র নির্মল
 বলভদ্রামিতি শ্রুত প্রসঙ্গান্মে সমাসতঃ ।
 রাকারে শ্রীমতী রাধা মকারে মধুসূদন ॥
 ছয়ো বিগ্রহ সংযোগোদ্রামনাম ভবেৎ কিল
 সেই বলরাম নিত্যানন্দ স্বরূপ ধরি ;
 সেই কৃষ্ণ কলিতে চৈতন্য অবতরি ॥

তথাহি—শ্রীউপপুরাণে—

নিত্যঃ শ্রীরাধিকা চৈব অনেন্দ কৃষ্ণবিগ্রহঃ
দয়োবিগ্রহ সংযোগো নিত্যানন্দভিধিস্তে
কৃষ্ণ কহে আমি সর্বেশ্বর সর্বাশ্রয় ।
আমি না তারিলে জীবের কৈছে গতি হয়

তথাহি—শ্রীভাগবতে—

অহমেবাসমেবাগ্রে নাশ্বদদদসং পরম ।
পঞ্চদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্ঠে তনোপ্যহং ॥

তথাহি—শ্রীনারদীয়ে—

দিবিজ্ঞাতুর্ভাব জায়ার্কং ভক্তকৃপিনঃ ।
কলৌ সঙ্কীর্ণনারস্তে ভবিষ্যামী শচীশ্রুত ॥
কলিযুগে জীবের অন্ন আয়ু হীন পুণ্য ।
হেন জীব উদ্ধারি করিব কলি ধন্য ॥

তথাহি—শ্রীরামন পুরাণে—

শুদ্ধগৌর সুদীর্ঘাঙ্গ ত্রিস্নোত ক্ষিরসম্ভবঃ ।
দয়ালুঃ কীৰ্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামী কলৌযুগে
তথাহি—তত্রৈব—

কলি ষোর তমচ্ছন্নান সর্বানাচার বজ্জিতান
শচীগর্ভোচ সংভূষ তারয়িষ্যামী নারদ ॥
হরি নাম যজ্ঞতে করি সব পুণ্য ।
ভক্তগণে মুখ দিব হইয়া আচ্ছন্ন ॥

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাহি যুগানুবৃত্তং ।
ছন্নং কলৌ মদভবস্ত্রী ধুগোথসান্তং ॥
সেই কৃষ্ণ সাজসহ প্রকৃতি প্রধান ।
অবতার করি জীব কৈল প্রেমদান ॥

তথাহি—শ্রীভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং স স্লেপাজ্জান্ত পার্ধদঃ ।
বর্জৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তন প্রাশ্নৈর্ধজন্তি হিশ্রুমেষসঃ ॥
শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ।

বহু মূর্ত্তি ধরি পূর্ণ কৈল সর্বকাম ॥

বিষয় অলম্বন কৃষ্ণ রাধিকা আশ্রয় ।
আশ্রয় না হইলে বিষয় আশ্বাদ না হয় ॥
অত এব রাখাভাব কান্তি ব্যক্ত করি ।
প্রকট হইল নাম গোবিন্দ শ্রীহরি ॥

তথাহি—শ্রীশ্ৰদ্ধ পুরাণে—

অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গোরং দর্শিতাজ্জাদি বৈভবং
কলৌ সংকীৰ্ত্তনাত্মৈ স্ম কৃষ্ণচৈতন্য মাশ্রিতা
বলরাম প্রাকৃত্যাংশে অনঙ্গ মঞ্জরী ।
রাধাজ্ঞ সেবা করিবার অধিকারী ॥
শক্তি বিহু রাধাজ্ঞ সেবিতেনা পারষ ।
রাধানুজা হই কৃষ্ণ সেবন করষ ।
রাধাভাব অঙ্গি করি গোবিন্দ শ্রীহরি ।
করিযুগে অবতীর্ণ জীব কুপা করি ॥

তথাহি—শ্রীব্রহ্ম পুরাণে—

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যত
দারুব্রহ্ম সমীপস্থ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহ ॥

তথাহি—শ্রীগকড় পুরাণে—

শুদ্ধো গৌর সুদীর্ঘাঙ্গে গজাতীর সমুদ্ভব
দয়ালুঃ কীৰ্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥

তথাহি শ্রীকুর্মা পুরাণে—

কালিনা দহমানানাযুদ্ধার্থং তমোভূতাং
কলে প্রথন সন্ধ্যায়াঃ ভবিষ্যতি দ্বিজাতিযু
তথাহি—শ্রীদেবী পুরাণে—শিবনাদ সম্বাদে-
ভবিষ্যতি কলে সন্ধ্যাং ভগবান ।

দ্বিজাতীনাং কুলেজন্ম শান্তানান পুরুষোত্তম

তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—(ব্রজরাজ প্রতি গর্গ
বাক্যং)

আসনবর্ণান্ত্রে হস্তগৃহ্তোহনুযুগং তনুং ।
শুক্লোবক্তস্তথা পীত ইদানীঃ কৃষ্ণতাং গত

তথাহি — শ্রীমহাভারতে —

সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গো ববাস্তশ্চন্দনান্দদী ।
 সন্ন্যাস কৃত সমঃ শান্তঃ শান্তি নিষ্ঠাপরায়ন
 অতএব বেদ শাস্ত্র পুরানেতে কথ্য ।
 কলৌচ্ছ্র্য অবতার প্ৰেদে ব্যক্ত হয় ।
 ইহা বে না মানে সেই খল দুষ্ট জন জন
 সে সব কুবুদ্ধি জনে কিবা প্রয়োজন ॥
 নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রে বিমুখ যে জন ।
 সে সব জনের মুখ না দেখি কখন ॥
 বলরাম প্রাকৃত্যাংশে সে অনঙ্গ মঞ্জরী ।
 রাধিকা প্রকাশ কৃষ্ণ সঙ্গে অনুচরি ॥
 সেই রাম নিত্যানন্দ জাহ্নবা অনঙ্গ ।
 প্রকাশ ভেদে ত করে কৃষ্ণ সঙ্গে বঙ্গ ॥
 সদা সেই লীলা করে অনঙ্গ মঞ্জরী ।
 কভু রাম সঙ্গে কভু গোবিন্দ বেহারী ॥
 চৈতন্যের স্বয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দ মূর্তি ।
 মন্ত্র দাতা গুরুরূপে মন্ত্ররূপে ক্ষুদ্রি ।
 হেন নিত্যানন্দ চৈতন্যেতে করে ভেদ ।
 বিশেষ নরক ভোগ তার অবিচ্ছেদ ॥
 আপনার মনে সত্য এই দৃঢ় করি ।
 অশ্রিত্য নিত্যানন্দচন্দ্রে গৌরহরি ॥
 নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রে সদা বহু মন ।
 এই মোর সর্বসিক্তি সাধন স্মরণ ॥
 নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য মোর প্রভু ।
 দুটি ভাষের পাদপদ্ম না পাশরি কভু ॥
 হেন দিন হবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥
 শ্রীবীরচন্দ্রে প্রভুর চরন করি আশ ।
 বংশ-বিস্তার কহে বৃন্দাবন দাস ॥

ইতি শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তারে

মধ্য

লীলারং শ্রী নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্রে
 নিকরুপনং নাম ষষ্ঠম স্তবক ।

সপ্তম স্তবক

শ্রীবীর দুর্জন প্রতি দণ্ড বীর ।
 দুর্দণ্ড কুঙ্গর প্রতি খণ্ডি বীর ॥
 ঘোরদি মজ্জন গত্র কুবলয় বীর ।
 শ্রীরাধিনী গুপ্ত প্রকাশি বীর ॥
 নিত্যানন্দ পাদদ্বন্দ মকরন্দকুনা ।
 অয়ে লুক মন ভঙ্গ করহ ভাবনা ॥
 চৈতন্য রসের ধাম পূন বীহচন্দ্রে নাম ।
 ধরি প্রকাশিল কলিকালে ।
 পতিত দুর্গতি যত, জড় অন্ধ আদি কত,
 ভাসাইল আনন্দ হিল্লোলে ।
 কিম্বাসে দর্শন ধাম, যন মূর্তি মন্তু কাম,
 অকন বরন উগমগি ।
 শান্ত দাস্ত কুপাবান, ভক্ত জনের ধনপ্রদ
 হরি রসে সদা অনুরাগী ॥
 নহি নহিবে আর হেন প্রভু অবতারি,
 পূন আসি করয়ে উদয় ॥
 কলি দণ্ড নিবারনে, কেবা আছে ত্রিভুবনে
 সিংহ জিনি বাহার বিক্রম ।
 কহে বৃন্দাবন দাস, না পুথিল মন আশ,
 বঞ্চিত রহিল মতিভ্রম ।
 জয় জয় নিত্যানন্দ জগত আশ্রয় ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যার ইচ্ছা মাত্র হয় ॥

সপ্তম স্তবক

যারে কহে আদি দেব ব্রহ্ম সনাতন ।
 চৈতন্য অগ্রজ চৈতন্যের প্রাণধন ॥
 ততধিক চৈতন্যের শ্রিয় নাহি আর ।
 নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥
 সখ্য দাস্ত্র বাৎসল্য শৃঙ্গার ভাব আর ।
 নিত্যানন্দ বহি ইহা কেহ নাহি আর ॥
 হেন নিত্যানন্দের মহিমা কেবা জানে ।
 চৈতন্য জানার যারে সে জানে তাহানে ॥
 হর্ভা কর্তা ভক্তা নিত্যানন্দ বলরাম ।
 সঙ্কর্ষন রূপে বৈসে পরব্যোম ধাম ॥
 তাহার অংশের দ্বারায় সৃষ্টাদি করয় ।
 এই হেতু নিত্যানন্দ সবার আশ্রয় ॥
 স্বয়ং রূপে গোবিন্দের অগ্রজ হইয়া ।
 কৃষ্ণের সঙ্গে বিহরয়ে সখাগণ লইয়া ॥
 প্রাণ প্রিয়াক্রমে কৃষ্ণ সঙ্গে বিলসয় ।
 রাসাদি বিহার কত নিকুঞ্জে করয় ।
 এ সব রসের লীলা কে জানিতে পারে ।
 অন্তরঙ্গ ভক্ত যিনি নাহি অধিকারে ॥

কোন কোন পাপীগণে ক্ষুদ্র বুদ্ধি যায় ।
 কৃষ্ণরামে ভেদ করি যায় ছারখার ॥
 ঈশ্বরের লীলাগুনে বেদে গম্য নয় ।
 ইহা নাহি বুঝি শাপী বলিয়া মরয় ॥
 যে দেহেতে কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার ।
 তার লীলার কুতর্ক করয়ে পাপীহার ॥
 শাস্ত্র দেখিয়াও পাপী কিবা মনে করে ।
 কেবা চৈতন্যের মায়া জনিবারে পারে ॥
 অনন্তের আদি হন অনন্ত মহিমা ।
 আমি ক্ষুদ্র জীব তার কি জানিব সীমা ॥
 চৈতন্য অধরামৃতের এই বল ধরি ।
 কি কহিতে কিবা কহি বুঝিতে না পারি ॥
 নিত্যানন্দ গুণরসে মোর ক্ষিপ্ত মন ।
 চৈতন্য ক্ষুব্ধ যাহা করিছা লিখন ॥
 ইথে অপরাধ না লইবে ভক্তগনে ।
 মোর মন সদা রহু নিতাই চরনে ॥
 নিত্যানন্দ লীলামৃতে মোর লুক্ক মন ।
 আপনা কুতার্থ লাগি চাঞ্চি এক কন ॥
 এ অতি নিগূঢ় কথা অনন্ত অগাধ ।
 বীরচন্দ্র লীলামৃত করহ আশ্বাদ ॥
 ভক্ত সঙ্গে গোস্বামী করেন অনুমান ।
 কলিযুগে প্রভু প্রকটিল হরিনাম ॥

১) চৈতন্য অধরামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্মের বহু পূর্বে
 মাতা শ্রীনারায়ণী দেবীকে শ্রীগৌরানন্দদেব উচ্ছিষ্ট ভাষুল প্রদান করতঃ নিজ
 কৃপা শক্তি সংরক্ষন করিয়াছিলেন । এই বাক্য তাঁহারই ইঙ্গিত ।

চারিবেদ সারাংসার হরিনাম ধন ।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহা কৈল প্রচারন ॥
 নববিধ ভক্তি আর রসের নিখাসা ।
 বহুকাল ব্যতিরেক করিলা প্রকাশ ।
 ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সবস্বৈ লয় ধর্ম ।
 কালাভীত হৈলে পাছে করয়ে বিকর্ম ।
 আমাদের রাখিল প্রভু শাসন লাগিয়া ।
 মহাস্ত বৈষ্ণবগন সেনাপতি দিয়া ॥
 চাহি বেড়াইব মুক্কাই সকল সংসার ।
 ভক্তি অতিক্রম দেখি করিমু সংহার ।
 প্রকাশিয়ে চাণ্ডীহস্ত চক্র লইমু করে ।
 ভক্তি যে না লইবে তারে করিমু সংহারে ।
 যাহার অজ্ঞিত ক্ষিত্তি সেই না দেখিলে ।
 যার যেন ইচ্ছা করে নষ্ট হয় কালে ॥
 ভয় ভক্তি সঙ্গে করি করিমু ভ্রমন ।
 এত বলি প্রবাস চলিতে হইল মন ॥
 অনেক মহাস্ত সঙ্গে বহু শিষ্যগণ ।
 নরযান অশ্বযান করিয়া সজন ।
 শ্বেত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ পতাকা শোভন ।
 কেহ পূর্ণচন্দ্র অর্ধচন্দ্র দরশন ॥
 উড়য়ে পাতাকাবন্দ গগন মণ্ডলে ।
 নাচিতে লাগিল নাড়া কীর্তন মঞ্জলে ॥
 'হরি হরি' ধ্বনি হয় 'বীর বীর' আর ।
 স্বর্গ, মর্ত, পাতাল ভেদিল ধ্বনি যার ॥
 দেবলোক, নরলোক, নাগলোক করি ।
 চমৎকার মানি সব বলে হরি হরি ॥
 অতুল ঐশ্চর্য্য সঙ্গে ভূত্যগন লৈল ।
 যান রহি ভাগ্যবান অনেক আইল ॥
 ময়ূরের পুচ্ছ গুচ্ছ হস্তে বহু দাসে ।
 শ্বেত কৃষ্ণ চামর তুলায় চারিপাশে ॥
 কৃষ্ণ নাম বদনে বলয়ে সর্বজন ।

'হরি হরি' ধ্বনিতে ভেদিল ত্রিভুবন ॥
 ধু ধু করিয়া সব তুরি ভেরি বাজে ।
 'বীর বীর' করিয়া সকল নাড়া সাজে ॥
 সুবর্ণ রজত ছড়ি বেত্র বেলু হাতে ।
 গলে দোলে গুজামালা রাজা টোপ মাথে
 কৃষ্ণ প্রেম গর গর করয়ে ছফার ।
 হেন প্রেম দিয়াছেন শরীরে সবার ॥
 প্রভু বীরচন্দ্রের করুণা দৃষ্টিপাতে ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ সব চলে প্রভুর সাথে ॥
 জয় জয় মহাপ্রভু বীরচন্দ্র রায় ।
 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥
 গৌরচন্দ্র রূপে ব্রজভাব প্রকাশিয়ে ।
 কৃষ্ণনাম দান কৈল জগৎ ভরিয়ে ॥
 বীরচন্দ্র রূপে কৈল এঁছে পর কাশ ।
 'গৌরভঙ্গ' 'গৌরবল' হও 'গৌরদাস' ॥
 নিত্যানন্দ পাদপদ্ম হৃদয়ে ভরিয়া ।
 রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস অন্তরে রাখিয়া ॥
 এইসব লওয়ায়েন প্রভু বীর রায় ।
 ভক্ত গোষ্ঠী সঙ্গে প্রভু চলে শুলীয়ায় ॥
 প্রভু পরিচ্ছদ করি চাড়ি নংযানে ।
 শিবেতে বৈঠল গজমুক্তা দোলে কালে ।
 স্বর্ণ সূত্র রজত মণ্ডিত দে লাপরে ।
 চন্দ্রভাব করে তেজ বলমল করে ॥
 অরুণ বরুণ অঙ্গে সূক্ষ্ম সূত্র বাস ।
 কি শূন্দর বদন চন্দ্রের মুহু হাঁস ॥
 নাড়া সব প্রেমে মস্ত ক্রমাগত হইয়া ।
 অগ্রে অতি শীত্র চলে কীর্তন করিয়া ॥
 মস্ত সিংহ সম সব নাড়ার নর্তন ।
 'হরি বল' 'হরি বল' এই সে কীর্তন ॥
 মৃদঙ্গ মন্দিরা ডঙ্ক করতাল শৃঙ্গ ।
 চারিপাশে বেড়ি য'য় চরনের ভৃঙ্গ ॥

জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস রামদাস করি ।
 নিত্যানন্দ দাস^২ রামাই চলে দোলা ঘেরি
 নৃসিংহ দাস নামে সব নাড়ার প্রধান ।
 ঋগ্ণি বাহক সব চলে আগুয়ান ॥
 প্রভু সঙ্গে সঙ্গী যত সব শ্রেমময় ।
 ভববোগ যায় যার লইলে আশ্রয় ॥
 সত্য-রজঃ-তম তিনগুন প্রকাশিয়া ।
 যেই যাতে বশ করি চলিল দোলিয়া ॥
 বিঘ্নসাধ্যায় প যগ্ণী পণ্ডিত বশ হয় ।
 এইমত পূর্বদেখে করিলা বিজয় ॥
 মহাপ্রভুর তেজ সেবকের তেজ দেখি ।
 সবে বলে সাফা ত ঈশ্বর হেন লখি ॥
 গ্রামে গ্রামে মহোৎসব কীর্তন প্রচারি ।
 দেখিতে সকল লোক হই চমৎকার ॥
 হরিনাম সঙ্কীর্তনে দেশ যত হইল ।
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম প্রক শিল ॥
 হরিনাম মহামন্ত্র জীবে দান করি ।

আপনে গাইয়া গাঁওঘাইল জগভরি ॥
 সবেই বৈষ্ণব হইল লয় কৃষ্ণনাম ।
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলে নিত্যানন্দ রাম ॥
 চতুর্দিকে হরিগুন গায় ভক্তবৃন্দ ।
 মধ্যে নৃত্য করে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র ॥
 নর্তনের কালে প্রভুর স্ব-শক্তি বিরাজে ।
 চারিদিকে ক্রোশেক ব্যাপিত তনুর ছটা-
 রাজে ॥
 কেহ কেহ দেখে প্রভু চারিহস্ত হয় ।
 দুই হস্তে তালি দুই হস্ত উর্দে রয় ॥
 সর্বলোক দেখে প্রভু নানাবর্ণ হয়ে ।
 শ্বেত শ্যাম অরুণ দেখয়ে হাত ছয়ে ॥
 চারিদিকে শুনি সব বীনা বংশী ধ্বনি ।
 বলয়া কঙ্কন আর নুপুর কিঙ্ক নি ॥
 কেহ দেখে হলধর কেহ বংশীধর ।
 কেহ অবধৌত দণ্ড কুমণ্ডল কর ॥
 এইমত গ্রামে গ্রামে প্রকাশ করিয়া ।
 কুতর্ক করিয়া লোকে শ্রেমভক্তি দিয়া ॥

২) নিত্যানন্দ দাস—শ্রীনিত্যানন্দ দাস প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবাদেরবীর

শিষ্য। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবকুলে জন্ম। পিতা আত্মারাম দাস; মাতা সৌদামিনী।
 বাল্যনাম ছিল বলরাম দাস। শ্রীজাহ্নবাদেরবী তাহার নাম নিত্যানন্দ দাস রাখেন
 নিত্যানন্দ দাস বাল্য পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া চিন্তাবুল হইলে শ্রীজাহ্নবাদেরবী স্বপ্না-
 দেশে বলিলেন তুমি খড়দহে আসিয়া আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর। স্বপ্নাদেশে
 পাইয়া নিত্যানন্দ দাস খড়দহে আগমন করতঃ শ্রীজাহ্নবার পদাশ্রয় গ্রহণ করেন
 তদবধি জাহ্নবার স্নেহে পালিত হইয়া খড়দহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 শ্রীজাহ্নবার প্রথম বৃন্দাবন যাত্রাকালে তিনি সঙ্গে ছিলেন। ব্রজ হইতে প্রত্যা-
 বর্তন করিয়া শ্রীজাহ্নবা তাহাকে শ্রীখণ্ডে অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং শ্রীনিবাস
 নবোক্তমের মহিমা বর্ণন করিতে আদেশ প্রদান করে। তদনুরূপ শ্রীগৌরাজের
 প্রত্যাদেশ পাইয়া শ্রীশ্রেমবিলাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ ১৪২ বিলাসে
 সম্পূর্ণ। প্রথম বিলাস হইতে আঠার বিলাস শ্রীখণ্ডে, উনিশ-বিশ খড়দহে ও
 একুশ হইতে চব্বিশ বিলাস কাটোয়ার বসিয়া রচনা করেন। গ্রন্থ সমাপ্তি কালে
 শ্রীজীব গোষায়ীর লিখিত পত্রগুলি অর্দ্ধ বিলাসে সন্নিবেশিত করেন। এইভাবে
 ১৫২২ শকাব্দে (১৬০১ খৃ:) ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রেম বিলাস
 সম্পূর্ণ করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। রচনা করিয়া
 ভাষা পরিশোধন তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই; তাহা তিনি গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত
 করিয়াছেন। ঠাঁতপূর্বে তিনি শ্রীবীরচন্দ্র চরিত নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন
 উক্ত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত ও ছুপ্পাপা; কোন সুধীভক্তের দৃষ্টিগোচর হইলে
 জানাইয়া প্রকাশ কার্যে সহানুভূতি করিবেন।

হেনমতে চলিলা দোলিয়া পূর্বদেশে ।
 ঢাকা নামে রাজধানী করিলা প্রবেশে ॥
 সেই দেশে অধিকারী হয়ত যবন ।
 তাবে উদ্ধারিমু করি প্রভুর হৈল মন ॥
 নুসিংহ দাসেরে কহে হও আশুয়ান ।
 খণ্ডি লইয়া যাহ তুমি রাজা বিচরমান ॥
 কহিবা আইলা গোসাঞিও গোড় দেশবাসী
 আসিবে তোমার স্থানে কীর্তন প্রকাশি ।
 আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি সেবক প্রধান ।
 খণ্ডি লইয়া উত্তরিল গিয়া চারিজন ॥
 আগেতে নুসি হ দাস নির্ভর অন্তর ।
 রাজার অগ্রেতে গিয়া কহিল সত্বর ॥
 গোড়দেশবাসী গোসাঞিও তোমারে কুপা
 করি ।
 আজ্ঞা পাঠাইলা শীঘ্র চল অগ্রসরি ॥
 এত কহি প্রাঙ্গণেতে নিশান স্থাপিলা ।
 দেখি সভাসদগণ স্তম্ভ প্রায় হৈল ॥
 শুনি রাজা কহে, “হাসি জুনিকাগণ ।
 হিন্দু আশা উখারিয়া বাহিরে তেড়ান ॥”
 আজ্ঞা মাত্র চারিজন চারি খণ্ডি ধরে ।
 অ’অ শক্তি যত দিয়া টানাটানি করে ॥
 ছাড়িয়া যাইতে পারে না পারে তুলিতে ।
 জড় প্রায় রহে কিছু না পারে বলিতে ॥
 অষ্টজন অ’সি তবে পুনহ ধরিল ।
 তাহার তেমতি রহে মৃত্যু প্রায় হইল ॥
 বলিষ্ট যবন শত শতক আনিয়া ।
 বহু দস্ত করি তারা ধরিল আসিয়া ॥
 পরশিবা মাত্র সবার হস্ত রহে লাগি ।
 আর কত দুষ্টগন দূর হইতে ভাগি ॥
 যৈহে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র মায়া কৈল ।
 সপ্ততাল অগ্নি হেন জ্বলিত হইল ॥
 কেহ ভাহে পুড়ি মরে কেহ শীতে কাঁপে ।

নাড়া সব প্রাচীর লজ্জিল এক লাফে ॥
 কতদূর যাই বৈসে উচ্চ টুঙ্গি পরে ।
 কৌতুক করিয়া সব মূত্র ত্যাগ করে ॥
 মুষল ধীরাতে মূত্র সবে ছাড়ি দিল ।
 মহাশব্দ হই সহর ভাসিয়া চলিল ।
 বহিয়া চলিল ঢাকা সহর চত্বরে ।
 তবে যাই প্রবেশ করিলা রাজ ঘরে ।
 ঘর পড়ে দ্বার পড়ে পড়ে তটালিকা ।
 ‘ত্রাহি ত্রাহি’ করি সবে মরে নাগরিকা ।
 রাজা স্তম্ভ বসি উচ্চ সংহাসনে ।
 ‘বুজুকী গোসাঞি’ বলি ভাবে মনে মনে ।
 রাজা বলে বিনি মেঘে পানি কোথাকার ।
 বহিয়া আইসে দেখি লেহ সমাচার ॥
 হেনকালে খবর হইল তথা আসি ।
 ফাকিরের মূত্রেতে সহর যায় ভাসি ।
 ইহা শুনি চমৎকার হইল রাজন ।
 যশনিক ভাষাতে স্মরে নবায়ন ॥
 তন্তুপূরে শ্রীলোক অন্ত ব্যস্ত বাহিয়ার ।
 ডুবিলু ডুবিলু’ বলি করে হায় হায় ।
 ধাঞা ধাঞা বহিয়ার কহে এই বাত ।
 কোথা হইতে এত পানি হইল অকস্মাৎ ॥
 সুবুদ্ধি দেওয়ান কহে এ গজপ গোসাঞীর
 সাবধান হও নহে হইবে আর ফের ॥
 ব্যস্ত হইয়া রাজা যায় পদব্রজে চলি ।
 রাখহ গোসাঞিও মোরে এই বোল বলি ॥
 গলায় কুটার বান্ধি জোড় হাত হই ।
 নুসিংহ দাসের আগে পড়িলেক যাই ॥
 বক্ষ বক্ষ মূত্র জনে জীন্দাপীর তুমি ।
 কুপা করে গোসাঞিও কি স্তব জানি আমি
 তোমার গোদাঞিও কোথা দেখাহ আমারে
 য়েচ্ছ অধম দেখি কুপা কর মোরে ॥

যেছে অবজ্ঞা করি অহঙ্কার কৈল ।
 উচিৎ তাহার শাস্তি সকল হইল ॥
 অবশেষ প্রাণ আছে ক্ষম অপরাধ ।
 অনুগ্রহ করি মোরে করহ প্রসাদ ।
 শুনিয়া নৃসিংহ দাস হৈল কুপাময় ।
 আশ্বাস করিয়া তারে করিল নির্ভয় ॥
 দৈন্ত্য দেখি নৃসিংহ দাস কহিতে লাগিল।
 চিন্তা নাই কৃষ্ণ তোরে অনুগ্রহ কৈল ॥
 তুমি আইন মোর সঙ্গে বলি হরি হরি ।
 শুনিলে চাহিবে প্রভু কুপা দৃষ্টি করি ॥
 কৃষ্ণ নাম প্রিয় প্রভু বীরচন্দ্র রায় ।
 সর্ব অপরাধ ক্ষমে যেই কৃষ্ণ গায় ॥
 দস্ত ত্যগ করি দূরে রহিবে পড়িয়া ।
 আমি কুপা করাইব চরণে ধরিয়া ॥
 প্রভু আছেন স্নানকৃত্য করি সমাপন ।
 দূরে থেকে সেই স্নেহ করে দরশন ॥
 শ্যামসুন্দর পীতবাস অষ্টভুজ ধরি ।
 শঙ্ক চক্র-গদা পদ্ম চারিহস্তে করি ॥
 দুইহস্তে দেখে প্রভু মহাগাণ্ডীব বান ।
 দুইহস্তে কর ধরি জপে কৃষ্ণ নাম ।
 পরিষদগন দেখে মহাঅস্ত্র ধারি ।
 আজানু লম্বিত ম'লা সবা'কার কঠোপরি
 সবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে 'হরি রাম রাম' ।
 কোটি চন্দ্র সূর্য্য জিনি তেজ অনুপাম ॥
 আপনার পীরদেখে চরনের তলে ।
 নিজ শাস্ত্র ছাড়ি সব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥
 চমৎকার হইয়া রাজা কহে মন কথা ।
 এইত গোসাগ্রিও ইথে নাহি অগ্নাথা ॥
 মোর মনে গর্ভ এই ছিল অতিশয় ।
 হিন্দু পীর হইতে মোর পীর শ্রেষ্ঠ হয় ॥
 এইত মোহার শাস্ত্র কোবানেতে কহে ।

তাহা দেখি সাক্ষাতে অগ্নাথা সব বহে ।
 মোর পীর শত শত লুঠে পদতলে ॥
 দেখিয়া স্নেহে রাজা বিশ্বয় মানিলে ॥
 হিন্দুপীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর সবার ।
 ঐছে স্নেহে রাজ মনে ভাবে আপনার ॥
 নৃসিংহ দাস দেখি প্রভু হাসি হাসি কয় ।
 কহ কহ দেখি এই কোন জন হয় ॥
 তিহ কহে প্রভু দেশের অধিপতি ।
 অনুগ্রহ কর ইহার যাউক কুমতি ॥
 প্রভু স্থানে উহার হইয়াছে অপরাধ ।
 সকল ক্ষমিয়া প্রভু করহ প্রসাদ ॥
 হাসি প্রভু তারে কৈল শুভ দৃষ্টিপাত ।
 দণ্ডবত করি রাজা করে জোড় হাত ॥
 নিবেদন করে রাজা ত্যাজি স্ব-স্বভাব ।
 এইমত যাহা হয় দাসের শ্রভাব ॥
 ইহাতে মালুম হইল তুমি যে গোসাগ্রিও ।
 সকল তোমার হয় আত্মপর নাই ॥
 তুমিত সাক্ষাত পীর দেখিনু সাক্ষাতে ।
 তুমি বহি দ্বিতীয় আর নাহিক জগতে ॥
 তুমি জগতের নাথ মনুষ্যরূপ ধরি ।
 পতিত দুর্গত জনে শুভ দৃষ্টি করি ॥
 উদ্ধার করহ যত পতিত সংসার ।
 তুমার সে জীব তুমি গতি সবা'কার ॥
 মোহেন নিঘোঁন স্নেহে কৈল অঙ্গীকার ।
 ঈশ্বরের শক্তি বিনু অগ্নে নাহি আর ॥
 নিগ্রহের পাত্র আমি অনুগ্রহ করি ।
 চরন দেখুক সবে চল মোর পুরী ॥
 কহিয়া প্রভুরে নিল আপন নগর ।
 দিব্য বাসস্থান ছিল ব্রাহ্মণের ঘর ॥
 নবহর্মদর উচ্চ তাহার উপরে ।
 দিব্য খট্টা পাড়ি দিল বসিবার তরে ॥

সেই স্থানে গণসহ চৈতন্য বিজয় ।
 সগণ সহিত রাজা দাগুইয়া বয় ॥
 দরশন লাগি হৈল লোকের গহন ।
 উচ্চ স্থানে রহি প্রভু দিল দরশন ।
 কোটি কন্দর্প লাবণা শ্রভুর কলেবর ।
 'হরে কৃষ্ণ' নাম শ্রভুর জিহ্বায় নিরন্তর ॥
 যেই দেখে সেই বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি' ।
 হেনমতে উত্তম মধ্যম কৃপা করি ॥
 হিন্দুতে যবনে সব কৃষ্ণ নাম গায়
 হেন প্রভু বীরচন্দ্র করুণা হৃদয় ।
 নৃসিংহ দাসে লইয়া রাজা ঘরেতে চলিল
 আত্ম নিবেদন রাজা সকল করিল ॥
 নীচ জাতি মোর কোন অধিকার নাই ।
 শুনিয়াছি সকলের হৃদয়ে গোসাঞিও ।
 সকল গণনা মধ্যম যবন আছয় ।
 আমার কোরাণ তোমার পুরানেন্তে কয় ॥
 এত কহি বহুমূল্য বস্ত্র রত্নগন ।
 যোগ্য পাত্রের খরি কৈল তারে সমর্পন ॥
 চলিল নৃসিংহ দাস খণ্ডি উখাড়িয়া ।
 প্রভু আগে সব বার্তা কহিলেন গিয়া ।
 বজ্রত পাই প্রভু হাসিতে লাগিলা ।
 এই এক ঈশ্বরের অদ্ভুত যে লীলা ॥
 পুনঃ আসি রাজা শ্রভুরে কুনিশ করিল ।
 প্রভু কহে 'গণসহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল' ॥
 প্রভু মুখে শুনি বলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম' ।
 প্রভু বলে 'মুক্তি পাইলা তোমরা ভাগ্যা-
 বান' ॥
 এইমত প্রভু যবনেরে কৃপা করি ।
 গণসহ চলিলেন বলি হরি হরি ॥
 হেনমতে বঙ্গদেশ দলন করিয়া ।
 উত্তরে কুতার্থ কৈল প্রেমভক্তি দিয়া ॥
 বিদ্যা-সাধ্যা-ভক্তি-শক্তি যেই যাহা লয় ।

তাথে পরিহার মানি শ্রভুরে ভজয় ॥
 নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দিয়া ।
 তার লীলা-গুন শক্তি প্রকাশ করিয়া ॥
 রাধাকৃষ্ণ উপাসনা উপদেশ করি ।
 কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ধর্ম পরচারি ॥
 কলিযুগে কৃষ্ণ নাম বিনা ধর্ম নাই ।
 অনাস্বাসে মুক্তি পাবে কৃষ্ণগুণ গাই ॥
 এই মত প্রভু কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া ।
 পূর্ব উত্তর দেশ নিস্তার করিয়া ।
 হেন প্রভু বীরচন্দ্রের মহিমা কে জানে ।
 পাপীঠ অধম সব মিথ্যা করি মানে ॥
 কলিযুগে কিসের কৃষ্ণ অবতার ।
 কোন শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণ কলিতে বিহার ॥
 কল্পী অবতার মাত্র কলিশেষে জানি ।
 কৃষ্ণ অবতার কোন মিথ্যা সব বানী ॥
 উদর ভরন লাগি পাপিষ্ঠ সকল ।
 মিথ্যা নাট্য গীত সব প্রপঞ্চ কেবল ॥
 এ সব পাষণ্ডে সব বীরচন্দ্র রায় ।
 শক্তি সঞ্চারিয়া সবাষ সবার গোবিন্দ বলায়
 এইমত বিন্দুক পাষণ্ড যত ছিল ।
 নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য বলি কান্দাইল ।
 এ সকল কথা যেই শ্রদ্ধা করি শুনে ।
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পায় সেই সব জনে ॥
 মহাপ্রভু বীরচন্দ্র চরন করি আশ ।
 বংশ বিস্তার কহেন শ্রীবৃন্দাধন দাস ॥
 ইতি শ্রীনিত্যানন্দ শ্রভুর বংশ বিস্তারে
 মধ্য
 লীলায়াং পূর্ব দেশ ভ্রমন উত্তর দেশ
 প্রবেশ নাম
 সপ্তমঃ স্তবকঃ ॥

অষ্টম স্তবক

নিত্যানন্দমহং বন্দে কলস্থিত মুক্তিকং ।
তরেং সংসার ঘোরাবিধং যত পদাশ্রয়
বির্ঘাত ইতি ॥

জয় জয় বলদেব নিত্যানন্দ রাম ।
কৃপা কর ক্ষুদ্রি হও তোমার গুণ নাম ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মোর করুনা নিদান ।
অগতির গতি লাগি কৈলা প্রেমদান ॥
উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার ।
শৈব-শাক্ত-কর্ম্মী- যাগী ভিন্ন আচার ॥
মণ্ড-মাংস-মংস্র-মর্গ মালাতে সাধন ।
কামিঙ্কাব্রত মহীপালের জাগরণ ।
যোগীপাল ভোগীপালের যাত্রা মহোৎসব
ভোট কমল চর্চাদি পরিধান সব ॥
সেই সব লোক হরি সঙ্কীর্তন করে ।
নিতাই চৈতন্য বলি ডাকি উঠে স্বরে ॥
বাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন করয়ে ভঞ্জন ।
হেন প্রভু বীরচন্দ্র করিল শাসন ॥
এমন করুনাময় বীর অবতার ।
হুষ্ট দ্বৈতী যবন যতেক কদাচার ॥
অ জন্ম স্বভাব ত্যজি কৃষ্ণ গুণ গায় ।
হেন আকর্ষণ করে বীরচন্দ্র রায় ।
কৃষ্ণনাম ভক্তি দিয়া করিল নিস্তার ।
এছে মহাপ্রভু বীরচন্দ্র অবতার ॥
কিরীটের বানসম মোহে এককালে ।
একত্রে বাঞ্ছিল প্রভু করুনার জালে ॥

শক্তি সৌন্দর্য্য কারুণিক গুণ তার ।
পরম্পুর স্বাকার মন আকর্ষণ ॥
মহানন্দাধারে এক 'মালদহ' গ্রাম ।
কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে করিলা বিশ্রাম ॥
গৌড়েশ্বর রাজার সে অধিকার হয় ।
বহু ভাগ্যবন্ত লোক তাহাতে বৈসয় ॥
দর্শন করিয়া সবে হয় চমৎকার ।
ভব্য লোক বহে এই সাক্ষাত শৃঙ্গার ॥
কেহ বলে মুক্তিমন্তু সাক্ষাত ঈশ্বর ।
মহাতেজময় দেখি বাহির অন্তর ॥
কি সুন্দর মুখপদ্ম কি সুন্দর হাস ।
সর্বলোক মোহ পায় দেখিয়া প্রকাশ ॥
কেহ কহে করুনার মুক্তিমন্তু হইয়া ।
কাজ্জালে কুতার্থ করে প্রেমধন দিয়া ॥
আর এক আশ্চর্য্য দেখয়ে প্রকাশে
যেই দেখে কৃষ্ণ নাম জিহ্বাতে আইসে ॥
যবন দেখিয়া আসি কুনিশ করয়ে ।
নিজমত ছাড়িয়া ও সে কৃষ্ণ বলয়ে ॥
প্রতিদিন ঘরে ঘরে করে মহোৎসব ।
সর্বলোক ঐকান্তিক হইল বৈষ্ণব ॥
স্বর্ণ মুদ্রা রত্ন বস্ত্র অশ্ব দোলা দিয়া ।
সর্ব লোক পূজা কৈল চরনে পড়িয়া ॥
একদিন প্রভু এক ভাগ্যবন্ত ঘরে ।
সকল বৈষ্ণব মেলি সঙ্কীর্তন করে ॥
হেনকালে মেঘ আরম্ভিল চতুর্ভিতে ।
নগরিয়া লোক অসন্তোষ হইল চিত্তে ॥
অন্তর্যামী জানিলেন সবার বাঞ্ছিত ।
আমার কীর্তনেতে সবার হইল প্রীত ॥

১) মালদহ গ্রাম - মালদহ উত্তর বঙ্গে মালদহ জেলায় অবস্থিত । হাওড়া ফারাক্কা রেলপথে ফারাক্কার কয়েক ষ্টেশনের পরবর্তী মালদহ টাউন ষ্টেশন ॥

ঝড় বৃষ্টি আইসে দিক অন্ধকার করি।
 দেউটি নিভায় যত জ্বলে সারি সারি।
 দেখি শ্রভু উর্দ্ধমুখে কহেন ঠাকিয়া।
 বাড়ির বাহিরে তুমি বরিষহ গিয়া।।
 লোকানন্দ ভঙ্গ হইলে ইথে কোন সুখ।
 সাধুর স্বভাব হয় পর ছেথে ছুখ।
 আজ্ঞা লজ্জিবেক হেন শক্তি আছে কার
 অজ্ঞভবাদিক আজ্ঞাকারী দাস যার।।
 এতেক নিবৃত্তি ইহ বধে চারিদিকে।
 বাড়ীর ভিতরে ঝড় বৃষ্টি নাহি লাগে।
 অগ্নিন্দে বৈষ্ণব সব করয়ে কীর্তন।
 হরি হরি বলে সব আনন্দিত মন।
 গোসাঞির শ্রভাব দেখি লোক স্তব্ধ হয়
 ঘন ঘন উচ্চ হরি ধ্বনি যে করয়।।
 বাড়ীর ভিতরে যেন মহাদীপ জ্বলে।
 দনা মৃগমদ কস্তুরির গন্ধ চলে।।
 চন্দন কাশ্মীর পুষ্প উর্দ্ধ হইতে পড়ে।
 শ্বেত সুগন্ধে মন্দ পবন সঞ্চাবে।।
 কীর্তনের ধ্বনি শুনি সর্বদেবগনি।
 সৌগন্ধিত পুষ্প বৃষ্টি কৈলা ততক্ষন।।
 কৃষ্ণ শ্বেমানন্দে কাহার বাহু নাট।
 হেন লীলা হবে শ্রভু বীরচন্দ্র গোসাঞিও
 প্রহবেক বৃষ্টি হইল বাড়ির বাহিরে।
 প্রান্তর চত্বর পরিপূর্ণ জল ভরে।।
 কীর্তনের রাখিয়া শ্রভু বিশ্রাম করয়।
 চারি দণ্ড কীর্তনের প্রতিধ্বনি রয়।।
 প্রকট করিল শ্রভু এমন শ্রভাব।

দরশনে দূরে গেল আজন্ম স্বভাব।।
 যে দেখয়ে সেই বলে কৃষ্ণ হরি হরি।
 উত্তম মধ্যমে সবায় আকর্ষণ করি।।
 রামকেলি হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
 সে আইল শ্রভুর করিতে নিমন্ত্রন।
 হস্তীরথ অশ্ব দোলা অনেক আইল।
 দূরে রাখি পদব্রজে শ্রভু পাশে আইল।।
 এক বিপ্র সঙ্গে মাত্র গ্রাম্য লোক যত।
 দূরে থাকি দণ্ডবৎ করে শত শত।।
 শ্রভু কহে ইহ কোন ভাগ্যবান হয়।
 আইস আইস করি সব বৈষ্ণব কহয়।।
 শ্রভুকে জানায় ইহ রাজার উজির।
 কেশব ছত্রীর পুত্র পণ্ডিত গম্ভীর।।
 নিকট আইসহ বলি শ্রভু আজ্ঞা কৈলা।
 ভীত হইয়া দুর্লভ ছত্রী নিকটে আইলা।
 শ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি হইলা বিস্মৃতি।
 পূর্বে যেন দেখেছিল গৌরাজ মূর্তী।।
 সেইমত দেখিলেন সকল লক্ষন।
 তেঁহত সন্ন্যাসী ইহার ত্রিকচ্ছ বসন।।
 দরশন করি মনে হইয়া চমৎকার।
 আপনার নয়নে করিল পুরস্কার।।
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরনের তলে।
 মূহ মূহ করি আশ্র পরিচয় বলে।
 পূর্বে শ্রভু আগমন করিলা রামকেলি।
 শ্রীরূপ সনাতন আর মোর পিতা মেলি।।
 কুতার্থ হইল তারা করি দরশন।
 পঞ্চত পৃথাস্ত পিতা করিল স্মরন।।

১) পূর্বে শ্রভু আগমন—১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৫ খৃ:) বৃন্দাবন যাত্রা উদ্দেশে

শ্রভু গৌড়দেশ আগমন করতঃ পানিহাটা-কুমারহাট্ট-শান্তিপুর হইয়া রামকে-
 লিতে গমন করেন। সে সময় রূপ সনাতন গোপনে শ্রভুর সহিত মিলিত হন।
 তৎকালীন ঘটনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে।

পিতা স্থানে শুনি মোর মন লুক্ক ছিল ।
 গভ নিশির শেষে এক সুশ্রু দেখিল ॥
 কমল নয়ন দীর্ঘ বাহু ভুজ স্কন্ধ ।
 পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া সে হাশ্র মন্দ মন্দ ॥
 আমারে कहিল অতি মধুর বচন ।
 আজন্ম বাঞ্ছিত তোর করিব পূরন ।
 আমার দর্শন লাগি ভাবহ অন্তরে ।
 তোরে কুপা করিয়া আইনু তোর ঘরে ॥
 স্বচ্ছন্দে করহ তুমি আমার দর্শন ।
 শ্রবন পূরিয়া শুন আমার কীর্তন ॥
 এত कहি মোরে শুভু কৈল অন্তর্দান ।
 তদবধি আমার বিকল হয় প্রাণ ॥
 বিষয়ী পামর মুই এত কুপা করি ।
 নিকটে আনিলে মোরে কুপারজু ধরি ॥
 তুমিত চৈতন্য সাক্ষাত তুমি নারায়ণ ।
 তুমি রামচন্দ্র তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥
 তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি হনুধর ।
 ত্রিজগৎ পালক তুমি, তুমি সর্বাপর ॥
 কলিকালে এত কুপা করিলে জীবেরে ।
 দর্শনে কুতার্থ করিলা ঘরে ঘরে ॥
 এত कहি চরনে পড়িল লোটাইয়া ।
 আশ্রসাৎ কৈল শুভু শ্রীচরণ দিয়া ॥
 বিনতি করিয়া পুনঃ তল্লভ সজ্জন ।
 আজ্ঞা হয় মহোৎসব করিতে হয় মন ॥
 হাসিয়া কহয়ে গোসাঞি এত আয়ো ভাল
 উচ্চ করিয়া সবে হরি হরি বল ॥
 তুল্লভ কুতার্থ হইয়া চলিল নগরে ।
 পসারির স্থানে দ্রব্য আয়োজন করে ॥
 দধি দুগ্ধ চাঁচি ছানা ঘৃত চিনি গুড় ।
 মণ্ডা মনহরা পেড়া আনিল প্রচুর ॥
 খাজা ক্ষিরিশা গঙ্গাজলি খণ্ডসার ।

চিনি ফেলি নবাত সর্করা আদি আর ॥
 আত্র কাঁঠাল নারিকেল কদলক ।
 বাদাম ছোঁহরা দ্রাক্ষা খজুর অনেক ॥
 ভারে ভারে চালাইলা মহানন্দ তীরে ।
 দিব্য নারিকেল আত্র বাগান ভিতরে ॥
 শত শত লোক তাহা কোদাল লইয়া ।
 স্থান সংস্কার করে সুন্দর করিয়া ।
 শত শত নবঘট পুরি গঙ্গাজলে ।
 বারে বারে আনি স্থান জালিল সকলে ॥
 বাজারে কিনিয়া নিল পসারির স্থানে ।
 যার যাহা ইচ্ছা তাহা করেন ভোজনে ॥
 এত বলি মুদ্রা দিল পসারির হাতে ।
 গ্রহণ করিল সব নোয়াইয়া মাথে ॥
 আজ্ঞা দিল উত্তম সামগ্রী কর সবে ।
 পশ্চাৎ পাইবা মুদ্রা যত কিছু হবে ॥
 যে আজি মাগিবে যাহা তাহা দিব আমি
 ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিবা তুমি ॥
 যার যেই ইচ্ছা থাকে তাতে তত দিব ।
 যে চাহিবে তা দিবা অক্ষথা নাহি হবে ॥
 পসার চলহ সবে বাগানের ধারে ।
 শ্রীলোকে দোকান কর দুয়ারে দুয়ারে ॥
 দর্শন লাগি যত যাত্ৰিক অসিবে ।
 যার যত ইচ্ছা লউক প্রদান করিবে ॥
 যে বলিবে না পাইলাম তাতে দণ্ড দিব ।
 সর্বস্ব লইয়া দেশ হইতে নিকলিব ॥
 এ আজ্ঞা শুনিয়া সবার অন্তরে হইল ভয়
 যেই যাহা চায় তাতে ততক্ষমে দেয় ॥
 কাজালী ছুঁধিনী যত খাইয়া লইয়া ।
 হরি বোল হরি বোল বলে আনন্দ হইয়া
 সবে বলে ধন্য ধন্য গোসাঞি মহাপ্রভু ।
 এমন দয়াল ঠাকুর না পাইমু কভু ॥

କେହ ବଳେ ହେନ କୀର୍ତ୍ତିକଭୁ ନା ଶୁନିଲ ।
 କେହ ବଳେ ଈଶ୍ଵର ବା ବିଦିତ ହଇଲ ॥
 କେହ ବଳେ ମନୁଷ୍ୟତେ ଈହା ନାହିଁ ହସ ।
 କେହ ବଳେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରି ଜୟ ଜୟ ॥
 କେହ ବଳେ ଶୁନିଯାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବତେ ।
 ସୃଷ୍ଟିର ରାଜା କରି ଢିଲା ହେନମତେ ।
 ହେନମତେ ସର୍ବଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଷା ।
 ନାଚେ ଗାୟ ହ ବ ବଳେ ବଦନ ଭରିଷା ।
 ଏହିମତ ନିୟୋଜିତ କରିଷା সকଳେ ।
 ଫେମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଇଷା ଶ୍ରୀ ପାଶେ ଚଳେ ॥
 ଶ୍ରୀଭୁ ସଙ୍ଗେ ସୁପକାର ଯତେକଳ୍ପିରାଜ୍ୟ ।
 ସ୍ନାନ ପୂଜା କରି ସାବ କବିଳ ଗମନ ॥
 ଶ୍ରୀସ୍ତୁତ କବିଳ ନିଜ ନିଜ ଆସୋଜନ ।
 କୀର୍ତ୍ତନୀୟାଗନ ଆରମ୍ଭିଲ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ॥
 ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଏହି ମାତ୍ର ଶୁନି ।
 ସ୍ଵର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବେ ଦିଲ ହରି ହରି ଧ୍ଵନି
 ଆନନ୍ଦେ ମଞ୍ଜଳ ଧ୍ଵନି ଉଠିଲ ଗଗନେ ।
 ନେତ୍ର ଭରି ଲୋକ ସବ କରେ ଦରଶନେ ॥
 ଶ୍ରୀଚରଣ ବିଜୟ ମହୋତ୍ସବ ଅଧିଷ୍ଠାନ ।
 ଆପାମର ସେହ କରେ ହରିଜନ ଗାନ ॥
 କି ଆନନ୍ଦ ହଇଲ ସେହି ମାଳଦହ ଗ୍ରାମେ ।
 ସବେ ବଳେ ପାଟିରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁକ୍ତି ଧାମ ॥
 ତେନ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କବିଳା ବୀଚକ୍ଷ୍ମ ।
 କୋଟି କୋଟି ଲୋକ କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକ ହେନ ସୁଧ ଦେଖିଷା କୀର୍ତ୍ତନ ।
 ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାଗନ କରିଳା ଗମନ ॥
 ନବରୂପ ଧରି ସବେ ନିଜଗନ ଲଈଷା ।
 କୀର୍ତ୍ତନ କରେନ ସବେ ହରି ବୋଲ ବାଲିଷା ॥
 ନାଗଲୋକ ଲଈଷା ସବେ ବାସୁକୀ ଚାଲିଲା ।
 ଦେଖି ଗୌର ବୀରଚକ୍ଷ୍ମର ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଲୀଳା ॥
 ନବରୂପ ଧରି ସବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତ ।

'କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ ହରି ଜୟ ଜୟ' ॥
 ଦେବଲୋକ ନରଲୋକ ନାଗଲୋକ ମେଲି ।
 ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରେ ହି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବାଲି ॥
 ହେନ ଲୀଳା ପୃଥିବୀତେ କରେ ଗୌର ରାସ ।
 ବୀରଚକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ପୁନଃ ଫେମେତେ ଭାସାସ ॥
 କେ ଜାଣେ ଈଶ୍ଵର ଲୀଳା କୋନମତେ କରେ ।
 କେବା ଈଶ୍ଵରର ବେଢ଼ା ବୁଝିବାରେ ପାରେ ॥
 ପୂର୍ବେ ଯେନ ସୁଧ ହଇଲ ନବଧୀପ ପୁରେ ।
 ମାଞ୍ଜୁପାଞ୍ଜେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ କୈଳ ବିଶ୍ଵନ୍ତରେ ।
 ସେହି ସବ ସୁଧ ହଇଲ ମାଳଦହ ଗ୍ରାମେ ।
 କେ କହିତେ ପାରେ ଈହା ତାର କୁପା ବିନେ ॥
 ଯେ ଲୀଳା କବିଳା ବୀରଚକ୍ଷ୍ମ ନିଜଂଗୁନେ ।
 ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲୁ ତାହା ଦିଗ ଦରଶନେ ॥
 କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆସୋଜନ ଦେଖି ଆସ ।
 ହାମେ ଶ୍ରୀଭୁ ବୀରଚକ୍ଷ୍ମ ଜଗତେର ସାର ॥
 ଶ୍ରୀଭୁ ଆସୋଜନ ଦେଖି ସମ୍ପୃଷ୍ଟ ହଇଳା ।
 କୃଷ୍ଣେ ନିବେଦନ କରି ମହାପ୍ରସାଦ କୈଳା
 ସେହି ପ୍ରସାଦ ଲାଭେ ଗେଲ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ।
 ଯା'ର ଯାତ ଇଚ୍ଛା ବସି କରାନ୍ତ ଷ୍ଟେଜନେ ॥
 ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଅବଶେଷ ପାତ୍ର ପାହିଲ ।
 ସଂକ୍ଷେପେ ନିମନ୍ତେ ବସନେ ବାନ୍ଧି ନିଲ ॥
 ଦୁହି ସହସ୍ର ଯୁଦ୍ଧା ଆର ଲୁବ୍ଧ ସହସ୍ର ।
 ଉଦ୍ଧବେର ଅନ୍ଧ ଦୁହି ବହୁବିଧ ବନ୍ଧ ॥
 ମହେ ଚରଣ ସ୍ଥାନ ଦେବତ୍ର ପାଟ୍ଟା ଖିଧି ।
 ଗଲେ ବନ୍ଧ ଦିଆ ପଡ଼େ ଶ୍ରୀଭୁ ପାଶେ ଗାଧି ।
 ତାରେ କୁପା କରି ଶ୍ରୀଭୁ ଅଜ୍ଞୀକାର କୈଳା ।
 ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଇଲ ବାଲି ବୈଳା ॥
 ସେହି ହଇତେ ଶ୍ରୀପାଟ ହଇଲ ମାଳଦହ ।
 ଏମତ କରିଲ ବୀରଚକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଗ୍ରହ ॥
 ତା'ରେ ବିଦାୟ ଦିଆ ଶ୍ରୀଭୁ ପାଟାହିଲ ଘରେ ।
 ଯାତ ଦେଶ ଚାଲିବାରେ ହଇଲ ଭିଂପାରେ ॥

পথে নানা মত জনে প্রেমদান করি ।
 ক্রমে ক্রমে আইলেন একচক্রে পুরী ॥
 নিত্যানন্দ প্রভুর সে জন্মস্থান হর ।
 দেখি দণ্ডবৎ করি হৈল প্রেমোদর ॥
 শ্রীবন্ধিমদেব দেখি প্রেমানন্দ হইলা ।
 দণ্ডবৎ করি বহু স্তব স্তুতি কৈলা ॥
 কিবা সে মুরলী মুখ ভঙ্গি কি সুন্দর ।
 সাক্ষাৎ দেখয়ে যে ব্রজেন্দ্রকুমার ।
 প্রেমে পূর্ণ হইলা প্রভু বাহু পাসরিয়া ।
 হা হা প্রাননাথ কৃষ্ণ বলিয়া বলিয়া ॥
 নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ বলি ক'য়ে ছন্দার ।
 তা হা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর কুমার ॥
 কদম্ব কেশর অঙ্গ নৈত্রি অশ্রুধারে ।
 কেবল বলয়ে প্রভু কৃষ্ণ হবে হবে ॥
 বহুক্ষণে হইলেন আপনে সৃষ্টির ।
 মূঢ় মূঢ় কহিলেন বচন সুধীর ॥
 আর্জ উপাস কর এই তীর্থ স্থলে ।
 মহামহোৎসব কালি করিব সকালে ॥
 আচ্ছা শিরোধার্য্য করি সব ভক্তগন ।
 কীর্ত্তন করিয়ে ধ্বনি পরশে গগন ।
 পূর্ক-উত্তর প্রবাসেব যত মূঢ়া ছিল ।
 সব ব্যস্ত করি স্রব্য আয়োজন কৈল ॥
 প্রাতে উষ্ণি বিশ-ত্রিশ পাচক ব্রাহ্মণ ।
 শাক সুপ আদি অন্ন করয়ে বন্ধন ॥
 গৌরধূমের রুটি আদি যুত পকু যতো ।
 মধুকুলা পয়ঃকুলা ফলমূল কতো ।
 নব-মৃত কুণ্ডী আর জলের আধার ।
 কুম্ভকার আনিলেক শত শত ভার ॥
 নিচ্ছেদ অগ্রের খণ্ড কদলির পত্র ।
 ধৌত করি আনি লোক সহস্র সহস্র ॥
 গোময় লেপিত স্থান অতি মনোহর ।

মনোহর চন্দ্রাতপ তাহার উপর ॥
 আধারেতে নৈবেদ্য করিয়ে সারি সারি ।
 তাহার উপর দিল তুলসী মঞ্জরী ॥
 আপনার হস্তে প্রভু করিল নিবেদন ।
 শ্রীবন্ধীমদেব স্তবে করিল ভোজন ॥
 মহানন্দ প্রভু বীরচন্দ্র ভগবান ।
 আনন্দে বৈষ্ণব সব করেন কীর্ত্তন ॥
 ব্রাহ্মন মণ্ডলী বৈসে করিতে ভোজন ।
 মিষ্টান্ন পদান্ন নানাবিধ রসায়ন ।
 আপনার শ্রীহস্তে দিলেন সবাকারে ।
 পরিপূর্ণ হৈল আর নারে খাইবারে ॥
 গৃহস্থ বৈষ্ণব সব বৈসে এককালে ।
 পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে হরি বোলে ॥
 এই মতে মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ ।
 অত্মগন মিলিয়া পাইল প্রসাদ অন্ন ॥
 সেই ঐ ম তিনদিন করিলা বিশ্রাম ।
 বীরচন্দ্রপুর করি করিল আশ্রয়ান ॥
 এই মতে রাঢ় দেশ করিয়া ভ্রমণ ।
 চলিলেন শ্রীকুণ্ডল করিতে দর্শন ॥
 রাঢ়ে সে দেখিলেন কেহ নিত্যানন্দ বিন ।
 কেবল চৈতন্য নাম লয়েন বদনে ।
 নিতাই চৈতন্য বলি ডাকে সর্ব্বজন ।
 জন্ম শচীশু ৩ পদ্মাবতীর নন্দন ॥
 জন্ম নিত্যানন্দ জন্ম গৌরচন্দ্র ।
 ইহা বলি আর কিছু না জানে আনন্দ ॥
 রাখাকৃষ্ণ পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া ।
 রাখাকৃষ্ণ লীলা প্রেমরসেতে ডুবিয়া ॥
 রাখাকৃষ্ণ উপাসনা হরিনাম বিনে ।
 রাঢ় দেশের লোক আর কিছুই না জানে
 পূর্বে শাসন করিলেন প্রভু নিত্যানন্দ ।
 এবে প্রেমে ভাসাইল প্রভু বীর চন্দ্র ॥

প্রভু বীরচন্দ্রের লীলা অমৃতের সার ।
 শ্রদ্ধা করি গুনিলে হয় গৌর পরিবার ॥
 শ্রীজাহ্নবা নিত্যানন্দ চরন করি আশ ।
 বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস ॥
 ইতি শ্রীনিত্যানন্দ বংশবিস্তারে মধ্য
 লীলায়াং
 উত্তর দেশ ভ্রমণ নাম অষ্টম স্তবক ।

নবম স্তবক

জয় জয় নিত্যানন্দ অজভবাদি ঈশ্বর ।
 জয় মহাপ্রভু বীর করুণা সাগর ॥
 অশ্রুশৈল গতি নিত্যানন্দ চন্দ্রময়ী প্রভু
 যদিচ্ছয়া পামরোপি উত্তম শ্লোকমীযতে ॥
 মন নিতাই চৈতন্য বলি ডাক ।
 এমন দয়াল প্রভু আশ না পাইবে কভু
 হৃদয় কমলে করি রাখ ॥
 কিবাসে মধুর লীলা, নটন কীর্তন কলা,
 অতীব গম্ভীর অগতার ।
 আপনার গুণুধনে আনি মর্ডে করি দানে
 ত্রান কৈল এ তিন সংসার ॥
 পরশমনি গুনে, তুচ্ছ লাগে মোর মনে,
 লৌহ পরশিলে হেম করে ।
 নিতাই চৈতন্য গুনে গান কবে কত জনে
 বতন হইল ঘরে ঘরে ॥
 আমোদে বলিয়া হরি নাম সংকীর্তন করি
 তিনলোক করিল নিষ্কায়ে ।
 অস্পর্শ পতিত যত, গান করি অধিরত,
 কলিভব অনায়াসে তবে ।
 জয় নিত্যানন্দ রাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম,
 বলি প্রেমরসে পড়য়ে ঢুলিয়া ।

কহে বৃন্দাবন দাস; মনেতে রহিল আশ,
 বঞ্চিত রহিলু মুঞি অভাগিয়া ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দয়াময় ।
 যার নাম লবামাত্র সর্বসিদ্ধি হয় ॥
 হেন নামে মুঞি পাপীর নহিল বিশ্বাস ।
 না ছুটিল মন বিষয় সংসারের আশ ॥
 কি করিব কোথা যাব মন স্থির নয় ।
 নিতাই চৈতন্য গুনে মন নাহি রয় ॥
 এইবার করুণা কর নিতাই চৈতন্য ।
 তুমার নাম বিনে মুখে না বলুক অণু ॥
 তব লীলা গুন বিনে করুণা গুনয় ।
 তব স্বরূপ বিনে নেত্র অণু না দেখয় ॥
 হস্ত মোর তব সেবা পরিচর্যা করে ।
 বিষয় গরল যেন মনে নাহি করে ॥
 সর্বদা তোমার শ্রীচরণে মন রয় ।
 এই কুপা কর প্রভু হইয়া সদয় ॥
 এবে শুন বীরচন্দ্র প্রভুর লীলাগুন ।
 শ্রবনে কুভার্য হবে তাপ হবে নান ॥
 বাঢ়ে আসি বীরচন্দ্র করিল প্রবেশ ।
 গুনি মাত্র ভাজিছা চলিল সর্বদেশ ॥
 যে দেখিল একবার সদা জাগে মনে ।
 ঐ প্রভু আইল বলি চলে সর্বজনে ॥
 কেহ লয় দধি দুগ্ধ নাটিকেল কলা ।
 কেহ বস্ত্র কেহ বড় কেহ পুষ্পমালা ॥
 প্রভু পয়ে আসি পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ।
 প্রভু কবেন কুপা তই হস্ত তুলি ॥
 সবে কৃষ্ণ হরি বলি যাই নিজ ঘরে ।
 তোমা সবার কুপা করুন গৌর বিশ্বস্তরে ।
 আশীর্বাদ গুনিয়া সবার হয় সুখ ।
 নখন ভবিয়া দেখে প্রভুর শ্রীমুখ ।

কুণ্ডল দর্শন করি মহাপ্রভু বীর ।
 হা হা নিত্যানন্দ বলি হইলা অস্থির ॥
 কোথা গেলা হা হা প্রভু আমারে ছাড়িয়া
 হা কৃষ্ণ চৈতন্য বলি পড়িলা চলিয়া ।
 প্রেমের বিকার দেখি সর্ব্ব ভক্তগন ।
 নিতাই হৈতন্য বলি করে সঙ্কীর্তন ।
 জয় নিত্যানন্দ জয় জয় গৌরহরি ।
 সেই ধ্বনি কন'গত হইল শীঘ্র করি ॥
 উঠলেন গীরচন্দ্র লুঙ্কার করিয়া ।
 নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ চৈতন্য বলিয়া ॥
 নৃত্য করে সঙ্কীর্তন মধো বীর বায় ।
 চতুর্দিকে ভক্তগন হরিগুন গায় ॥
 এইমত সঙ্কীর্তন করি ততক্ষণে ।
 বাধিলা কীর্তন প্রভু ভক্তগন সনে ॥
 সর্ব্বলোক নিস্তারিলা সঙ্কীর্তন করি ।
 সবারে শিখান সদা বল 'কৃষ্ণ হরি' ॥
 দেখিয়া প্রভুর কুপা রাঢ় লোক যত ।
 নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র বলে অবিরত ॥
 দেখি শুনি প্রভু অতি প্রসন্ন হইয়া ।
 কহিলেন যাবো আমি গঙ্গাতীর দিঘা ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া সব ধরিলেন পথ ।
 প্রভুর যে ইচ্ছা সে সবাব অভিমত ।
 দ্রুত গতি যান প্রভু অশ্বৈতে চড়িয়া ।
 ছুড়ি হস্তে ভূতগন আগে যায় ধায় ॥
 পথি মধো দেখিলেন গতিরে আসিতে ।
 একপদ খঞ্জ আইসে চড়িয়া দোলাতে ॥

প্রভুকে দেখিয়া পথে দোলা নামাইল ।
 দূরে থাকি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ॥
 প্রভু অশ্ব পৃষ্ঠে শীঘ্র নিকটে আইল ।
 অশ্বৈতে বহিয়া তিন চাবুক মারিল ॥
 শ্রীবঘুনন্দনে' তুমি শুভ্র জ্ঞান করি ।
 উপাসনা না হইয়া গৃহে যাইছ ফিরি ॥
 এতেক শুনিয়া গতি হইল চমৎকার ।
 দণ্ডবৎ হই পদে পড়ে বায়ে বার ॥
 মনে মনে করে প্রভু অন্তর্যামী হই ।
 আমার মনের কথা হৃদয়ে জানই ॥
 জানিয়া প্রভুর তত্ত্ব মনে ভয় পাইয়া ।
 কহে গতি প্রভুঃ তুই চরনে ধরিয়া ॥
 যদি দণ্ড করি মোরে হইল কুপাবান ।
 মন্ত্র উপদেশ করি রাখ মোর প্রাণ ॥
 প্রভু তুষ্ট হইয়া তার হস্তেতে ধরিল ।
 পদ্য হস্ত তাহার মস্তকে ফিরাইল ॥
 সেইক্ষণে মন্ত্র দিয়া কৈলা আত্মসাৎ ।
 গতি কহে জন্মে জন্মে তুমি মোর নাথ ॥
 প্রেমধারা পড়িছে নয়ন বুক বহিয়া ।
 পাইলু পাইলু বলে তুই হাত তুলিয়া ॥
 পশ্চাতে সকল বৈষ্ণব আসি মিলে ।
 সব আসি বসিলেন বটবৃক্ষ তলে ॥
 তাহারা শ্রুধান ইহো কোন মহাশয় ।
 বিশেষ করিয়া প্রভু দেন পরিচয় ॥
 আমি যবে গিয়াছিলাম দক্ষিণ ভ্রমণে ।
 সেদেশে সক্ষাৎ হৈল শ্রীনিবাসের সনে ॥

১) বঘুনন্দন— শ্রীবঘুনন্দন শ্রীধনু নিবাসী শ্রীমুকুন্দ দাসের পুত্র ও গৌরপ্রিয় নরহরি ঠাকুরের আত্মপুত্র । তিনি পূর্ব্ব অবতারে কামদেব ছিলেন । ঠাকুর অভিধাম প্রদান করিয়া তাহার মহিমা বাক্ত করেন । তাহার শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রেম-বৈভবের বিচিত্র কাহিনী সর্বজনবিদিত ।

২) শ্রীনিবাস আচাৰ্য— শ্রীমথুহা প্রভুর প্রকাশ মূর্তিরূপে বর্ধমান জেলায় চাকুন্দীগ্রামে আবির্ভূত হন । পিতা শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচাৰ্য ও মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়া । পিতা আদর্শনে মাতাসহ জাজিগ্রামে মাতুলালয়ে আসিয়া অবস্থান করেন ।

গোপালভট্টের^৩ শিষ্য বৈষ্ণব অগ্রগণ্য ।
 নিত্যানন্দ চৈতন্য পদে ভক্তি অনন্য ॥
 তৈলঙ্গ দেশেতে এক ব্রাহ্মনের ঘরে ।
 তিনদিন^৪ কৃষ্ণ কথায় রহে একতরে ।
 প্রসঙ্গে পুছিল ব্যবহারের বিষয় ।
 আত্মোপাস্ত সমস্ত দিলেন পরিচয় ॥
 'চৈতন্যদাসের' পুত্র জাজিগ্রামে বাড়ি ।
 শ্রীধণ্ডের সরকার^৫ ঠাকুরের স্থানে বাড়ী ।
 তেহ মোরে কহিলেন দীক্ষার কারনে ॥
 শুনিয়া সন্তুষ্ট হই করিহু গ্রহনে ।
 দুষ্ট ব্রাহ্মণ বাক্যে মন ফিরি গেল ।
 ঠাকুর বা কি বলিব বড় লজ্জা হৈল ।

শুদ্র স্থানে শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ হইয়া ।
 শুনিয়া আমার মন গেল বিচলিয়া ॥
 সেইক্ষণে উঠিয়া করিহু পলায়ন ।
 পথে তীর্থ করিতে পাইহু বৃন্দাবন ॥
 শ্রীগোপালভট্ট গোসাঞি মোরে কুপা
 কৈল ।
 মন্ত্র দিয়া গ্রন্থ দিয়া গোড়ে পাঠাইল ।
 সম্প্রতি আছিলে গৃহী আশ্রমের মতে ।
 নিযুক্ত হইহু মাত্র বৈষ্ণব সেবাতে ॥
 সঙ্কল্প করিয়া মনে পাইতেছি ভয় ।
 সেবা চালাইবেক সন্তান নাহি হয় ॥
 এক খঞ্জ-অন্ধ কিবা কুমার দেন মোরে ।
 স্থাপন করিষে তবে সেবা করিবারে ॥

নবহরি ঠাকুরের নির্দেশে ক্ষেত্র গমন পরে পুনঃ ক্ষেত্র গমন, প্রত্যাবর্তন । গোড় দেশ ভ্রমণ অল্পে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সমীপে দীক্ষা গ্রহণ, শ্রীজীব গোস্বামী সমীপে শাস্ত্রাধ্যয়নে আচার্য উপাধি লাভ । ভক্তি গ্রন্থ লইয়া গোড়ে আগমন, বিষ্ণুপুরে বীর হাঙ্গীর কর্তৃক গ্রন্থ অপহরণ । পরে বীর হাঙ্গীরের উদ্ধার, বিষ্ণুপুর ও জাজিগ্রামে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার ও গৌরান্দের বিশ্বুদ্ধ ভক্তিশর্মের প্রবর্তন করেন । শ্রীনিবাস আচার্যের দুই পত্নী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা । শ্রীসুধরী দেবী ও শ্রীগৌরাজ শিষ্য নামে দুই পত্নী, বৃন্দাবন আচার্য্য বধাক্ষয় আচার্য্য ও গোবিন্দ গতি নামে তিন পুত্র এবং হেমলতা ঠাকুরাণী ও কাঞ্চন লতিকা ঠাকুরাণী নামে তিন কন্যা ।

৩) গোপালভট্ট শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর, ছয় গোস্বামী একজন, তিনি পূর্ব অংশে বে ব্রজ শ্রীধন মঞ্জরী ছিলেন । তিনি দক্ষিণাত্যবাসী বেচট ভট্টের পুত্র । ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তাহার জেঠা ও কাকা ছিলেন । শ্রীমুহু প্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ কালে তাহার গৃহে চতুর্শস্য স্থাপন করেন । সে সময় শিশু গোপালভট্ট প্রভুর সেবা করিয়া কুপার ভাজন হন । তিনি প্রভুর আদেশ মত পরবর্তী কালে সস্ত্রীক পিতা জেঠা কাকার মুহার পর উদাসী হইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন । শ্রীমুহুপ্রভু অম্বরে জানিয়া ক্ষেত্র হইতে ডোর কোপীন ও আসন প্রেরণ করেন । তিনি কপসনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে অবস্থান করতঃ প্রভু প্রদত্ত দ্রব্য শিরধারন করিয়া প্রভুর নির্দেশিত কার্য সম্পাদনা করিলেন । শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদি তাহার প্রেম গুণের কীর্তির নিদর্শন ।

৪) তিনদিন একতরে পঠানুর মোরে ভক্তি কৈলা অতি করিয়া সংকারে ।

৫) চৈতন্যদাস—চৈতন্যদাস চাকুন্দী গ্রামবাসী । তাহার নাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য শ্রীমুহুপ্রভুর কাটোয়ার সন্ন্যাসলীলা দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হন । এবং পাগল প্রায় চৈতন্য চৈতন্য বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তাহার এই ভাব দর্শন করিয়া গ্রামবাসী তাহার নাম চৈতন্যদাস রাখেন । তদবধি তিনি চৈতন্যদাস নামে প্রসিদ্ধ হন । তাহারই স্মরণার্থে পুত্র শ্রীগৌরাজ প্রকাশ যুক্তি শ্রীনিবাস আচার্য্য ।

৬) শ্রীধণ্ডের সরকার ঠাকুর—সরকার ঠাকুর বলিতে শ্রীধণ্ডের নবহরি দাস ঠাকুর ব্যাখ্য । তিনি পূর্ব অরতাবে শ্রীমধুগতী সখী ছিলেন, শ্রীগৌরাজ পার্শদ ।

আমি কৈনু অবশ্য সন্তান হবে তোর । বনভূমে প্রবেশ করিয়া বীরচন্দ্র ।
 তোমার পত্নীরে আন বিচ্যমান মোর ॥ মনোহর স্থান দেখি হৃদয়ে আনন্দ ॥
 তবে তার পত্নী আসি প্রণমিল মোরে । নদীর নির্মল জল নির্জন দেখিয়া ।
 চবিত তাঞ্চুল ধর বলিহু তাহারে ॥ এই স্থানে স্নানকৃত্য করিব বলিয়া ॥
 তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল । যান ছাড়ি বসিলেন আত্মব্রজ তলে ।
 অধর তাঞ্চুল আমি তার হস্তে দিল ॥ বিশ্রাম নিশান শিঙ্গা বাজে এককালে ॥
 কৃতার্থ মানিয়া সেই খাইলাধরামৃত । নদী পার নিকটস্থ এক মহাশয় ।
 আমার প্রসঙ্গে গর্ত হইলা ত্বরিত ॥ পরমেশ্বর দাস মল্লিক তার নাম হয় ॥
 তাহা হইতে জন্মিল এই তাহার সন্তান । নিত্যানন্দগণ তেঁহো সবংশ সহিতে ।
 মোর অনুগ্রহ পাত্র কহিহু বিধান ॥ স্ত্রিয়া আইলা তেঁহো অতি হরষিতে ॥
 স্ত্রিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দিত হইল । প্রভূপদে পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া ।
 'গৌরবের পাত্র' বলি এই বোল বৈল ॥ 'নিত্যানন্দ' বলি কান্দে চরণে ধরিয়া ।
 গতি কহে গোসাঞির চরণে ধরিয়া । 'বাপ নিত্যানন্দ' মোর পতিতের প্রাণ ।
 এদেশে আইলা প্রভু কুপালু হইয়া ॥ মো হেন পতিত জনে করিলেন ত্রাণ ॥
 কহিতে সমর্থ নাহি মনে বাঞ্ছা হয় । পুনবার না দেখিহু সে চন্দ্র বদন ।
 মোর গৃহে করুন শ্রীচরণ বিজয় । প্রভু বিনে রহিয়াছে পাপিষ্ঠ জীবন ॥
 ভক্তাধীন ভক্তবাক্য অঙ্গীকার কৈলা ॥ এতবলি কান্দে ধরি প্রভুর শ্রীচরণে-
 চলিব বলিয়া তারে এই বাক্য বৈলা ॥ বীরচন্দ্র আরে বাপ লইহু স্মরণে ॥
 সেদিন রহিলা কোনও ভাগ্যবান ঘরে । তুমি নিত্যানন্দ তুমি শচীর কুমার ।
 এ মত কৃতার্থ হৈল সবে পরম্পরে ॥ তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু জগতের সার ।
 বনভূমি' যাইতে গ্রামে গ্রামে মহোৎসব । এ হেন নিবিণ্ডা মোরে দর্শন দিয়া ।
 কত কত লোক হৈল পরম বৈষ্ণব ॥ কৃতার্থ করিলে পুনঃ কুপাত্র' হইয়া ॥
 সঙ্কীর্ণন ধর্ম প্রভু সবাৰে শিখাই । এইমত কান্দে মল্লিক প্রেমে স্থির নয় ।
 কলিকালে আর কিছু ধর্ম কর্ম নাই ॥ দেখি চমৎকার বীরচন্দ্র মহাশয় ॥
 ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম । প্রভু কুপাপাত্র জানি প্রেমে পূর্ণ হৈলা ।
 ইহা হইতে সত্য সত্য যাবে কৃষ্ণধাম ॥ 'হা হা নিত্যানন্দ' বলি কান্দিতে লাগিল ॥
 সবাৰে সমান ভাব অতিথি সেবন । কুপায় কমল আঁখি করুণা করিয়া ।
 গৃহস্থের এই ধর্ম কর সর্বক্ষণ ॥ উঠাইয়া নিল প্রেম আলিঙ্গন দিয়া ॥
 পাইয়া প্রভুর শিক্ষা ভাগ্যবান জনে । মল্লিক করিল তবে অত্ন নিবেদন ।
 কৃষ্ণনাম লয় কবে অতিথি সেবনে ॥ বহু আত্মি করি নিল আপন ভবন ॥

ভক্তি ভাবে সবংশে পড়িল শ্রীচরনে ।
 প্রধান গৃহেতে বসাব দিব্য আসনে ॥
 শ্রীচরন ধোয়াইয়া চরনামৃত নিল ।
 সবংশেতে পান করি গৃহে ছড়াইল ॥
 নিজদাস দেখি প্রভু হেন কৃপা কৈলা ।
 ব্রহ্মার দুর্লভ প্রসাদ মল্লিক পাইলা ॥
 গতিরে সুধান তুমি সঙ্গী কোথা হৈলা ।
 আপনার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ।
 শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি হইলা মল্লিক ।
 সেইদিন হইতে তারে শাসে প্রানাদিক ॥
 পারিষদ বৈষ্ণব সকলে পূর্বস্বর ।
 পদপ্রক্ষালিয়া বসাইলা নমস্করি ॥
 প্রভুসেবা করিবারে বহু বাস্তু হৈয়া ।
 কেহ কোন আয়োজন করে তৃপ্ত হৈয়া ॥
 স্নিগ্ধ জল আনি কেহ সুবাসিত কৈল ।
 সুগন্ধি বিষ্ণুতৈল শ্রী অঙ্গেতে দিল ॥
 কেহ পুষ্প আনি কেহ দ্বাষয়ে চন্দনে ।
 কোচা বানাইল কেহ নুতন বসনে ॥
 কেহ সুগন্ধির মালা করয়ে গ্রহন ।
 কেহত তুলসী শয্যা করে হর্ষমন ॥
 পূজার নিমিত্ত কেহ স্থান সজ্জা করে ।
 দিব্য আসন ধরিলেন ত তার উপরে ॥
 ষোড়শোপচারে পূজার সামগ্রী করিয়া ।
 মগোষ্ঠি সহিতে আছে গলে বস্ত্র দিয়া ।
 প্রভুর স্নান কৃত্য করি পিটার উপরে ।
 নিজ নিত্য কৃত্য মত বিষ্ণুপূজা করে ॥
 পূজা সমর্পন কৈল মল্লিকেরগন ।
 ষোড়শোপচারে পূজা প্রভুর চরন ॥
 আৱত্নিক নিশ্চিন্তন কৈল বহু মতে ।
 আৱন্তিল ভক্তবৃন্দ কীর্তন করিতে ॥
 বহুফন সকীর্তন নৃত্যগীত কৈলা ।

সংক্ষেপে কীর্তন রাখি সবে বিশ্রামিলা ॥
 বহু শ্রদ্ধা ভক্তে প্রভু জল পান কৈল ।
 অবশেষ সকল বৈষ্ণবে বাটি দিল ॥
 পাকের নিমিত্ত বহু আয়োজন কৈল ।
 ভক্তি করি পাচকেরে অভ্যন্তরে নিল ॥
 যতক প্রকার কৈল ব্যঞ্জনাদি সুপ ।
 শাল্যন্ন গোধূমকটি কৈল স্তপ স্তপ ॥
 প্রভু বসিয়াছেন দিব্য খট্টার উপরে ।
 নিবটে বৈষ্ণবগন ইষ্টালাপ করে ॥
 চরনের তলে বসি মে গতি গোবিন্দ ।
 চরন সেবয়ে অতি হৃদয় তানন্দ ।
 বস্ত্র-বস্ত্র জিজ্ঞাসেন প্রভুর সমীপে ।
 জীব হৈয়া সংসারে তবিবে কোনরূপে ।
 কুপায় কহেন প্রভু সুব তত্ত্বাখ্যান ।
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রেম ভক্তি অভিধান ॥
 গুরু পদাশ্রয় নব ভক্তির সাধন ।
 শ্রবন কীর্তনাদি ভক্তির লক্ষন ॥
 বাধাকুষ্ট নিত্যলীলা নানারস ভেদ ।
 আর যত গুণ লীলা নাহি জানে বেদ ॥
 বাধানঙ্গমঞ্জরী অলুগত হইয়া ।
 নিজ ভাবাশ্রিত সখীও কটাক্ষ জানিয়া ॥
 কবিশেক প্রেমসেবা বুঝিয়া সময় ।
 রূপে শুনে উগমগি ভাবের আশ্রয় ॥
 সর্বদা করিবে কৃষ্ণনাম শুনে রতি ।
 ব্রজেশ্ব নন্দনে জানিবেন প্রানপতি ॥
 বৃষভানু সূতা দুই গোবিন্দ মোহিনী ।
 তার পরিচর্যা সেবা দিবস ব্রজনী ।
 তার পাশে স্থিতি সদা তার সহচরী ।
 এইমত রাগাঙ্ঘিকা ভজন আচারি ॥
 সব তত্ত্ব জানাইলা গতি গোবিন্দেৱে ।
 সবশেষে আজ্ঞা দিল দৃঢ় করি তারে ॥

কলিকালে সাধা কেবল চৈতন্য নিতাই । সন্ন্যাসীর বেশে নাচে কীর্তন সমাজ ॥
 হরিনাম সাধন বিনে কোনও গতি নাই ॥ হরি বল হরি বল বলে দুই বাজ তুলি ।
 কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি লও কৃষ্ণ নাম । অশ্রুজলে ভক্ত অঙ্গ সিঞ্চয়ে সকলি ॥
 সত্য সত্য সত্য পাবে রাখুকৃষ্ণ ধাম ॥ কেহ দেখে শঙ্কর চতুর্ভুজ করে ।
 বৈষ্ণব স্থানেতে সদা হবে সাবধান । মহেশ্র বদনে চিত্র শ্রীঅনন্ত ধরে ।
 বৈষ্ণব অপরাধ হইল নাহি পরিত্রান ॥ করুনা কিরন জাল চারি দিগ দিয়া ।
 আপনার পাদপদ্ম ধরি তার শিরে । সভক্ত অভক্ত জনে আনয়ে টানিয়া ।
 বর দিল এই সব ক্ষুণ্টি হটক তেরে ॥ বাসের আরম্ভে যেন কৃষ্ণ বংশী গানে ।
 পুনর্বীর কহিলেন করুনা করিয়া । আকর্ষণ করি নিলা সব গোপী গান ।
 অহঙ্কার আত্মান দূরেতে তেজিয়া ॥ সেই আকর্ষণ করিল কীর্তনে ।
 সর্বভূতে সমাদর নত্নতা স্বভাব । সর্ব লোক আসি করে কীর্তন দর্শনে ।
 তবে সে পাইবে সত্য কৃষ্ণ অমুবাগ ॥ সে আনন্দ সে কীর্তন দেখি সর্বজনে ।
 শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া শ্রীগতীগোবিন্দ । কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে কৃষ্ণ বলয়ে বদনে ॥
 প্রেম পরিপূর্ণ দেহ হইল আনন্দ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য আসি বৈষ্ণবগন সঙ্গে ।
 চরনে ধরিয়া কান্দে আত্মসাধ করি । প্রেমাবেশে বসি আত্মন কৃষ্ণকথা বলে ॥
 এই পাদপদ্ম যেন কতু না পাসরি ॥ মধুর কীর্তন ধ্বনি হেনকালে আসি ।
 হেনকালে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ সরিল । উন্নতের শ্রাস্ত কৈল শ্রবন পবনি ॥
 আরত্রিক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল । কি মধুর বলিয়া ধাইল শীত্র গতি ।
 ভোগ সমর্পন করি প্রভু বোলাইল । পশ্চাতে ধাইল যত বৈষ্ণবগন তথি ॥
 প্রসাদ পাইয়া প্রভু আচমন কৈল ॥ শীত্র আসি মিলিলেন কীর্তন মণ্ডলে ।
 অংশেষ প্রসাদ অন্ন সকলে পাইল । বীরচন্দ্র প্রকাশ দেখেন এককালে ॥
 এই সব আনন্দে সানন্দে দিন গেল ॥ স্নিগ্ধ দ্বন্দ্ব শ্রীনিবাস পণ্ডিত গম্ভীর ।
 বত্রিতে করেন বহু কীর্তন আনন্দ । বীরচন্দ্র দরশনে হইল অস্থির ।
 বনিতেন পণ্ডে প্রভু আপনে অনন্ত ॥ অশ্রুপাত মল্লিক প্রভুর পাশে থাকি ।
 কীর্তন মণ্ডলে বীরচন্দ্রের প্রকাশ । প্রভুর দর্শনামৃতে ঝরে মাত্র আঁধি ॥
 কিভাবে কেমন হয় তাহা জানে ব্যাস ॥ আচার্যের আগমন কীর্তনে দেখিয়া ।
 কেহ দেখে চূড়া ধড়া পোগণ্ড বয়েস । কহিতে লাগিলা প্রভুর শ্রীমুখ হেরিয়া ॥
 কেহ দেখে নবীন যৌবন পববেশ ॥ মল্লিক কহিলা এই আইলা শ্রীনিবাস ।
 কেহ দেখে শুভ্রকান্তি শ্রীহল মুখল । দেখিয়া প্রভুর মনে অধিক উল্লাস ।
 কেহ দেখে গুম্ফন্দর বংশী করতল ॥ দুই বাজ পাসরিয়া কৈল আলিঙ্গন ।
 কেহ দেখে মদন মোহন বসরাজ । শ্রীনিবাস বহুবিধ করিলা স্তবন ॥

চরণে পড়িয়া লুটে চরণের ধূলি ।
 প্রসাদ পরমানন্দ এই বোল বলি ॥
 কীৰ্ত্তনের মাঝে নাচে দুই হাত তুলিয়া ।
 বীরচন্দ্র নিত্যানন্দ গৌরঙ্গ বলিয়া ॥
 প্রভুর সৌন্দর্য্য আর কীৰ্ত্তন আনন্দ ।
 বিস্মিত হইলা শ্রীনিবাস প্রেমানন্দ ॥
 ধন্য ধন্য বলি সর্বলোক প্রেমে ভাসে ।
 দেখি মহাপ্রভু বীরচন্দ্রের প্রকাশে ॥
 কেহ বলে জন্ম না হইবে পুন আর ।
 কেহ প্রভু কলিযুগে দেখি সাক্ষাৎকার ।
 কেহ বলে জিনিলাম শমনের দায় ।
 হেন প্রভু সর্বজীবের সাক্ষাৎ বেড়ায় ॥
 কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা সংকীৰ্ত্তন ।
 দেবিয়া শুনিয়া নিস্তারিলা সৰ্বজন ॥
 এইমত কীৰ্ত্তনানন্দে বহু নিশি হৈল ।
 কীৰ্ত্তনীয়ার পরিশ্রম অন্তরে জানিল ।
 কহিলেন আজি কর কীৰ্ত্তন বিরাম ।
 শ্রীশু শান্ত করি বসি লও কৃষ্ণনাম ॥
 'হরি হরি' বলি সবে রাখিলা কীৰ্ত্তন ।
 চারিদণ্ড প্রতিধ্বনি রহিল শ্রবণ ॥
 যাত্রা ভোজনানন্দে চন্দণ্ড গেলে ।
 ব্যবহার প্রসঙ্গ আর দুই দণ্ড হৈল ॥
 অবশেষে নিশি প্রভু নিস্ত্রাগত হৈয়া ।
 উঠিলেন প্রাতে 'কৃষ্ণ চৈতন্য' বলিয়া ॥
 মঙ্গল আরাতি করি বৈষ্ণবের গণ ।
 প্রাতঃকৃত্য করিয়া আইলা সর্বজন ॥
 শ্রীচরণ গমন লাগিয়া গতি কর ।
 শ্রীনিবাস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া রয় ॥
 আচার্য্যে কহিল প্রভু গতির বৃত্তান্ত ।
 শুনিয়া আচার্য্য বড় হইলা আনন্দ ॥
 কহেন প্রভুর পদে মিনতি করি কত ।

মুই মোর পরিজন পুত্র মিত্র যত ॥
 ঐ পাদপদ্ম বিহু মোর নাহি গতি ।
 তুমিত দ্বিতীয় দেহ চৈতন্য মুরতি ॥
 এইমত আচার্য্য বহু স্তুতি কৈলা ।
 শুনি বীরচন্দ্র প্রভু প্রশন্ন হইলা ॥
 কহিলেন প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া ।
 তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক বলিয়া ।
 মল্লিক আঁসিয়া প্রভুর চরণ পূজিল ।
 বালক বৃদ্ধ সব আঁসি দণ্ডবৎ কৈল ॥
 সবার মস্তকে পদ দিলেন তুলিয়া ।
 নিতাই চৈতন্য কৃপা করুন বলিয়া ॥
 যানে আরোহিয়া প্রভু চলেন লীলায় ।
 আগে আগে বৈষ্ণব কীৰ্ত্তন করি যায় ॥
 প্রভুর ইচ্ছিত, পাই বৈষ্ণবের গণ ।
 'নিতাই চৈতন্য' বলি করয়ে কীৰ্ত্তন ॥
 একবার বলরে মন নিতাই চৈতন্য ।

ধ্রু ॥

কীৰ্ত্তন শুনিয়া প্রভুর মন্দ মন্দ হাস ।
 জ্ঞানবিয়া নৃত্য করে প্রেমানন্দ দাস ।
 আশুবাড়ি চলিলেন আচার্য্য নন্দন ।
 বহুবিধ পূজা দ্রব্য করিল সাজন ॥
 ধৌত বস্ত্র পাতিয়া রাখিলা দূর হৈতে ।
 কীৰ্ত্তন করিয়া আইসেন যেই পথে ॥
 ষোড়শোপচারে পূজা আয়োজন করি ।
 সমুচিত স্থানেতে রাখিল সব ধরি ॥
 বাড়ির নিকটে উঠে কীৰ্ত্তনের ধ্বনি ।
 শুনি চমৎকার লোক চলিল তখনি ॥
 গতি অহু হজিয়া আইলা কিছু আগে ।
 নাগরিয়া লোক দাঁড়াইয়া দুই ভাগে ॥
 এককালে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশিয়া ।
 চমৎকার করি নিল মন তুলাইয়া ।

চারিদিকে লোক সব 'হরি হরি' বলে ।
 সকলেই ভাসে যেন আনন্দ হিল্লোলে ॥
 সবার শরীরে বীরচন্ডের বসতি ।
 সবারে আনন্দ দেন আনন্দ মুরতি ॥
 যে দেখে প্রভুরে সে বলে হরি হরি ।
 সৌন্দর্য দেখিয়া সবার মন নিল হরি ॥
 সবেই বলেন এ সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
 উত্তম মধ্যম আদি বলে সর্বজন ॥
 শ্রীচরণ চলি গেল বাড়ির ভিতরে ।
 বিহ্বাৎ সমান চারিদিকেতে সঞ্চারে ॥
 সগোষ্ঠি সহিত সে আচার্যের পরিবার ।
 দরশন আনন্দে অঙ্গ না ধরে কাহার ॥
 কোটি কন্দর্প লাগণা প্রভুর সৌন্দর্য
 দেখিয়া সবার মনে হইল আশ্চর্য ॥
 সবে দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ভূমি তলে ।
 সবার বদনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি বলে ॥
 সবে বলে এদেশ হইল মহাধনু ।
 হেন মহাপুরুষ দেশেতে অবতীর্ণ ॥
 সবে বলে শুনিয়াছি নদীয়া নগরে ।
 অবতীর্ণ হইয়াছেন আপন ঈশ্বরে ॥
 সেই প্রভু পুনর্ববার প্রকাশ হইলা ।
 কে জানে ঈশ্বর তত্ত্ব ঈশ্বরের লীলা ।
 সরস্বতী সত্য বলে লোকে নাহি জানে ।
 সেই গৌর বীরেন্দ্র সাক্ষাৎ আপনে ॥
 প্রাঙ্গণে বৈষ্ণব সব করেন কীর্তন ।
 পুত্রসহ জীনিবাস করেন নর্তন ॥
 কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ বলে হরি ।
 নাড়া সব 'বীর বীর' বলে দক্ষ করি ।
 এইমত সংকীর্তন কতক্ষণ হইল ।
 প্রভুর আজ্ঞা পাই সবে কীর্তন রাখিল ॥
 কীর্তনাবসানে প্রভুর চরণ ধুয়াইল ।

সবংশেতে পান করি মস্তকে ধরিল ॥
 এত কুপা করি মোরে কৈলে অঙ্গীকার ।
 কৃতার্থ হইলু বলি কহে বারে বার ॥
 সগোষ্ঠীতে সহিতে কয়ে সেবা আরোজন ।
 আচার্যের ভক্তিতে প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥
 যথাযোগ্য সম্ভাষ্য করিয়া বৈষ্ণবেরে ।
 বসাইলা; অত্যন্ত করিয়া সমাদরে ॥
 সগণ সহিত প্রভু স্নান দান করি ।
 সংখ্যানাম লয়েন বসি খাট্টার উপরি ॥
 পাচক বিশ্রুতে পাক আরম্ভ করিল ।
 আচার্য আদরে বহু ব্যঞ্জন রাখিল ॥
 এইমত পাকক্রিয়া হৈল সম্পূর্ণ ।
 পাত্রে সাজাইয়া কৈলা কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
 প্রভু গিয়া সেই ভোগ করিল ভোজন ।
 দিবা সুবাসিত জলে কৈল আচমন ॥
 অবশেষে প্রসাদ তুলিয়া লইলা গতি ।
 কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিল বৈষ্ণবের প্রতি ॥
 সগোষ্ঠীতে আচার্য্য সে মহাপ্রসাদ পাইলা
 কৃতার্থ হইলু বলি আনন্দে ভাসিলা ॥
 প্রসন্ন হইলা আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
 বৈষ্ণব সেবার ফল আজি হইল ধন্য ॥
 কৃষ্ণভক্ত দেশে কৈলে এই ফল ধরে ।
 প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণ তারে কুপা করে ॥
 বৈষ্ণব সেবার ফল এইত নিশ্চয় ।
 আশ্রয় করি কৃষ্ণ পরিকরে লয় ॥
 য'র যেই ভাব সিদ্ধ অনায়াসে হয় ।
 ভক্ত সেবার প্রভাবে সকল সিদ্ধি হয় ॥
 এইমত বৈষ্ণবের মহিমা কহিয়া ।
 প্রেমের সমুদ্রে আচার্য্য আছেন ডুবিয়া ॥
 হেনমতে ভোজনানন্দ করি সমপণ ।
 বাত্রে আরম্ভিলা প্রভু মধুর কীর্তন ।

বীরহাযীর হয় সেই দেশের অধিপতি ।
 দেখানে বসিলা রাজা যেন রাজনীতি ॥
 পরস্পর প্রভুর গুনং কীর্তন হয়
 রাজা কহে দরশন করিতে মন হস্ব ॥
 পাছে ঘূনা করি মোরে না দেন দরশন ।
 বিবস্বী বলিয়া পাছে না করেন গ্রহন ॥
 পতিতেরে পরিদ্রান নিত্যানন্দ করে ।
 সুয্যের কিংনে যৈছে সর্বত্র সঞ্চারে ।
 কালি শ্রোতে করিব ঠাকুরে নিবেদন ।
 কেমন প্রকারে হয় প্রভুর দর্শন ॥
 এইমতে উৎকঠালাপে আছেন বসিয়া ।
 কীর্তন মধুর ধ্বনি প্রবেশে আসিয়া ॥
 না জানি কীর্তনে আছে কতক মধুর ।
 শ্রবনে প্রবেশ কৈল অমৃতের পুর ॥
 আকর্ষন মন্ত্র যেন করায় সঞ্চার ।
 এইমত বীরচন্দ্রের কীর্তন প্রচার ॥
 পূর্বে যৈছে বৃন্দাবনে নন্দের নন্দন ।
 বংশী ধ্বনি করি মোহিলেন গোপীমন ॥
 উন্নত হইয়া গোপী কৃষ্ণপাশে আইলা ।
 রাস-রসে কৃষ্ণ গোপীগনেরে মোহিলা ॥
 তৈছে বীরচন্দ্রের কীর্তন আকর্ষনে ।
 মোহিলেন জীবের মন কৃষ্ণ নাম গুনে ॥
 উন্নতের প্রায় চল প্রেমের আশে ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নয়ন জলে ভাসে ॥
 রাজা গিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশিলা ।
 মণ্ডলী দর্শন করি চমৎকার হইলা ॥
 বিশেষ বীরচন্দ্র রহে মণ্ডলী ভিতরে ।
 বাহিরে কিংন যেন বলমল করে ॥
 সারি সারি প্রদীপ জ্বলিছে চারিদিকে ।
 তার প্রতিবিম্ব বাইয়া শ্রীঅঙ্গেতে লাগে ॥
 সুগন্ধ গুহ্র বস্ত্র বেষ্টন আহুয়ে যে শিরে ।

চাঁচর কুস্তল গুচ্ছ পৃষ্ঠের উপরে ॥
 বহু মূল্য গজমুক্তা শ্রবনে দোলয় ।
 নয়ন অস্বুজ অস্ত্র শ্রুতি পরশয় ॥
 সুবঙ্গ অধর তাতে দর্শনের ছবি
 তনুর বরন যেন প্রভাতের রবি ॥
 আজাহুলস্থিত ভুজ সুন্দর গঠন ।
 মদনসদন ভুলে করি দরশন ।
 চরন চালন দেখি চলনধ চল ।
 কাঞ্চুবাব হস্বা রহে চরন কমলে ॥
 কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব ।
 কখন বা অট্টহাস কখন বা স্তম্ভ ॥
 জলদ সমান ছুটয়ে নেত্রের জল ।
 তিত্তিল ভিজিল সব কীর্তন অণ্ডল ॥
 ময়ুর পুচ্ছের এক পাখা করে লৈয়া ।
 আচার্য্য ফিরেন কাছে ব্যজন করিয়ে ॥
 সেই পাখা অঙ্গের ভিতরে যেন দোলে ।
 দেখিয়ে সকল লোক পড়ে ক্ষিতি তলে ॥
 বলমল কিবা শোভা বাহির অন্তরে ।
 উগমগি প্রেমভরে কীর্তন বিহরে ॥
 মুপতি দেখেন ভূতা স্বক্কে হস্ত দিয়া ।
 রহিতে না পারি ক্ষিতি পাড়িল ঢলিয়া ॥
 আন্তে বাস্তে ভূতা সব ধরি উঠাইল ।
 আচার্য্য নন্দন শ্রুত পদে নিবেদিল ॥
 শুনিয়া কুপাদ্র-ইল পতিত পাবন ।
 ধরি আলিঙ্গন দিয়া দিল শ্রীচরন ॥
 পরশিবা মাত্র রাজা হইল অস্থির ।
 পূর্ণ কুপাপাত্র হইলা শ্রীবীর হাযীর ॥
 চারিদিকে লোক সব হরি হরি বোলে ।
 ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ হিল্লোলে ॥
 এইমত লীলা করে বীরচন্দ্র রায়
 কে তাহা জানিতে পারে যদি না জানায় ।

কীৰ্ত্তন বিশ্রাম হইল রাত্রি হৈলে শেষ । তোমাৰে করিতে কুপা এখানে উদয় ॥
 এমত আনন্দ কথা বিস্তারিল দেশ ॥ সেইত চৈতন্য গোসাঁই গুপ্ত অবতরি ॥
 কৃতার্থ মানিয়া রাজা চলিলা ভবনে ॥ সৰ্বজীবে কুপা করে করুণা সঞ্চারি ॥
 নিশি শেষ পুনৰ্বার দেখেন স্বপনে ॥ চৈতন্য গোসাঞিএর এই মহিমা অপার ॥
 সেইমত কীৰ্ত্তন নতুন সেই বেশে ॥ ঐছে দয়াল শ্ৰভু না হইবে আর ॥
 স্বগন সহিত গৃহে করিলা প্রবেশে ॥ কহিতে চৈতন্য গুণ আচাৰ্য্য ঠাকুর ॥
 সম্মুখে রহিয়া এই কহেন হাসিয়া ॥ প্রেমে পারিপূৰ্ণ কহে 'হা গৌর হা গৌর ॥
 তোর দেশে আইলু তোরে কুপার লাগিয়া ॥ দুইজনে গলাগলি করেন রোদন ॥
 তোর ভক্তি দেখি আমি সন্তুষ্ট হইলু ॥ হা কৃষ্ণ চৈতন্য বলি গর্জে ঘন ঘন ॥
 তৌহার ভবনে আমি রহিলু রহিলু ॥ কতক্ষণে দুইজনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ॥
 পুনঃ দেখে আসৌরূপ কমুণ্ডল ধারী ॥ স্থিত হইয়া দুইজন করে কোলাকুলি ॥
 সাক্ষাৎ চৈতন্য রূপ মূহ হস্ত্য করি ॥ আচাৰ্য্য বলেন রাজা কৃতার্থ হইলা ॥
 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' শ্ৰীবদনে লয় ॥ তুমি ভাগ্যবান তোমাষ এত কুপা কৈলা ॥
 দেখি মহারাজ বড় হইলা বিস্ময় ॥ রাজা কহেন, কৈছে শ্ৰভূর দরশনে ॥
 পুনঃ দেখে শুভ্র খেত শ্যামল বরণ ॥ তিঁহ কহিলেন শ্ৰভূর পারিষদগণে ॥
 শ্ৰীহল মুগল দেখে মুরলী বদন ॥ পারিষদ যাই শ্ৰভূর আগে নিবেদিল ॥
 রাজা পানে দৃষ্টি করি হাসি হাসি কয় ॥ রাজার অনুৰাগ কথা সকল কহিল ॥
 আমাৰে জান কি রাজা মনেতে নিশ্চয় ॥ হাসিয়া কহেন শ্ৰভূ আপন বদনে ॥
 এতক কহিয়া শ্ৰভূ কৈলা অন্তর্দান ॥ চৈতন্য গোসাঞিএ কুপা কিলে আপনে ॥
 কি দেখয়ে কি দেখয়ে বলয়ে রাজন ॥ রাজার মনের বাঞ্ছা পূরণ হইবে ॥
 নিদ্রা ভঙ্গ হইল রাজা চাহে চহুঁভিতে ॥ দয়াল চৈতন্য গোসাঞিএ অবশ্য করিবে ॥
 কেহ কোথা নাহি নিশি হইয়াছে শ্ৰভাতে ॥ শ্ৰভূর করুণা বাক্য আসি বাজারে স্থানে
 শ্ৰাতঃকৃত্য করি রাজা উৎকণ্ঠিত মন ॥ কহিলেন শুনি রাজা আনন্দিত মনে ॥
 আচাৰ্য্যের বলহিলা করিয়া যতন ॥ শ্ৰভূর চরণে ভক্ত প্রণাম করিয়া ॥
 প্রেমে অঙ্গ গর গর অঙ্গ পুলকিত ॥ চলিলা আচাৰ্য্য স্থানে বিদায় হইয়া ॥
 কৃষ্ণ কুপা চিহ্ন দেখি আচাৰ্য্য বিস্মিত ॥ এইমত বৌরচন্দ্র আচাৰ্য্য ভবনে ॥
 কি দেখিলা কি হইল কহত নিশ্চয় ॥ বহুবিধ শাস্ত্রালাপে মগ্ন রাত্রিদিনে ॥
 অশ্রু পুলক হই রাজা আচাৰ্য্যেরে কয় ॥ নিতি নব নব লীলা করে দরশন ॥
 সব কহিলেন রাজা আচাৰ্য্যের স্থানে ॥ গৃহেতে দর্শন দেন নৃপতির মন ॥
 শুনিয়া আচাৰ্য্য তবে কহেন রাজনে ॥ শ্ৰভাতে উঠিয়া শ্ৰভূ বনে প্রবেশিলা ॥
 সাক্ষাৎ চৈতন্য শ্ৰীবৌরচন্দ্র কুপাময় ॥ দেখিয়া বনের শোভা আনন্দ হইলা ॥

ভ্রমিতে দেখেন এক স্থান মনোরম ।
 নীরের নিকট স্থান নির্জন কানন ॥
 পুষ্পের সৌগন্ধে আমোদিত হৈল নাসা ।
 চঞ্চলের প্রায় নিরখয়ে চারিদিশা ॥
 দেখিলেন নিকটেই এক কুঞ্জ আছে ।
 ফলমূল পূর্ণিত হয়েছে সব গাছে ॥
 কোকিল ভ্রমরাগণ মধুপান করি ।
 কেকাধ্বনি করি নাচে ময়ূব ময়ূরী ॥
 দূরে এক শিশু বংশী বাজাইয়া বনে ।
 জলপান করাইতে আনায় খেচুগণে ॥
 দেখিতে শুনিতে প্রভু প্রেমাষ্ট হইয়া ।
 পড়িলেন তরুতলে ধরনী চলিয়া ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভু অচৈতন্য হইলা ।
 দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আস্তবাস্ত হইলা ॥
 ধরিবন্ধে তুলিলেন বৈষ্ণবের গণ ।
 বেড়িয়া মধুর করে কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তন ॥
 রাজা শুনিলেন এই সব বিবরণ ।
 অনুরাগে গিয়া রাজা করে দরশন ॥
 মুদিত নয়ন গণ্ড প্রেম জলে ভাসে ।
 পলাশের গাত্র যেন পুলক প্রকাশে ॥
 দরশন কৈল রাজা চরণের তলে ।
 ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিলা সকলে ॥
 শ্লথ সন্ধিহীন অঙ্গ সুদীর্ঘ আকার ।
 দেখিয়া নৃপতি বড় হইল চমৎকার ॥
 মহাভক্ত জ্ঞানী রাজা পণ্ডিত শ্রবল ।
 ঈশ্বর লক্ষণ দেখে প্রভুরে সকল ॥
 বহুক্ষণে বাহু প্রকাশিলা বীরচন্দ্র ।
 অশ্রুনেত্রে রাজা চরণাবন্দ ।
 নিবেদন করয়ে বসন দিয়া গলে ।
 পরিত্রাণ কর প্রভু এই বোল বলে ॥
 আমার বাটীতে হউক চরণ উদয় ।

তবে মোর মনবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয় ॥
 তব্বে প্রভু সন্তুষ্ট আছেন রাজা শ্রুতি ।
 পদক্রমেন চলিলেন শীঘ্রগতি ॥
 পথে পথে দেখেন বতেক দেবালয় ।
 অধিক রাজার শ্রুতি চিত্তানন্দ হয় ॥
 প্রভু প্রবেশিলা রাজার বাড়ীর ভিতরে ।
 বসাইল লয়ে দিব্যস্থান মনোহরে ॥
 আপনে নৃপতি ধরি চরণ পাখালে ।
 দেখিতে দেখিতে ভাসে নয়নের জলে ॥
 শুক্ল শুভ্র বস্ত্রে শ্রীচরণ মুছাইয়া ।
 চরণামৃত পান কৈল কুতার্থ মানিয়া ॥
 যেইমাত্র শ্রীচরণামৃত কৈলা পান ।
 কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে রাজার ঝরয়ে নয়ন ॥
 সর্বাঙ্গ শরীরে রাজার রোমাঞ্চ হইলা ।
 দেখিয়া রাজার ভক্তি প্রভুবর তুষ্ট হইলা ।
 কত সেবা কৈলা রাজা মনের আনন্দে ।
 মহাপ্রভু বীরচন্দ্র বলি রাজা কান্দে ॥
 মোরে উদ্ধারিতে প্রভু আইলা মোর ঘরে
 পতিত পাবন নাম জাগিল সংসারে ।
 তুমিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপ ।
 জীব নিস্তারিতে তোমার এ লীলা কৌতুক ।
 বিনা তুমি না জানালে কে জানিতে পারে
 গুণলীলা কর প্রভু পৃথিবী ভিতরে ॥
 জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বীরচন্দ্র ।
 চরণের দাস করি ঘুচাই ভববন্ধ ।
 ঐছে কত স্তব কৈলা কেবা অন্ত করে ।
 হাসে প্রভু বীরচন্দ্র চাহিয়া রাজারে ॥
 প্রভু কহে রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান ।
 তুমিত আমার দাস ইথে নাহি আন ।
 কিন্তু তুমি আমার প্রকাশ নাহি কর ।
 এই আশ্রয় তুমি মোর হৃদয়েতে ধর ॥

যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কৈলা জোড় হাত এই ধর্ম রাখি কর কৃষ্ণ সংকীর্তন ॥
 শ্রীচরণ দিলা প্রভু রাজার মাথাত ॥ উদাসীন বিষয় বিরক্ত মন হইয়া ॥
 এক্ষার হুল্লভ প্রসাদ পাইয়া রাজন ॥ ইন্দ্রিয় বারণ কর কৃষ্ণনাম লইয়া ॥
 হৃদয়ে রাখিলা প্রভুর ও রাজা চরণ ॥ উদাসীন ধর্ম এই বড়ই কঠিন ॥
 নিত্য নিত্য প্রভুর নুতন সেবা করে ॥ বিষয় আলাপে হয় কৃষ্ণভক্তি হীন ॥
 নিতি সব অনুরাগ প্রভুর উপরে ॥ অতএব উদাসীন ইথে সাবধান ॥
 প্রভু নিতি নিতি দেবালয় স্থান দেখি ॥ বিষয়ী জনার কভু নিকটে না যান ॥
 উদ্বীপন পাইয়া মনেতে হন সুখী ॥ গৃহস্থ আশ্রম হয় সুলভতা অতি ॥
 বাহিরে কংসে রাজা মহা হোংসব ॥ সংসারে থাকিয়ে যদি কৃষ্ণ করে রতি ॥
 নিরবধি কৌতুহলে নঃচেন বৈষ্ণব ॥ গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবের কংসে সেবন ॥
 রাত্রিকালে প্রভু আসি করেন কীর্তন ॥ কথঙ্কিত বিষয় আসক্ত নয় মন ॥
 মধুর মধুর গান মধুর নন্দন ॥ কৃষ্ণনাম লয়ে সদা অনুরাগী হইয়া ॥
 কৃষ্ণনাম বলি গান উচ্চৈশ্বরে করি ॥ সংসার স্বরিয়া যায় কৃষ্ণনাম গাইয়া ॥
 কুহু কৃষ্ণ রাম রাম বলে হরি হরি ॥ এই ধর্ম বীরচন্দ্র জগতে লড়াই ॥
 এই কৃষ্ণ নাম ধ্বনি জীব নিস্তারয় ॥ কৃষ্ণ বিহু জগতের গতি আর নাই ॥
 যার গণে প্রতিধ্বনি প্রবেশ করয় ॥ পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সাব হই মন ॥
 : স্থাবর জঙ্গল আ'দ নিস্তার হইল ॥ শ্রীপুত্র বান্ধবাদি লইয়া সর্বজন ॥
 হেন মহাপ্রভু সংকীর্তন প্রকাশিল ॥ সে বোল শুনিয়া রাজা অঙ্গীকার কৈল ॥
 ধন্য ধন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ॥ কৃষ্ণ সংকীর্তন সব প্রজাবে লওয়াইল ॥
 বাহার কৃপাতে সর্বজীব হইল ধন্য ॥ যৈছে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসের বচনে ॥
 সংকীর্তন হইল ভক্তি প্রকাশ করিয়া ॥ হস্তিনানগরে লওয়াইলা প্রজাগণে ॥
 সেই ধর্ম বীরচন্দ্র অপেনে লওয়াইয়া ॥ তৈছে রাজা বনবিষ্ণুপুরে প্রকাশিল ॥
 সর্বদেশে ধন্য হৈল করি সংকীর্তন ॥ 'গুপ্ত বৃন্দাবন' খ্যাতি তাহাতে হইল ॥
 আপনে আচারি শিখখাইলা জগজ্জন ॥ এই প্রভু আজ্ঞা কৈলা শ্রীবীর হাঙ্গীরে ॥
 সবে কৃষ্ণ গাও নাচ বল হরি হরি ॥ এই ধর্ম তুমি সব লয়াও প্রজারে ॥
 অনায়াসে ভব ভয়ে সবে যাবে তরি ॥ পূর্বে যেন নিতাই চৈতন্য লওয়াইলা ॥
 বিষয়ে থাকিয়া কৃষ্ণপদে কর আশ ॥ সেইমত বীরচন্দ্র প্রভু করে লীলা ॥
 শ্রীপুত্র বান্ধবাদি হও কৃষ্ণদাস ॥ নিরন্তর বীরচন্দ্র ভক্তগণ লইয়া ॥
 কি গৃহস্থ উদাসীন এই ধর্মসার ॥ জীব নিস্তারেন সদা কৃষ্ণগান গাইয়া ॥
 কলিযুগে এই ধর্ম বিনে নাহি আর ॥ সর্বদা থাকেন প্রভুর নিকটে রাজন ॥
 গৃহস্থের মূলধর্ম অতিথি সেবন ॥ প্রভু ছাড়া রাজার না রহে কাছ মন ॥

রাজা বলে প্রভু না দিব ছাড়ি আমি ।
 জীবন ত্যজিব এথা হইতে গেলে তুমি ।
 নিরন্তর সেই প্রেমানন্দে বিষ্ণুধাম ।
 'শুশ্রূ বৃন্দাবন' বিষ্ণুপুর খুইলা নাম ।
 প্রভু কহে মোর অধিষ্ঠান এই স্থানে ।
 নিরবধি হইবেক কীৰ্ত্তন নর্তুনে ॥
 আর কত মহান্ত আসিবে এই স্থানে ।
 বিপদ না হবে কভু সম্পদ বিহনে ॥
 তোর বংশে সকলে রহিব অধিষ্ঠান ।
 ভক্তিতে শক্তিতে করিবেক প্রেমদান ॥
 কিন্তু নিত্যানন্দ পদে নছিলে বিশ্বাস ।
 সকল সম্পদ অবিশ্বাসে সর্বনাশ ॥
 প্রভুর এমত বর শুনিলে রাজন ।
 আপনাকে কুতার্থ মানিল ততক্ষণ ॥
 গলে বস্ত্র হইয়া রাজা পড়ে পদতলে ।
 চরণ ভিজাইল দুই নয়নের জলে ॥
 এমত কুপালু বীরচন্দ্র অবতার ।
 নহিল নহিল ভাই নহিবেক আর ॥
 হেন প্রভু ছাড়িয়া কাহারে গিয়া ভজে ।
 দেখিলেই আনন্দ পাথারে মন মজে ॥
 যার যেই মন সেই মরে বা না কেনে ।
 মোর চিত্ত নিরন্তর বহুক সে চরণে ॥
 দেখিয়া শুনিয়া যার মনে ক্ষোভ লয় ।
 অমৃত খাইতে বা কে কাহারে যাচয় ॥
 হেনমতে বীরচন্দ্র বন বিষ্ণুপুরে ।
 হরি সংকীৰ্ত্তন রসে সর্বদা বিহরে ॥
 বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ ।
 বংশ বিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস ॥
 ইতি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তারে
 অষ্ট লীলায়াং দেশভ্রমণং নাম
 নবম স্তবক ।

দশম স্তবক

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দশময় ।
 জয় নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র জয় জয় ।
 ভাইরে নিতাই চৈতন্য গুণ গাও ।
 গাহিয়া দেখ একবার কেমন জুড়াও ॥
 তথাহি—পদং—শ্লোক—
 হরি হরি হেন কি জনম হবে আর ।
 আমি অতি ভাগ্যহীন, দেখিব নয়নে পুন,
 —নদীয়াতে গৌর অবতার ॥
 গোলকের গুণধন, হরিনাম সংকীৰ্ত্তন,
 শ্রকট করিল ঘরে ঘরে ।
 মুঞিও অভাগিয়া বিনে, পাইলেক জগজনে
 ধনী হৈল সকল সংসারে ॥
 কহে বৃন্দাবন দাস, সদা এই অভিলাষ,
 নিতাই চৈতন্য গুণ গাই ।
 নিতাই চৈতন্য নাম, হৃদে স্কুবক অবিরাম
 ইহা বহি আর নাহি গাই ॥
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় রসধাম ।
 জয় নিত্যানন্দ জয় বীরচন্দ্র নাম ॥
 প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হৈল রাঢ় দেশ ।
 বৃন্দাবন যাব বলি হইল আবেশ ॥
 শ্রিয়ভক্ত যে যে প্রভুর সঙ্গে ছিল ।
 খড়দহ যাহ বলি বিদায় করিল ॥
 রামাই সুন্দরানন্দ আদি শ্রিয়জন ।
 প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তারা করিল গমন ॥
 পাঁচসাত জন প্রভুর রছিল সঙ্গেতে ।
 তারা বলে আমরা যাইব প্রভুর সাথে ॥
 প্রভু বলে মোর বোল সবই মানহ ।
 গৃহে যাই সবে সদা কৃষ্ণ নাম লহ ॥

বারিধণ্ড পথে প্রভুর যাইবার মন ।
 প্রভাতে উঠিল হরিনাম সংকীৰ্তন ॥
 স্বেচ্ছাময় কেবা কিবা বলিবারে পারে ।
 উত্তরিলা এক দেবালয়ের দুয়ারে ॥
 অতি মনোরম স্থান সুগন্ধ ভবয় ।
 নাসা প্রবেশিতে প্রভু হইলা প্রেমময় ॥
 ধাইয়া গিয়া পুরীর ভিতরে প্রবেশিলা ।
 ইতি উতি চাহিয়া উন্নত প্রায় হইলা ॥
 দেবালয়ে পূজার অতিব্যস্ত প্রায় হইয়া ।
 দরশন নিগন্তে দিল দ্বার যুচাইয়া ॥
 দরশন করি প্রভু হইলা অস্থির ।
 সর্বাঙ্গে পুলকারলি নেত্রে বহে নীর ॥
 প্রভু পুছিলেন কোন নামে অধিষ্ঠান ।
 'শ্রীমদনমোহন' বলি কহিলা আখ্যান ॥
 শুনিয়া মাত্রাতে প্রভুর প্রেম উথলিল ।
 রাখা অঙ্গে সঙ্গ হয় গৌরবর্ণ হৈল ॥
 এই গৌর নবদ্রুপে কৈল অবতার ।
 আশ্রয়গুপ্ত কান্তি ধরি কৈলা অঙ্গীকার ॥
 ভিতরেতে রসময় কৃষ্ণকান্তি হয় ।
 বাহিরে প্রিয়ার কান্তি দেখি জোতির্নয় ॥
 এই হেতু গৌরাজ্ঞের রসরাজ কহে ।
 রসবতী ঢাকা তার উপরেতে হয়ে ॥
 অতএব রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবান ।
 রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বেদের আখ্যান ॥
 অতি কষ্টে সেই ভাব কৈল সহরণ ।
 অনিমিষে শ্রীমূর্তি করেন দরশন ।
 প্রভু কহেন বৃন্দাবনে ললিত ত্রিভঙ্গ ।
 কি লাগিয়া এখানে অধিক কি সুবঙ্গ ॥
 পূজারি কহেন ছিল ললিত ত্রিভঙ্গ ।
 অভিরামের প্রণামে অধিক হয় বঙ্গ ॥
 এতেক শুনিয়া প্রভু কহিলেন তানে ।

ভক্তের মহিমা বাড়াইতে কৃষ্ণ জানে ॥
 অভিরাম গোপালের পরম মহত্ব ।
 সবাকারে শুনাইয়া কহিলেন তত্ত্ব ॥
 প্রভু যবে ফিরিলেন অবধুতাপ্রমে ।
 উৎকর্ষা হইয়া গেল বৃন্দাবনভূমে ॥
 কৃষ্ণ অদর্শনে উৎকর্ষিত অতিশয় ।
 'ভাইরে শ্রীদাম' উচ্চ করিয়া ডাকয় ॥
 গেবের্দীন গিরি হইতে বাহির হইলা ।
 শিক্ষা বেহু রব করি আসিয়া মিলিলা ॥
 কনক উজ্জল কান্তি নটবর বেশ ।
 শীতবস্ত্র যষ্টি হাতে কৃষ্ণ শ্রেমাবেশ ॥
 প্রভুরে সুধান তুমি কোন মহাজন ।
 আমারেবা কেনে তুমি করিলে আবাহন ।
 চিনিতে না পারি বর্ণ হইয়াছে আন ।
 আমা বুঝি ডাকিলেন দাদা বলরাম ॥
 সেইত বচন শুনিয়া আইলু আমি ।
 নিশ্চয় কহিবে এই কোনজন তুমি ॥
 এতেক পুছিলো যদি ভাইয়া শ্রীদাম ।
 পরিচয় দিলেন বহিষা বলরাম ॥
 শ্রীদাম কহেন কোথা শিক্ষা ধড়াচুড়া ।
 নাগরালী চাঁড়িয়াছ হয়ে নারা মুড়া ॥
 দেখিতে শ্রীমোহন বংশী কানাইর হাতে ।
 ধেনু সব বলাইতে বাহার ধ্বনিতে ॥
 দূর বনে যাইত ধেনু তৃণের লোভেতে ।
 বংশীধ্বনি করি বলাইতে যুখে যুখে ॥
 শ্বেত গৌর লুকাইয়া অরুণ গৌর কেনে ।
 'দাদা বলরাম' বলি না লাগয়ে মনে ॥
 দেখি তবে তোর হস্তে করতালি দিয়া ।
 যমুনা পর্যন্ত আমি যাব পলাইয়া ॥
 ধরিবারে পার যদি তবে জানি বলি ।
 এতেক কহিয়া তার তাতে দিল তালি ॥

ধাওরে বলিয়া পথে যায় পলাইয়া ।
 দশ পদ অন্তরে ধরিল। তারে গিয়া ॥
 ভাইরে বলিয়া আর কণ্ঠে হস্ত দিয়া ।
 শুভ্র গৌরকান্তি হল মুঘল ধরিয়া ॥
 কহিলেন এই হইয়াছে কলিকাল ।
 ঘুমায়ে রহিলে মূৰ্খ জাতি সে গোপাল ॥
 তার স্কন্ধে হল দিয়া কৈল আকর্ষণ ।
 'ধবক হও' বলি এই বলিল বচন ।
 তবু আপনার হাতে রহে চারিহাত ॥
 সুন্দর শরীর মহাপুভুষ সাক্ষাৎ ।
 সেই শুদ্ধ সখ্যভাব হয় সর্বকাল ।
 অতএব নাম হৈল 'অভিরাম গোপাল' ।
 হাসি হাসি বলে শ্রীদাম শুন আরে ভাই ।
 কোথা তোমাব প্রাণাধিক জীবন কানাই ।
 একবার যেরে ছাড়া না পারি রহিতে ।
 সে কৃষ্ণ ছাড়িয়া কৈছে কি কর সনেতে ॥
 এক আত্মা দুটি ভাই আমরা সে জানি ।
 তারে দেখি কৈছে তুমি ভ্রম একাকিনী ।
 হাসি রাম কহে তেঁহ গৌর দেশে যাইয়া ।
 অবতীর্ণ হৈলা সব গোপগোপী হইয়া ॥
 নবদ্বীপ নামে গ্রাম জাহ্নবীর তীরে ।
 জীব নিস্তারিল সংকীর্ণ যজ্ঞ করে ॥
 এইসব কথা কহিলেন বীরচন্দ্র ।
 শুনিয়া বৈষ্ণবগণ হইলা আনন্দ ॥
 প্রভু কহে আমি শুনিহু উদ্ধারণ দত্তস্থানে ।
 তীর্থ পর্যটন কালে ছিল। প্রভুর সমে ।
 হরি হরি বলে সব বৈষ্ণবের গণ ।
 শুনি বীরচন্দ্র প্রভুর আনন্দিত মন ॥
 দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া গোসাঞি ।
 কোন ভাগ্যবন্ত গৃহে রহিলেন যাই ॥
 প্রভাতে চলিলা প্রভু ঝারিখণ্ড দিয়া ।

কসেক প্রকার লোক বৈষ্ণব করিয়া ॥
 চোর দস্যু বাটপাড় আর গলাকাটা ।
 প্রভুর কুপাতে তারা ভক্ত হৈলা গোটা ॥
 হিংসা দ্বেষ ছাড়ি সব কৃষ্ণনাম লভ ।
 হেন প্রভুর বীরচন্দ্রের কুপাতে করম ॥
 হয় নাহি হবেক নাহি হেন অবতার ।
 গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আর ।
 ঝারিখণ্ডে হেন প্রভুর কুপাবলৌকন ।
 কদাচিত অম্মদেব না করে উপাসন ॥
 রাখাকৃষ্ণ নিত্যানন্দ বীর চৈতন্য বলিয়া ।
 সংকীর্ণ করে সবে প্রেমে মত্ত হইয়া ॥
 পূর্বে গৌরচন্দ্র বৃন্দাবন ভূমি যাইতে ।
 নিস্তার করিল কত এড়াইল তাহাতে ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পথে যাইয়া চলিয়া ।
 কত দেশ এড়াইল প্রেমেতে ভুলিয়া ॥
 বীরচন্দ্র মহাপ্রভু জীবে কুপা করি ।
 ক্রমে ক্রমে চলি যান সকল নিস্তারি ॥
 নিবিড় কানন পথে ফল ফুলে ভরা ।
 মধুপানে মত্ত কত গুঙ্গুর ভ্রমরা ।
 কোকিল ন্যূর কত গান নৃত্য করে ।
 মন্দ মন্দ পবনেতে মকরন্দ বারে ॥
 কুরঙ্গ কুরঙ্গি সব যুথ বদ্ধ হৈয়া ।
 ক্রীড়াসক্ত হৈয়া ফিরে ভ্রমণ করিয়া ॥
 করীন্দ্র করীলি সঙ্গে করয়ে ভ্রমণ ।
 পর্বত শিখর অতিশয় সুশোভন ॥
 এইমত পশুপক্ষী বনে ক্রীড়া করে ।
 পাশে পাশে ব্যাজ্র ভল্লুক গণ্ডারে ॥
 দেখি বীরচন্দ্র প্রপূর কি আনন্দ হইল ।
 আইস আইস বলি সবারে বোলাইল ॥
 প্রভু বলে সবে মেলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল ।
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য প্রেমেতে বিহ্বল ।

শুনিয়া প্রভুর বোল প্রভু মুখ হেরি ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সবে সেই মুখ ভরি ॥
 কেহ কার হিংসা নাহি করে পশুগণ ।
 সবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে আনন্দিত মন ॥
 রক্ষে বসি পক্ষীগণ শব্দ করে ভাল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হৃষি গোবিন্দ গোপাল ॥
 শুনি বীরচন্দ্র প্রভু আনন্দিত মন ।
 ঐছে পশু পক্ষীগণে করে আকর্ষণ ॥
 সবার হৃদয়ে বীরচন্দ্রের বসতি ।
 তিহ যাহা বলাইবে তাহাতে হয় মতি ॥
 কৃষ্ণনাম শুনি প্রভু পশুপক্ষী মুখে ।
 ভাসিলে বীরচন্দ্র কৃষ্ণপ্রেম মুখে ॥
 যৈছে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহারিতে ।
 পশুপক্ষীগণ তাহা দর্শন করিতে ॥
 রাধাকৃষ্ণ নাম লয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া ॥
 সেই ভাবে বীরচন্দ্র আবশ্য হইয়া ॥
 রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভু চিন্তিয়া হৃদয়ে ।
 বনশোভা দোখি প্রভু আনন্দে ভাসয়ে ॥
 এইমত প্রভু করেন বৈষ্ণব বনেতে ।
 বনশোভা দোখি প্রভুর আনন্দ চিত্তে ॥
 সঙ্গের বৈষ্ণব সব দেখি চমৎকার ॥
 সবে মানে প্রভু এই আশ্চর্য বিহার ॥
 মহাঘোর বনে যবে প্রবেশ করয় ।
 দেখিয়া প্রভুর চিত্তে মহানন্দ হয় ॥
 এই বৃন্দাবন বলি প্রেমেতে ভাসয় ।
 হা হা বৃন্দাবনচন্দ্র বলিয়া কান্দয় ॥
 প্রভু কহে যত সুখ পাইলু এই বনে ।
 এ সুখের লব নাহি বৈকুণ্ঠ ভূবনে ॥
 এই মত পথক্রমে আইলা গয়া ক্ষেত্রে ।
 'বিষ্ণুপদ' দেখি কহে জুড়াইল নেত্র ॥
 বিষ্ণুধামে যত বৈসে সব পরিষদ ॥

বৈকুণ্ঠ সমান স্থান অতুল সম্পদ ॥
 তিনদিন সেই স্থানে করিলা বিশ্রাম ॥
 দেখিলেন যত যত বিষ্ণু লীলাধাম ॥
 ব্রাহ্মণ ভূজ্ঞান প্রভু করি বহু যত্ন ।
 পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন বহু রত্ন ॥
 পথক্রমে এলিয়া আইলা কাশীপুরে ।
 মুক্তিক্ষেত্র বলি দেখিলেন বিশেষ্বরে ॥
 বিশ্রামি করিয়া করিলেন স্নান পান ।
 সবারে কহেন প্রভু মহেশ আখ্যান ॥
 পূর্বে এই কাশীধামে রহেন শঙ্কর ।
 কাশী নৃপতির তুষ্টি হইয়া দিল বর ॥
 বিষ্ণুরে জিনিব বলি বর মাগি নিল ।
 ভ্রাত্ত ভোলানাথ তাহে তথাস্ত বলিল ॥
 ববে মদ হইয়া ভ্রাস্ত দ্বারকায় গিয়া ।
 কৃষ্ণ সঙ্গে সমর করিল অভাগিয়া ॥
 রণেতে হারিয়া পুনঃ আইলা শিবস্থানে ।
 আসি জানাইল রাজা সব বিবরণে ॥
 শুনি কালানল সম হইলেন রুদ্ধ ।
 তমোগুণে ভগবানে জ্ঞান হইল ক্ষুদ্র ॥
 কাঙ্ক্ষিক গণেশ ভূত প্রেত যক্ষ দানা ।
 ব্যাকট ত্রিশূল খরিল সঙ্গে সেমা ॥
 কাশীরাজা অগ্রগামী মহদেস্ত করি ।
 পুনঃ বেড়িলেন গিয়া দ্বারকা নগরী ॥
 শুনি যতপতি অতি ক্রোধ যুক্ত হইয়া ।
 বাহির হইলা চক্র ধারণ করিয়া ॥
 অবলীলায় কাশীরাজার মস্তক কাটিয়া ।
 ষোড় হস্তে রহে চক্র নিকটে আসিয়া ॥
 শঙ্কর আপন মদে প্রভু না জানিয়া ।
 ক্রোধ করি পাশুপত দিলেন ছাড়িয়া ॥
 শিব অহঙ্কার দেখি ঈষৎ হাসিলা ।
 সদর্শন চক্র প্রতি এই আঞ্জা দিলা ॥

পাশুপত বারণ করিয়া কাশীপুরে । তথায় হইবে তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর ॥
 নিজতেজে পোড়াইয়া কর ছারখারে । সেই বারানসী শ্রায় সুরমা নগরী ।
 শিবে ত্রাস দেখাইয়া যাইবা তার সঙ্গে । সেই স্থানে আমার পরম গোপা পুরী ॥
 আজি ব্যস্ত সমস্ত করিবে তারে সঙ্গে ॥ সেই স্থান কহি শিব আমি তোমাস্থানে ।
 যে আজ্ঞা বলিয়া চক্রে অতি বেগে ধায় । সে পুরীর মর্ষ মোর কেহ নাহি জানে ॥
 ভয় পাই রুদ্র ব্যস্ত হইয়া পলায় ॥ সিদ্ধু তীরে বটমূলে নীলাচল ধাম ।
 কাশীপুর পোড়াইয়া কৈল ছারখার । ক্ষেত্র পুরুষোত্তম অতি রমা স্থান ॥
 চক্রভয়ে শিব ভ্রমিলেন এ তিন সংসার ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে ।
 শিব কহে কে রাখিবে এই চক্র স্থানে । তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥
 নিবারিতে কেহ নাই এক কৃষ্ণ বিনে ॥ সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি ।
 পুনর্বীর দ্বারকায় উপস্থিত হইল । প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥
 ধাম প্রবেশিবা মাত্র তমোগুণ গেল ॥ সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশভূমি ।
 আসিয়া কৃষ্ণের পাদপদ্মেতে পড়িয়া । তাহাতে বৈসয়ে যত জন্তু কীট কুমি ॥
 শিবেরে দেখিয়া কৃষ্ণ স্নেহ হাসিলা ॥ সবারে দেখয়ে চতুর্ভূজ দেবগণে ।
 স্ততি করে মহাদেব প্রেমাবিষ্ট হইয়া । মরণ মঙ্গল করি কহয়ে যেখানে ॥
 মত্ত শ্রায় কৈল মোরে তমোগুণ দিয়া ॥ নিদ্রাতে সে স্থানে সমাধি ফল হর ।
 তোমার নিযুক্তে আমি করি সর্ব কর্ম । শয়নে শ্রণাম ফল যথা বেদে কয় ॥
 আপনে না জানি আপনার ধর্মধর্ম ॥ প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ ।
 এমন বিকথে মোর আর কার্য নাই । কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥
 আপনার শূল রাখে আপনে গোসাঞি ॥ হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল ।
 তমগুণে কাজ নাই শুদ্ধ সত্য গুণ লব । মংস্র খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥
 নিস্পৃহ হইয়া তোমার চরণ ভজিব ॥ নিছ নামে স্থান মোর হেন শ্রিয়োত্তম ।
 এত বলি অগ্রে পড়িলেন লোটাঁইয়া । তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম ॥
 কৃষ্ণ তার হস্ত ধরি নিল উঠাইয়া ॥ সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার ।
 প্রসন্ন হইয়া তারে কহিতে লাগিলা । আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার ॥
 ভোলানাথ এমন নহিবে কতু ভোলা ॥ হেন যে আমার পুরী তাহার উত্তরে ।
 শিব কহে, 'মোর ধাম পোড়াইলে তুমি । তোমাংরে দিলাম স্থান রহিবার তরে ॥
 তোমার স্বধামেতে থাকিব এবে আমি ॥ ভুক্তি মুক্তি প্রদায়ক স্থান মনোহর ।
 কৃষ্ণ কহেন, মোর যত আছে নিত্যধাম । তথ্যে বিখ্যাত হঞা শ্রীভুবনেশ্বর ॥
 শুন শিব, তোমাংরে দিলাম এক স্থান ॥ সম্প্রতি ভুবনেশ্বর কাশীর প্রকাশ ।
 একাত্ম-কানন বন স্থান মনোহর । বজ্রমূর্তি হইয়া তাহাই কর বাস ॥

গুনিয়া অদ্ভুত পুরীর মহিমা শঙ্কর ।
 পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর ॥
 গুন প্রাণনাথ মোর এক নিবেদন ।
 মুঞিও সে পরম অহংকৃত সর্বক্ষণ ।
 তবে কি তোমারে ছাড়ি মুঞিও অঙ্গস্থানে ।
 থাকিলে কুশল মোর নাহি কোন ক্ষণে ॥
 তোমার নিকটে সে থাকিতে সোর মন ।
 তুষ্ট সঙ্গ দোষে ভিন্ন হইব কখন ॥
 এতে কেহ মোরে যদি থাকে তৃতাজ্ঞান ।
 তবে মোরে নিজ ক্ষেত্রে দেহ একস্থান ।
 ক্ষেত্রের মহিমা গুনি শ্রীমুখে তোমার ।
 বড় ইচ্ছা হইল তথায় থাকিতে আমার ॥
 নিকট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে ।
 তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে ॥
 ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন ।
 এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥
 শিববাক্যে তুষ্ট হইল শ্রীচন্দ্র বদন ।
 বলিতে ল গিলা তারে করি আলিঙ্গন ॥
 গুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম ।
 যে গোমার শ্রিয় সে আমার শ্রিয়তম ।
 যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন ।
 সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান ।
 ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বত্র আমার ।
 সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার ॥
 একান্ত কানন তোমারে দিল আমি ।
 তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি ।
 সেই স্থান আমার পরম শ্রিয়তম ।
 মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্বক্ষণ ॥
 যে আমার ভক্ত হইয়া তোমা না আদরে ।
 সে আমার মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে ॥
 এতক গুনিয়া শিব আনন্দিত হইয়া ।

ভুবনেথরেতে রহে নিবাস করিয়া ॥
 গুনিয়া বৈষ্ণবগন আনন্দিত মনে ।
 অচিন্তা ঈশ্বর লীলা কহে সর্বজনে ॥
 তারপর শ্রয়াগে করিল আগমন ।
 বেনীমাধব দেখি হইলা শ্রেমাবীষ্ট মন ॥
 তিনদিন রহি কৈলা কীর্তন নর্তন ॥
 দেখিয়া শ্রয়াগ বাসী হৈল চমৎকার মন ।
 এই মতে বৃন্দাবনে করিলা প্রবেশ ।
 দরশন মাত্রে হইলা শ্রেমের আবেশ ॥
 চৌরাশী ক্রোশে জীবজন্তু ভূম বৃন্দাবন ।
 সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করয়ে স্তবন ॥
 জয় জয় বৃন্দাবন স্থাবর জঙ্গম ।
 সবেই কৃষ্ণের শ্রিয় কৃষ্ণ দেহ সম ।
 জয় বৃন্দাদেবী তোমা মহিমা অপার ।
 কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে করুন অঙ্গীকার ॥
 জয় বৃন্দাদেবী তোমার পদে নমস্করি ।
 রাখা অনঙ্গের মোরে কর সহচরী ॥
 জয় কৃষ্ণ বলদেব বৃন্দাবন চন্দ্র ।
 আশ্রয়্যাক করি মোরে ঘুচাও ভববন্ধ ।
 এইমত প্রার্থনা করিয়া বীরচন্দ্র ।
 চলিলেন বলি বলি হা কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
 শিক্ষা গুরু প্রভু সর্ব জনেবে শিখায় ।
 আপনে করিয়া ভক্তি জগতে জানায় ॥
 প্রভু আইলেন গুনি ব্রজে বৈষ্ণবের গনে ।
 আগে আসি অহুব্রজি করে দরশনে ।
 দেবালয় হইল আনন্দ কোলাহল ।
 গৌড়েশ্বর গোসাঞিও আইলা এই স্থল ॥
 কীর্তন করিয়া চলে গৌড়ের বৈষ্ণব ।
 প্রভুর দরশনে মনে বাড়িল উৎসব ॥
 প্রভুর সৌন্দর্য দেখি বৈষ্ণবের গন ।
 সবে বলে সেই সাক্ষাৎ শচীর নন্দন ॥

পড়িলা বৈষ্ণবগণ দক্ষবৎ হৈয়া ।
 সবারে তোলেন শ্ৰুত্ব মাথে হস্ত দিয়া ॥
 শ্ৰুত্ব বলে কর সবে কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তন ।
 গাইতে লাগিলা সবে বৈষ্ণবের গণ ॥
 শ্ৰুত্ব পদব্রজে গেলা দেবালয় দ্বারে ।
 কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ আসি নাসিকা সঞ্চারে ॥
 উদ্‌ঘূর্ণা হইয়া পড়িলা সেই স্থানে ।
 বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ করেন কীৰ্ত্তনে ॥
 বহুক্ষণে সেইভাব করি সম্বরণ ।
 চলিলেন গোবিন্দে করিতে দৰশন ।
 অনিমিষে দেখেন যুগল শ্ৰীচরণ ॥
 হেরি স্বানুভাবানন্দে হৈল মগন ।
 গোবিন্দ আপদমস্তক করিয়া দৰ্শন ।
 শ্ৰীমুখ মণ্ডলে নেত্র বহিল লাগিয়া ॥
 মদনমোহনে পুঃ দৰ্শন করিয়া ।
 স্তব্ধ শ্ৰায় বহিলেন বক্ষে দৃষ্টি দিয়া ।
 বামপার্শ্বে শ্ৰীজাহ্নবা দৰ্শন করিয়া ॥
 মূচ্ছা শ্ৰায় হইয়া শ্ৰুত্ব পড়িল চলিয়া ॥
 উদ্ভান নয়ন স্থান ঘন ঘন চলে ।
 ক্ষণে স্মৃষ্ণ শ্ৰায় অঙ্গ ক্ষণে অঙ্গ ফেলে ॥
 এইমত তৃতীয় শ্ৰহর ভাবেতে ।
 তাহাতে ভাবের কত গতি শত শতে ॥
 তবেত ভক্তগণ শ্ৰুত্বকে বেড়িয়া ।
 নাম সংকীৰ্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ॥
 শ্ৰীজাহ্নবা গোপীনাথ বলেন ফুকারি ।

কতক্ষণে বাহু প্রকাশিলা হরি ॥
 হা হা জাহ্নবা গোপীনাথ প্রাণেশ্বর ।
 কুপা দৃষ্টি কর মুদ্রিও অধম পামর ॥
 আত্মসম্বরিয়া শ্ৰুত্ব মিলিলা বৈষ্ণবে ।
 দেবালয় বাহিরে আসি বসিলেন সবে ॥
 সনাতনের ভ্রাতৃপুত্র শ্ৰীজীব^১ যার নাম
 যোড়হস্তে দণ্ডবৎ কবিলা শ্ৰণাম ॥
 শ্ৰুত্ব কহিলেন ইহো কোন মহাশয় ।
 মুখা হরিদাস সব দিলেন পরিচয় ॥
 শুনি আনন্দিত শ্ৰুত্ব বহু কুপা কৈল ।
 রূপ সনাতনের গুণ কহিতে লাগিল ।
 রূপ সনাতনের অতুল এই কুন্তি ।
 ভক্তিব্রসে প্রকট হইলা শ্ৰীমূর্তি ॥
 গুনিয়াছি তুমি বড় গান্ধীৰ্য্য পণ্ডিত ।
 আমারেও শুনাইয়া মনে দেহ প্ৰীত ॥
 জীব কহেন সব তোমার চরণ শ্ৰসাদ ।
 মূকেরে স্বাবক করে না হয় শ্ৰমাদ ॥
 তথাহি—
 মূকং কৰোতি বাচালং পঙ্গুলজয়তে গিরিং
 বৎ কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দীশ্বৰং ॥
 অন্তোমিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলিলবঃ
 শৈলতাং শৈলোম্বং কনতাং তুণং কুলিশতা
 হিমং দহনতা মায়াতিয়শ্চেচ্ছালীলা ।
 দুৰ্গনিতান্ত্যাসনিলে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥

১) শ্ৰীজীব—শ্ৰীজীব গোস্বামী শ্ৰীরূপ সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্ৰীবল্লভের পুত্র ।
 শ্ৰীকপসনাতনাদির গৃহতাগ কালে শ্ৰীজীব শিশু ছিলেন । বড় হইয়া মাষের মুখে
 পিতা জেঠাঘষের গৃহতাগ ও বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রবণ করতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয় ।
 প্রথমে নদীয়ায় শ্ৰীনিত্যানন্দসহ মিলন, কাশীতে মধুসূদন বাচস্পতি সমীপে বিছা
 অধ্যয়ন । বৃন্দাবনে শ্ৰীকপ গোস্বামীর পদাশ্রয় করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, লিখন
 ও শ্ৰীনিবাস নরোত্তম শ্ৰামানন্দ দ্বারে ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্তন করেন । শ্ৰীমম্বাহা শ্ৰুত্ব তথা
 শ্ৰীকপননাতন গোস্বামীর অভিলাষিত কর্ম শ্ৰীজীব গোস্বামীদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে ।

এইমত জীব গোসাঞিও প্রভুর অগ্রেতে ।
 কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করে প্রেমের সহিতে ॥
 শুনি বীরচন্দ্র বড় প্রসন্ন হইলা ।
 প্রেমে গর গর জীবে আলিঙ্গন কৈলা ॥
 তুমারে চৈতন্য কৃপা হইয়াছে নিশ্চয় ।
 চৈতন্যের কৃপা বিনু হেন স্মৃতি নয় ॥
 তুমার গোষ্ঠিকে প্রভু বড় দয়া কৈলা ।
 শুনিয়াছি পূর্বে তার সাক্ষাৎ দেখিলা ॥
 জীব কহে, 'তুমি চৈতন্য সাক্ষাৎ ।
 মোরে কৃপা করিবারে আইলা এখাত ॥
 তোমার লীলা বুঝিতে কাহার শক্তি ।
 পুন প্রকটিলা লীলা রাখিতে ভক্তি ॥
 এই গুণ অবতার জীব নিস্তারিতে ।
 অজ্ঞানবাদিক ইহা না পারে জানিতে ॥
 কখন কি কর তুমি বেদে নাহি জানে ।
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর বেদ জানিবে কেমনে ॥
 অচিন্ত্য তুমার লীলা বেদেতে দুর্লভ
 যাহারে জানাহতুমি তাহারে মূলভ ॥
 এই অবতার তোমার অতিগুণ হয় ।
 যাহারে জানাহ সেই জানয়ে নিশ্চয় ॥
 হেনমতে জীব সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রসে ।
 হুঁ হুঁ হাব ম'হিমা কহেন প্রেমাবেশে ॥
 প্রভু ভূত্যের কথা এই কে কহিতে পারে ।
 ভক্তি বিনে কৃষ্ণের চিনিতে কেহ নাযে ॥
 এইমত কৃষ্ণ কথা অনেক হইল
 গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে বিস্তার না কৈল ॥
 প্রেম বিতরিতে বীরচন্দ্র অবতার ।
 জীবেরে শিখাইল প্রেমভক্তি তত্কার ॥
 প্রেমভক্তি সার এই জীবের কহিলা ।
 শুনি জীব গোসাঞিও প্রেমরসেতে
 ডুবিল।
 প্রভু ভূত্যে দুইজনে কণ্ঠে কণ্ঠে ধরি ।

'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি দৌহে যায়
 গড়াগড়ি ॥
 পূর্বে যৈছে কাশীপুরে শচীর নন্দনে ।
 ভক্তি তত্ শিক্ষা করাইল সনাতনে ॥
 সেইমত জীব গোসাঞিরে ভক্তিতত্ ।
 কহিলা সিদ্ধান্ত সার ভক্তির মহত্ ॥
 জীব সঙ্গে কৃপা লাভ অনেক হইলা ।
 এইকালে গোসাঞিদার্মপূজারী আইলা ।
 আসিয়া প্রভুর পদে দণ্ডবৎ কৈলা ।
 প্রভু আগে জোড়হস্তে কহিতে লাগিলা ॥
 নিবেদন গমন করেন দেবালয় ।
 সন্ধ্যা উপস্থিত হইলা আরতির সময় ॥
 আনন্দিত হইল প্রভু 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া ।
 প্রবেশ করিলা প্রভু দেবালয় যাইয়া ॥
 পঞ্চদীপ সাজাইয়া আরতি নিম্নঞ্জন ।
 জানিয়া প্রভুর করে করে সমর্পণ ॥
 আরত্রিক করিলেন যেন নিজ মন ।
 শঙ্খ জল পিঞ্চুনাদি কৈল সমর্পণ ॥
 প্রাঙ্গণে আরম্ভ কৈল কীর্তন আনন্দ ।
 শুনিয়া উন্নত হইল ব্রজবাসীবৃন্দ ॥
 পুনঃ সেই আরত্রিক পূজারী লইল ।
 প্রভুরে আরতি করি নিম্নঞ্জন কৈল ॥
 'কি কর, কি কর' প্রভু পূজারীরে কয় ।
 পূজারী কহেন, স্বতন্ত্র কাহার শক্তি নয় ॥
 যে করাপ প্রভু তুমি সেই জীব করে ।
 তোমার ইচ্ছাবিনে কেহ করিতে না পারে
 প্রভু কহে তুমি সব হইয়া পণ্ডিত ॥
 জীবেরে এমত কর না হয় উচিত ॥
 এত কহি প্রভু কিছু মন্দ হাস্য হইয়া ।
 ঠাকুর প্রণাম করে কৃষ্ণনাম লইয়া ॥
 সংকীর্তন মধ্যে প্রভু চলিয়া আইলা ।
 প্রভু দেখি ভক্তগণের কি আনন্দ হৈল ॥

সংকীৰ্তন মধ্যে প্রভু আরাভিলা ।
 কৃষ্ণনাম ধ্বনি শুনি কি আনন্দ হইলা ॥
 কীৰ্তন করেন সবে উচ্চৈঃস্বর করি ।
 'গোবিন্দ গোপাল রাম কৃষ্ণ হরি হরি' ॥
 প্রেমে পূর্ণ হৈলা প্রভু নৃত্যের আবেশে ।
 হুবাহু তুলিয়া নাচে কৃষ্ণ প্রেমবসে ॥
 নাচিতে নাচিতে প্রভু উন্মাদ হইল ।
 পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল ॥
 ভূমিকম্প হৈল হেন মানে ভক্তগণ ।
 কীৰ্তনের ধ্বনিতে ব্যাপিল ত্রিভুবন ।
 সংকীৰ্তন মধ্যে প্রভু শক্তি প্রকাশিলা ।
 সবে দেখে মহাপ্রভুর সংকীৰ্তন লীলা ॥
 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করয়ে নর্তন ।
 কতু হাস কতু শ্বস কতু বা ক্রন্দন ॥
 পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ লোমহর্ষণ ।
 ছন্দার শূন্যে ভয় পায় সর্বজন ॥
 কতু শ্বেদ কতু কম্প কতু হেন হয় ।
 দুই তিন গুন অঙ্গ সবেই দেখয় ॥
 কতু অতি ক্ষীণ অঙ্গ কখন স্তম্ভিত ।
 দেখ সকল জন হইলা বিস্মৃত ॥
 কতু দেখে শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
 রাজান মোহন বাঁশী অধরে লইয়া ॥
 কতু শুভ্রবর্ণ করে শ্রীহল মূষল ।
 কতুদেখে তপ্ত স্বর্ণ বর্ণ কলেবর ॥
 দণ্ড কমণ্ডল হস্তে কীৰ্তনের মাঝে ।
 সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি কীৰ্তনে বিরাজে ॥
 কতু দেখে অরুণ বরণ মহাজ্যোতি ॥
 কীৰ্তনে বিরাজে কোটি কন্দর্প মূরতি ।
 এইমত ভাব হইল কহনে না যায় ।
 কখন কিভাবে নাচে স্বীরচন্দ্র রায় ।
 দেখরা বিস্মৃত হৈলা ব্রজবাসী জন ।

কতু নাহি দেখি হেন অদ্ভুত কীৰ্তন ॥
 দেবালয় দেখিয়া হইল চমৎকার ।
 সবে বলে সাক্ষাৎ চৈতন্য অবতার ॥
 শুনিয়াছি মহাশ্রুতু নদীয়া নগরে ।
 সংকীৰ্তন লীলা কৈলা শচীর কুমারে ॥
 শুনিয়াছি সাক্ষাৎ দেখিলাম বৃন্দাবনে ।
 এই সে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তৈত্তে আপনে ॥
 সেইরূপ সেই তেজ সেই সংকীৰ্তন ।
 সেই ভাব সেই প্রেম সেই লক্ষণ নর্তন ।
 বৃন্দাবনে কত বা হইল শ্রেমোস্তাম ।
 কোন ভাবে কি করেন বুঝিতে দুর্গম ॥
 এইমত কীৰ্তন হইল কতক্ষণ ।
 শ্রমযুক্ত হইল যত গায়ন বায়ন ॥
 তাহা দেখি প্রভু ভাব সম্বরণ কৈলা ।
 কীৰ্তন রাখিয়া সবে বিশ্রাম করিলা ॥
 গোসাঞীদাস পূজারী যত দেবালয়জন ।
 ভক্তি করি কৈলা প্রভুর বিবিধ সেবন ॥
 প্রতদিন প্রতিকুঞ্জে কীৰ্তন নর্তন ।
 কখন বা কি একাকী যায়েন তথা মন ॥
 কখন বা নগরে কীৰ্তন করি ফিরে ।
 কখন বা নির্জন বনে যমুনার তীরে ॥
 আমলি তলাতে বসি করেন রোদন ।
 'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি হয় অচেতন ॥
 কখন বা শৃঙ্গার বটে আসিয়া বৈসেন ।
 'হা হা প্রভু নিত্যানন্দ' বলিয়া কান্দেন ॥
 কাঁহা মোর প্রাণপ্রভু নিতাই বলাই ।
 কাঁহা মোর প্রাণনাথ জীবন কানাই ॥
 কৃষ্ণলীলা স্মরি প্রভুর হেন ভাব হয় ।
 দ্বিতীয় প্রহর কতু পড়িয়া থাকয় ॥
 ভক্তগণ কৃষ্ণলীলা গায় উচ্চ করিয়া ।
 চৈতন্য হইলে যায় বসাতে লইয়া ॥

কভু রাত্রিকালে প্রভু করেন ভ্রমণ ।
 নির্জনে যাইয়া করে যমুনা দরশন ॥
 কখন বা গোপেশ্বর দর্শন করিয়া ।
 বংশীবট তটে প্রভু বৈসেন যাইয়া ॥
 বৃক্ষ শোভাবল্লী শোভা দেখি আনন্দিত
 মন ।
 বসিয়া করেন প্রভু নাম সংকীৰ্ত্তন ॥
 'জয় কৃষ্ণ বলদেব রসিক মুরারী ।
 জয় বাধা গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী ॥
 জয় বাধাগোপীনাথ জাহ্নবা প্রাণধন
 জয় জয় কৃষ্ণ জয় মদনমেহন ॥
 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
 হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
 এইমত বীরচন্দ্র উচ্চঃস্বর করি ।
 শ্রেমযোগে গায়েন গবিন্দ নামাবলি ।
 শুনিয়া কীৰ্ত্তন ধ্বনি পশু পক্ষগণ ।
 প্রভূরে বেড়িয়া সবে করেন নৃত্তন ॥
 পুচ্ছ পসারিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী ।
 বলমল জ্যাংঙ্গা রাত্রি যমুনা লহরী ॥
 যুখে যুখে মৃগ আইসে কীৰ্ত্তন শুনিয়া ।
 চঞ্চল নয়নে চারু প্রভু নিরখিয়া ॥
 কোকিল কোকিলী সব কর্ণধ্বনি করি ।
 প্রভু সঙ্গে কৃষ্ণনাম বলে মুখভরি ॥
 এইমত বৃক্ষ বল্লী বৃন্দাবন যত ।
 বাধাকৃষ্ণ নাম গায় শ্রেমে হইয়া মত্ত ॥
 এইমত প্রভু শ্রেম সুখেতে বিহরে ।
 কোনদিন যান প্রভু পুলিন ভিতরে ॥
 দেখিয়া পুলিন শোভা কি আনন্দ হৈল ।
 বৃন্দার সেবিত বন দেখি মুখ পাইল ।
 বলমল জ্যাংঙ্গা রাত্রি সুমন্দ পবন ।
 সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে নাসা পরিপূর্ণ ॥
 ফলে ফলে বৃক্ষ বল্লী অতি সুশোভন ।

দর্শন করিয়া প্রভুর চমৎকার মন ॥
 কৃষ্ণলীলা ভাব আসি উদয় হইলা ।
 'হা হা বাধাকৃষ্ণ' বলি প্রভু মূচ্ছা পাইলা ॥
 গোপীভাবে আবেশিত তদাত্ম হইয়া ।
 বাস করে কৃষ্ণ সব গোপীগণ লইয়া ॥
 মধ্যে বাধাকৃষ্ণ চতুর্দিকে গোপীগণ ।
 রাগরাগিনীর তানে মোহে কৃষ্ণ মন ॥
 গোপী সব যন্ত্র লই হস্তেতে করিয়া ।
 'তা থৈ' 'তা থৈ' তাল বাজায় বসিয়া ॥
 মধ্যে বামকৃষ্ণ দৌহ নাচতহি ভাল ।
 'তাতি না, তাতি না' তা রাজায়ত ভাল ॥
 তৈছে করত নৃত্য কিশোর কিশোরী
 কতরঙ্গ ভঞ্জে নাচে দৌহে দৌহা হেরি ।
 হস্তের চালন করিলেন বানবান ।
 তার সঙ্গে সুমধুর বলস্বার ধ্বনি ॥
 কটির হিল্লোলে বাজে কিঙ্কিনীর তাল ।
 চরণে নুপুর বাজে শুনিতে রসাল ॥
 কভু কৃষ্ণ রাই প্রিয়ারে নাচাই ।
 কত অঙ্গ ভাঙ্গি নৃত্য করতহি রাই ॥
 হস্তের চালনে কধু দুহু শ্লোথ হইলা ।
 তাহা হেরি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পাইলা ॥
 কুচপদ্ম দরশনে কি সুখ হইল ।
 সুখের সমুদ্রে কৃষ্ণ ডুবিয়া রহিল ॥
 নৃত্যাবেশে রহি তাহা কিছুই না জানয় ।
 সুখরসে ভাসি কৃষ্ণ দর্শন করয় ॥
 কভু রাই যন্ত্র বায় নৃত্য করে হরি ।
 'তাধিক তাধিক' তাল বাজায় কিশোরী ॥
 নৃত্য নাট্য করি কৃষ্ণের কানে যত মন ।
 রমিয়া রমন বরে লইয়া প্রিয়গণ ।
 কায়ে হাস্ত দান করে কাহারে চুষন ।
 কায়ে আলিঙ্গন করে কুচকাদকর্ষণ ॥

এইমত রাসরসে মগ্ন কৃষ্ণচন্দ্র ।
 রমিয়া রমিয়া কৃষ্ণ লইয়া শ্রিয়াবৃন্দ ॥
 কৃষ্ণেরে ধরিয়া গোপী করে আলিঙ্গণ ।
 ঐছে কৃষ্ণ সঙ্গ রসে মগ্ন গোপীর মন ॥
 এইমত আনন্দ কোতুকে রাসরসে ।
 বিহরিতে বিহরিতে হৈল রাত্রি শেষে ॥
 রাত্রিশেষ দেখি কৃষ্ণ ভীত প্রায় হইলা ।
 কৃষ্ণ আদর্শনে প্রভুর বাহু স্কৃতি হৈলা ॥
 'কি হইল কি হইল' বল প্রভু যে উঠিলা ।
 হেন সুখ দর্শনেতে আমাঝে বঞ্চিলা ॥
 কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন ।
 কোথা রাধা রাধাভুজা কোথা গোপীগণ ॥
 প্রভু না দেখিয়া সবে চিন্তাযুক্তগণ ।
 কোথা গেলা বীরচন্দ্র করে অন্বেষণ ।
 শয্যাতে নহিক প্রভু শূণ্য ঘর হয় ।
 কেথা গেলা প্রভু সবে হইলা বিস্ময় ॥
 দেবালয় দেবালয় চাহিলা দেখিয়া ।
 যমুনার তীরে তীরে বেড়ায় চুড়িয়া ॥
 ধীর সমীরে বংশাবট পুলিন আইলা ।
 পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা ॥
 মুখের ঘর্ষণে রক্ত চলয়ে বহিয়া ।
 ব্যাকুল হইল সবে সে দশা দেখিয়া ॥
 আস্তে ব্যাস্তে ধরি সবে প্রভুরে উঠায় ।
 নাড়িতে না পারে প্রভু বিশ্বস্তর রায় ॥
 তবে সব ভক্তগণ উচ্চঃস্বর করি ।
 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি সব বলে দুখ ভরি ॥
 কৃষ্ণনাম ধ্বনি প্রভুর কর্ণেতে পশিল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি প্রভুর বাহু দৃষ্টি হইল ॥
 নিরখিয়া দেখে প্রভু চারিদণ্ড বেলা ।
 ভাব সম্বরিয়া প্রভু স্নানেতে চলিলা ॥
 যমুনার স্নান করি বাসাতে আইলা ।

নিতাকৃত্য করি প্রভু প্রসাদ পাইলা ॥
 আচমন করি প্রভু করিলা বিশ্রাম ।
 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলি ঐম রাম ॥
 সঙ্গের বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ পাইল ।
 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলি কিছু স্থির হৈল ॥
 প্রিয় ভৃত্য আসি প্রভুর পদ সেবা করি ।
 নিদ্রাগত হৈল প্রভু কৃষ্ণলীলা স্মরি ॥
 এইমতে বৃন্দাবনে কতদিন রহিয়া ।
 রাধাকুণ্ডে চলে প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া ॥
 পাছে পাছে সঙ্গের বৈষ্ণব সব যায় ।
 'হা কৃষ্ণ চৈতন্য' বলি প্রভু চলি যায় ॥
 বল্লা বনেতে প্রভু প্রবেশ হইলা ।
 কুণ্ডতীরে আসি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
 কৃষ্ণ বলদেবের সে লীলাস্থলী হয় ।
 সখা সঙ্গ গোচারণ লীলা অতিশয় ॥
 বল্লা গাতীর কথা না যায় কহনে ।
 রামকৃষ্ণ শ্রিয় কামধেনুর সমানে ॥
 সে লীলা স্মরিয়া প্রভু ত্বরিতে চলিলা ।
 মুহূর্ত্তেকে শ্যামকুণ্ডে আসি প্রবেশিলা ॥
 যাঁহা মহাপ্রভু আসি বসিলা তমালতলে ।
 প্রভু আসি বসিলা সেই তমালের মূলে ॥
 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' বলি করেন হৃৎকার ।
 প্রভুর শ্রিয় স্থান বলি বলেন বারবার ॥
 শ্যামকুণ্ড তরঙ্গ আর তমালের জ্যোতি ।
 দেখি মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন তথি ॥
 সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ।
 পড়িয়া আছেন প্রভু আসিয়া দেখিলা ॥
 প্রভু বেড়ি করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনে ।
 সেই ধ্বনি প্রবেশিলা প্রভুর শ্রবণে ।
 'কৃষ্ণনাম' ধ্বনি শুনি প্রভুর বাহু হৈলা ।
 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বলি প্রভু হৃৎকার করিলা ॥

উঠিয়া করেন নৃত্য শ্রেমে পূর্ণ হৈয়া ।
 'হা কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ' যে বলিয়া ॥
 এইমত নৃত্যগীত করিলা স্বরঙ্গে ।
 ক্ষণে বিশ্রামিলা প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ॥
 রাখাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দরশন করি ।
 কি আনন্দ হৈল তাহা কহিতে না পারি ॥
 তবে প্রভু প্রদক্ষিণ নরি পাঁচ সাত ।
 রাখাকুণ্ড তটে আইলা ভক্তগণ সাথ ॥
 বাঁহা শ্রীজাহ্নবা আসি বিশ্রাম করিলা ।
 সেইতস্থানেতে প্রভু আসিয়া মিলিলা ॥
 একতরু তমল সেই ঘাটের উপরে ।
 মহাজ্যোতির্ময় তরু বলমল করে ।
 দিবারভুবেদী বাঁহা সোপান সুন্দর ।
 তাহে কত লীলা কৈল কিশোরীকিশোর ॥
 রাখাকুণ্ড জলক্রীড়া করি রাখা সঙ্গে ।
 বসিলা তমল তলে হস্ত কথা রঙ্গে ॥
 কৃষ্ণ অঙ্গে বেশ কৈলা ললিতা সুন্দরী ।
 রাই বেশভূষা কৈলা অনঙ্গ মঞ্জরী ॥
 কৃষ্ণমুখ হেরি রাই ইঙ্গিত করিলা ।
 সে ইঙ্গিত বসরাজ মনেতে জানিলা ॥
 অনঙ্গ মঞ্জরী ধরি অকষণ করি ।
 নিজ কোলে বসাইলা আপনে শ্রীহরি ॥
 নহি নহি কবি ধনি কৃষ্ণেরে নিবাবে ।
 ললিতা আসিয়া তবে রাখানুজা ধরে ॥
 কৃষ্ণ কহে শ্রিষে এত কাহে লজ্জা করি ।
 হাসি হাসি বেশ কৈলা আপনে শ্রীহরি ॥
 বেধভূষা করি কৃষ্ণ আনন্দ লহবী ।
 রাখানুজারি শোভা হেরে দুইনেত্র ভরি ॥
 রাখানুজারি মুখ পদোর কি মাধুরী শোভা ।
 জগত মোহন কৃষ্ণ মন হইল লোভা ॥
 মোহিত হইলা কৃষ্ণ রহিতে না পারি ।

দৃঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণ রাখানুজা ধরি ॥
 মুখপদ্মে মুখ ধরি চুষন করিলা ।
 তাহাতেই ধনি অতিশয় লজ্জা পাইলা ॥
 ভুজলতা ছাড়াইয়া কৃষ্ণ তরজিয়া ।
 হানিলা কটাক্ষ বান ভ্রুভঙ্গি করিয়া ॥
 সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ রাই পাশে আইলা
 দেখ রাধে তোমার ভগ্নী মোরে তরজিলা ॥
 হাসি রাই কহে ধুট্ট কি কহিব আর ।
 অনঙ্গের স্পর্শ পাইয়া কি ভাণ্য তোমার ॥
 এইমত কত লীলা শ্রিয়গণ সঙ্গে ।
 করিলেন কৃষ্ণচন্দ্র কত বসরঙ্গে ॥
 এইসব লীলা স্মরি বীরচন্দ্র বায় ।
 তমাল তরুর তলে গড়াগড়ি যায় ॥
 'হা হা রাখাকৃষ্ণ' বলি করেন হৃদ্ধার ।
 'হা হা রাখানুজা' প্রাণ জীবন আমার ॥
 'হা হা জাহ্নবা' প্রভু মোর প্রাণধন ।
 এত বলি বীরচন্দ্র করেন বোদন ।
 তমাল তরুর মূলে গড়াগড়ি যায় ।
 'শ্রীজাহ্নবা' 'শ্রীজাহ্নবা' বলিয়া কান্দয় ॥
 'হা হা প্রভু নিত্যানন্দ' 'হা হা গৌরহরি'
 এ অধমে লহ প্রভু আত্মসাৎ করি ॥
 গ্রেছে বীরচন্দ্র প্রভু শ্রীজাহ্নবা ঘাটে ।
 উচ্চঃস্বর করি কান্দে শ্রীকৃষ্ণের তটে ॥
 কনকের ছাতি যেন ধুলি গড়ি যায় ।
 'হা হা রাখাকৃষ্ণ' বলি করে হায় হায় ।
 এইমত বিলাপ করিয়া কতক্ষণ ।
 রাখাকুণ্ডে স্নান করি জুড়াইল মন ।
 ভোজন বিশ্রাম কৈলা ভক্তগণ লইয়া ।
 তিনদিন ছিল প্রভু শ্রেমে মত্ত হইয়া ॥
 প্রভাতে উঠিয়া 'মানস ঘাটে' করি স্নান
 পঞ্চপাণ্ডব দেখি প্রভু করিলা প্রয়াণ ॥

প্রেমেতে অস্থির প্রভু স্থির নহে মন ।
 চলিলেন বলি 'হা হা গিরি গোবর্দ্ধন ॥'
 পিছে পিছে বৈষ্ণব সব গমন করিলা ।
 'কুমুম সরোবরে' আসি প্রভু প্রবেশিলা ॥
 বসিলেন এক কেলি কদম্বের মূলে ।
 সরোবর দেখি প্রভুর প্রেম উথলে ॥
 'হা হা উদ্ধব' বলি করেন ফংকার ।
 'কাঁহা প্রাণনাথ কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর কুমার ॥
 হেনকালে সব বৈষ্ণব আসিয়া মিলিলা ।
 সঙ্গীগণ দেখি প্রভু উঠিয়া চলিলা ॥
 গজেশ্বর গমনে চলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরি ।
 প্রবেশ করিল আসি গোবর্দ্ধন গিরি ॥
 গোপীভাবে আবেশিত চঞ্চলতা মতি ।
 কৃষ্ণের 'বরহ লীলা' অস্তরেতে স্মৃতি ॥
 'হা কৃষ্ণ হা প্রাণনাথ ব্রজেশ্বর নন্দন ।'
 একবার দেখা দিয়া রাখহ জীবন ।
 গোবর্দ্ধন গিরি দেখি কৃষ্ণ স্মৃতি হইল ।
 এই 'কৃষ্ণ' বলি গিরিবরে পরশিল ।
 গিরিবর স্পর্শে কৃষ্ণ স্পর্শ হইল মানি ।
 কি আনন্দ হৈল দেহ কিছুই না জানি ॥
 সঙ্গের বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ।
 সবে মেলি কৃষ্ণনাম গাহিতে লাগিলা ॥
 বাহু পাই মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ।
 মত্ত সিংহপ্রায় প্রভু দ্রুতগতি চলি ॥
 আসিয়া প্রবেশ কৈলাদান ঘটি যথা ।
 গোপীগণ মিলি দান সাধিলেন তথা ॥
 সেইসব লীলা প্রভু করিয়া স্মরণ ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ হৈষা হইলা অচেতন ॥
 প্রেমে মুচ্ছা হইয়া প্রভু পড়িয়া রহিলা ॥
 পুনর্বার ভক্তগণ আসিয়া নিলিলা ।
 দেখে প্রভু পড়িয়াছেন স্বাসহীন হৈষা ।

দেখি ভক্তগণের প্রাণ যাস্ব নিকষিয়া ॥
 দানখণ্ড লীলা ভক্তগণ গান কৈলা ।
 শুনি বীরচন্দ্র মহাপ্রভু বাহু পাইলা ॥
 বৃন্দাবন বনে বনে করি দরশন ।
 প্রেমেতে ব্যাকুল মন জাহ্নবা জীবন ॥
 বর্ণন করিতে আমি প্রভুর চরিত্র ।
 যেন তেন মতে গাই হইতে পবিত্র ॥
 এইসব গুণ লীলা ভক্তের ভজন ।
 ভজিলে স্মরিলে পাস্ব প্রভুর চরণ ॥
 বিচ্যা সাধা নাহি মোর নাহি সংস্কার ।
 শ্লোক ছন্দ না জানিষে লিখি যে পয়ার ॥
 বুদ্ধিহীন জন মুগ্ধ করি টানাটানি ।
 কি লিখিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥
 মূর্খ জানি নিজগুণে মোরে কুপা কৈলা ।
 পতি পাবন নাম তাহাতে ধরিলা ॥
 পতিত অধম জনে করিলা নিস্তার ।
 এমন দয়াল নিধি নাহি দেখি আর ॥
 ধন মোর প্রাণ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র ।
 তাহার দ্বিতীয় দেহ রাম নিত্যানন্দ ॥
 তাহার দ্বিতীয় দেহ প্রভু বীরচন্দ্র ।
 জীব হৃদি তমোনাশে জিনি পূর্ণচন্দ্র ॥
 অভিন্ন গৌরাক্ষ দেহ ভিন্ন কভু নয় ।
 তাহাতে না কর দ্বিধা, দ্বিধা নাহি তায় ॥
 বীরচন্দ্র রূপে প্রভু পুন অবতার ।
 সত্য সত্য হইলেন শচীর কুমার ।
 নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র আমার জীবন ।
 জনমে জনমে যেন পদে রহে মন ।
 গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ বীরচন্দ্র বিনে ।
 স্বকায় বৈকুণ্ঠ পাই না লাগষে মনে ॥
 বৈষ্ণব চরণে মোর এই প্রতি অশ ।
 জন্মে জন্মে হই যেন নিত্যানন্দ দাস ॥

সবে মোরে কুপা করি পুর মনস্কাম ।
 জন্মে জন্মে প্রভু মোর হও বলরাম ॥
 বলরাম নিত্যানন্দ এই কর দয়া ।
 কুপা করি দেহ গৌরচন্দ্র পদ ছায়া ॥
 বীরচন্দ্র প্রভুর চরণ করি আশ ।

বংশবিস্তার কহেন বৃন্দাবন দাস ।

ইতি—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার গ্রন্থের
 অন্তর্লীলায়াং শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণং নাম
 দশম স্তবক ।

পরিশিষ্ট

শ্রীমৎ অভিরাম গোস্বামী কৃত—

শ্রীগঙ্গাস্তবনম্

শ্রীনিত্যানন্দনন্দিতৈঃ নমঃ ।

শ্রীরাধাযুগপদ্ধিরিশ্চমুদিতৌ গোলকমধৌ মিথঃ,

প্রেমাবিষ্ট তয়া পরা বিগলিতৌ তদন্ত গঙ্গাবনৌ

সা ত্বং সূর্যাসুতা সুতা হি কুপয়া জাতাধুনাধিশ্বরি,

নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥১৥

মতাস্তেহবনৌমণ্ডলে দশহরা শ্রীজন্মযাত্রাতিথিঃ,

খ্যাতা ত্বং দশজন্ম পাপমনীদানীং পুনঃ সা হি সা ।

গুঢ় তদ্বহনমন্তুতমিদং উক্তৈ কবেতং ধ্রুবন,

নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥২৥

লীলা তে পরমাত্মতা বলসুতা শ্রীসুতিকা মন্দিরে,

সুগং স্বাং ত্যজতীং পিতা সমদিশং জ্ঞাত্বা প্রভু জাহ্নবীম্

শ্লিষ্যোনাং তদনঙ্গমঞ্জরি হরিরূপাং হি শিষ্যাং কুরু,

নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥৩৥

ইখং বৈতদনঙ্গমঞ্জরি মুখাস্কুতা যুগোপাসনং,

জাতাহ্লাদমনা ভূষণং প্রভু সুতে স্তম্ভ নিশীথ প্রিহম ।

সর্বানুব জনান প্রিহৌ চ পিতরৌ স্তশ্রেয়ি চামজ্জুং,

নিত্যানন্দ সুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥৪৥

স্বাং বৈ দেবগণা মুঝারিপি চ শ্রীশঙ্করোহপীশ্বরঃ,

সেবিত্বা পরমাদরেণ কৃতিনৌ যেহস্মৈ মনুষ্যা পরে ।

সংসিদ্ধিং পরিলেভিরে ভগবতঃ পাদাসু মাঃ স্ততে,

নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরামঞ্জরি ॥৫৥

শ্রীদামা হি সখা প্রভোবনুচরঃ পর্ধ্যোমাহং কুতলঃ,

তত্ত্বস্ত কুতঃ কুতঃ সমজনি জ্ঞাতুং সমস্তং ব্রজে ।
 জানে দ্বাদশধা প্রমণ্য হসতীং প্রথীং স্বকাং চাক্ষতাং,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥৬।
 দেবী হং দ্রবকপিনী প্রথমতঃ পশ্চান্নহারুপিনী,
 সাক্ষাৎসুখমন্মথা বসনিধিঃ কৃষ্ণস্ত্র বামে স্থিতা ।
 পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসিনী ভগবতি-শ্রীরাধিকা শিষ্যিকা,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥৭।
 মাতস্তচ্চরণো ভক্তান্তি পরমা যে কেহপি বা কেনচিন,
 নামাভাসভূতা তথা কিমু পুনর্বিজ্ঞান মাত্ৰেন তে ।
 তেবামিষ্টগতিং দদাসি কৃপয়া কৃপয়া কৃষ্ণ স্বরূপে কিল,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥৮।
 অদ্বৈতাদি গদাধর প্রভৃতয়ঃ শ্রীবাসরামো হরিঃ,
 নিত্যানন্দ শচীস্মৃতৌ নবহরির্বক্রেশ্বরো বাথঃ ।
 শ্রেমার্থ পরিসেবিতা ভগবতি শ্রীপ্রেমনীরে তব,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥৯।
 হং হি শ্বেত বিশুদ্ধ চম্পকনিভা শ্রীকৃষ্ণ কান্তা শ্রিয়া,
 নিত্যানন্দ গৃহেইধুনা বিহরসি শ্বেচ্ছ ময়ী লীলয়া ।
 পিত্রানন্দ বিধায়িনী হরিময়ী ভাগিরথী জহুবী,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥১০।
 যে চ হাং ভুব ভাবুকা অনুগতাঃ প্রোয়ো বরামঞ্জরি,
 সেবন্তে মনসা সমুজ্জ্বলনস্বীরাগানুম গর্তঃ ॥
 তেভ্যঃ কান্তক সেবনং হরিপদং সংপ্রাশয়ন্ত্যাশচ বৈ,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥১১।
 ধংসে হং বহুধা বপুংষি জর্ননি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যথা,
 কার্ধ্যার্থং নিতরাং বিভান্তি কলয়া তাত্ত্বয় লীলাস্তব ।
 মূলং কিন্তু মনোহরং বপুঃপিদং য ন্ম তস্মা দর্শতে
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥১২।
 যদ যং তীর্থ মিহান্তি বিশ্বজননি প্রার্থ্যং পবিত্রং পরং,
 সান্নিধ্যাচ্চ হরে স্ববাগি মুনিভিঃ সংকীর্তিতং পূর্বজৈ ।
 কে জানন্তি মহত্বমদ্ভূত মহো জানন্তি জানন্ত বৈ,
 নিত্যানন্দ স্মৃতে প্রসীদ বরদে প্রোয়ো বরামঞ্জরি ॥১৩।

শ্রীচৈতন্য হরেঃ প্রকাশ সময়ে পদ্মাবতী নন্দনাং,
 রূপাচ্ছৈব বলাং স্বয়ং ভগবতো যা জন্মলীলা কৃত্বা ।
 কল্লোলান্ববনং গৃহস্থ নিতাং প্রেমাকি সংমজ্জনী,
 নিত্যানন্দ সুতে প্রসাদ বরদে প্রেল্লো বরামঞ্জরী ॥১৪।
 দৃষ্টা ঙ্গ নববালিকা ততো জ্রবময়ী তস্মাং বরামঞ্জরী,
 শ্রীমন্মমঞ্জরী মধ্যগা নিধুবনে কুঞ্চস্থ বামে স্থিতা ।
 পাদাঙ্গুষ্ঠ নিবাসী নিজগগান্ সংভোজয়ন্তী হরিসু,
 নিত্যানন্দ সুতে প্রসাদ বরদে প্রেল্লো বরামঞ্জরী ॥১৫।
 দেবিভং বৃষ ভানুজা সুখকরী শ্রীমঙ্গরীনাং গণাস্তা-
 মারাধ্য,

সুহৃৎভাং ব্রজভূবি শ্রীশ্রেমমূর্তিং কিল ।
 চৈতীং বৃত্তিমবাপুরিজিতধিয়ঃ শ্রীপ্রাণনাথাস্তিকে,
 নিত্যানন্দ সুতে প্রসাদ বরদে প্রেল্লো বরামঞ্জরি ॥১৬।
 শ্রীবৃন্দাবন কেলি-কুঞ্জ মদনে শ্রীরত্ন সিংহাসনে,
 রাখানন্দ সুতো মুদা বিলাসিতো তদাসিকানাং গণৈঃ
 যস্তান্তে বচসা শ্রুসে বয়দথো শ্রীরূপমঞ্জর্যাসৌ,
 নিত্যানন্দ সুতে প্রসাদ বরদে প্রেল্লো বরামঞ্জরি ॥১৭।
 রূপং তে মধুবং পরাংপরতরং মূলং হি দৃষ্টং ময়া,
 শ্রীমত্যাশ্চরণ প্রসাদ বলতো জ্ঞাতঞ্চ তৎ কিঞ্চং ।
 মাতা ঙ্গ হিতকারিণী কুপয়ং মাং দেহি পদং মুর্ছনিঃ
 নোপেক্ষ স্ব দয়া সুধাকি হৃদয়ে ভৃত্যং নিজং

সর্ব্বথা ॥১৮

এতচ্ছীপাদ কণ্ঠা গুণগণ মহিমোৎকীৰ্ত্তনং দীপ্তভাবং,
 সাক্ষাদ জ্ঞানমূলং শময়তি সুমহৎ কীর্ত্তিদং তাপহন্তৃ ।
 সর্ব্বথাং পাপসংখস্তোপশম জনকং প্রে সম্বন্ধ কঞ্চ,
 ভক্ত্যা যুক্তো পঠেদ্ যঃ স জীয়তি সততং

শ্রেমমালাং লভেত ॥১৯

গোপালোহরং প্রসিক্তা ব্যরচয়মমৃতং রামদাসো
 হি নান্না,
 স্তোত্রং শাস্ত্রার্থ-সারং কলিমলমথনং দেবি ভূতস্তবাস্মি ।
 কিন্তুজ্ঞস্থানে যে ভগবতি কুপয়া বাচিতং
 ফোয়িতং যং,
 তং সম্পূর্ণং ভবেৎ পদযুগ কমলে বর্ণিতকাস্ত
 নিত্যম্ ॥২০

ইতি শ্রীঅভিরাম গোস্বামী কৃতং শ্রীনিত্যানন্দসুতাগঙ্গাস্তোত্রং সর্ব্বাপরাধ
 ভঞ্জনং নাম সমাপ্তম্ ।

বঙ্গাবুবাদ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু ।
 জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাসিন্দু ॥
 জয় শ্রীঅদ্বৈত জীবের জীবন ।
 জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদিগণ ।
 জয় জয় শ্রীজাহ্নবা শ্রীবনুধা জয় ।
 জয় জয় বীরচন্দ্র জীবের আশ্রয় ॥
 জয় জয় গঙ্গামাতা ভুবন পাবনী ।
 নিত্যানন্দ কঙ্কারূপে জন্মিল অবনী ॥
 ব্রজের শ্রীদাম সখা ঠাকুর অভিযাম ।
 লীলার সহায় লাগি এল গোড়ধাম ॥
 প্রণমিয়া প্রকাশিল যত গৌরগণ ।
 গঙ্গা-বীরচন্দ্র গুন জানায় ভুবন ॥
 প্রভু নিত্যানন্দ কঙ্কা গঙ্গাঠাকুরাণী ।
 মহিমা জানাল তাঁর গাতি স্থব বানী ॥
 গোলকেতে বিরাজিত যুগলকিশোর ।
 দৌহারে হেরিয়া দৌহে ভাবেতে বিভোর
 সহসা বিরহ স্ফুর্তি দৌহার হইল ।
 মনন সলিলে খেত জল নিকসিল ॥
 তাহাতে জন্মিল গঙ্গা ভুবন পাবনী ।
 তেহ সূর্য্য স্মৃতার স্মৃতা বিদিত অবনী ॥১।
 ওহে গঙ্গাদেবী, দশহায়ায় আবির্ভাব ।
 সেই শুভ তিথির হয় অদ্ভুত প্রভাব ॥
 এই শুভ তিথিতে তোমায় করিলে অর্চন
 দশ জন্মার্জিত পাপ প্রশমিত হন ॥
 ভক্তজন জানে মাত্র তোমার মহিমা ।
 সর্বগতি দাত্রি তুমি করুণার সীমা ॥২।
 আবির্ভূতা হয় তুমি স্মৃতিকা মন্দিরে ।
 স্তন না করিলে পান, মাতা উদ্ভিন্ন অস্তরে
 অস্তরে জানিয়া কহে প্রভু নিত্যানন্দ ।
 জাহ্নবা অর্পহ মন্ত্র বাউক সব দ্বন্দ ॥

তবেত জাহ্নবা দেবী যুগল মন্ত্র দিল ।
 মন্ত্র পায়া গঙ্গাদেবী স্তন পান কৈল ॥
 তবে মাতা পিতাদিক সব সুখ মন ।
 গঙ্গার মহিমা হৈল বিদিত ভুবন ॥৩-৪॥
 শঙ্করের শিরভূষা সেব্য দেবগন ।
 কৃষ্ণের আদর পাত্রী ভুবন পাবন ॥
 পরম আদরে তোমায় মনুষ্যের গণ ।
 সেবিয়া লভ য সিদ্ধি কৃতার্থ জীবন ॥৫॥
 ব্রজের শ্রীদাম আশ্রি কৃষ্ণ অমুচর ।
 গণসহ প্রভুর লাগিল ভ্রমি চরাচর ॥
 দ্বাদশ প্রানামে তোমার শক্তি জানিল ।
 অক্ষত দেহ, হাস্তানয়ন তোমায় হেরিল ॥
 তবেত জানিল তোমা নিজ প্রভুশক্তি ।
 তোমার শরনে জীবের উপজে ভক্তি ॥৬।
 জলরূপী রূপে তোমা করেছি দর্শন
 মহারূপময়ী হেরি গে বিন্দু সদন ॥
 শ্রীরাধার শিষ্যরূপে পদাঙ্গুষ্ঠবাসিনী ।
 রাধাকৃষ্ণ সেবা পরাভক্তি স্বরূপিনী ॥৭॥
 নামাভাষে কর জীব অশীষ্ট প্রদান ।
 প্রদ্বাষ ভজয়ে যথা কি গতি তাহান ॥
 নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গৌরান্দুন্দর ।
 রাম-হরি শ্রীধাস নরহরি-বক্তেশ্বর ॥
 শ্রীরাঘবাদি যত হয় গৌরাজের গণ ।
 তব নীর সেবয়ে সদা প্রেমের কারণ ॥
 কৃষ্ণকান্তা প্রিয়া খেত চম্পক বরনা ।
 ভাগীরথী জাহ্নবা তুমি জন্মিলে অধুনা ॥
 স্বেচ্ছাবশে নিত্যানন্দ গৃহে আবির্ভাব ।
 পিতামাতার সুখ দিয়া দেখিলে প্রভাব ॥
 প্রেম-বরা মঞ্জরী তুমি তুমি ভুবন পাবনী
 তব অনুগতা জনের মহিমা কি জানি ॥
 রাগানুগা মার্গে ভজে তোমার শরনে ।

কৃষ্ণপাশে কাঙ্ক্ষাক্রমে কবাও সেবনে ॥১১ দাদীগণ পরিবৃত্তা শ্রীরূপমঞ্জরী ।
 সর্ব অবতার মূল কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে । বাধামাধবে সেবে তোমা আজ্ঞা
 ধর্ম সংস্থাপনে অংশ করসে ধারণে ॥ অনুসারী ॥১৭
 সেরূপ তুমিত জীবের পাবন কারণ । সর্ব মাধুর্যের নিলয় তোমার স্বরূপ ।
 জলময়ী মূর্তি আদি করহ ধারণ ॥ বাধার প্রসাদে আজি হেরি যে সেরূপ ॥
 আজিত যে মূর্তি মোরে করালে দর্শন । তোমার তত্ত্ব মুই কিছু জানিহু এখন ।
 সকলের মূল ইহা জানিল কারণ ॥১২ হিতকারিণী জননী কৃপা কর প্রদর্শন ॥
 ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত যত মহাতীর্থগণ । কৃপা করি শ্রীচরণ শিরে কর দান ।
 শ্রীহরি ও সান্নিধ্যে তোমা হইল এমন ॥ উপেক্ষা নাহিক কর কব ভৃত্য জ্ঞান । ৮
 পূর্ব মহর্ষিগণ কহে এই কথা । নিত্যানন্দ সুভাগজার যেবা গুণ গায় ।
 অপূর্ব মহিমা তব কে জানে সে গাথা ১৩ ভাবমাধুখে দীপ্ত হয় তাহার হৃদয় ॥
 গৌর অবতারে বলগাম আগমন । অজ্ঞান অবিদ্যানাশ মহতীকীর্তি দান ।
 নিত্যানন্দ নামে পদ্মাবতীর নন্দন ॥ পাপ নাশি শ্রীমাধবে সম্পর্ক বিধান ॥
 নিত্যানন্দ ঘরে তুমি যবে জনমিলে । ভক্তিভাবে এই স্তব যে করে পঠন ।
 প্রেমসমুদ্রে সবায় মার্জিত করিলে ॥১৪ সর্বত্র বিজয়ী লভে শুদ্ধ ভক্তিদান ॥১৯
 প্রথমে নববালিকা রূপ করিলু দর্শন । অভিরাম দাস আমি ব্রজের গোপাল ।
 দ্রবময়ী মূর্তি পাছে পাইলু দর্শন ॥ এ স্তব রচিলু আমি ভৃত্য সর্বকাল ॥
 বরাপ্রেমমঞ্জরী রূপে মঞ্জরীর মাঝে । শাস্ত্র সার কলিমলমখন স্তবামৃত ।
 মাধবের বামে হেরি নিধুবন মাঝে ॥ আজ আমি তব কৃপায় হইল ফুরিত ॥
 পাছে হেরি মাধবের পদাঙ্গুষ্ঠ বাসিনী । সম্পূর্ণ হউক তব চরণ প্রসাদে ।
 নিজগুণে কর সব হরি সোহাগিণী ॥১৫ কৃষ্ণমাঞ্জলি রূপে অপিত শ্রীপদে ॥২০
 বাধার সুখদায়িনী তুমি তার পরিজন । ব্রজের শ্রীদাম সখা অভিরাম নামে ।
 প্রেমমূর্তি মতীরূপে সেবে মঞ্জুরীর গণ । এ স্তব রচিয়া কৈল তুবন পাবনে ॥
 তোমা সেবি লভে প্রাণনাথের সেবন । নিত্যানন্দ সুভাগজার মহিমা গাহিল ।
 ই ক্রমে মাধবের কর সন্তোষ সাধন ॥১৬ পরম অমৃত বস্তু কিঞ্চিৎ আশ্বাদিল ॥
 বৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে বস্তু সিংহাসনে । অভিরাম পাদপদ্মে করিয়া স্মরণ ।
 বিহরয়ে শ্রীরাধামাধব সুখ মনে ॥ কিশোরী করিল তার উচ্ছিষ্ট চর্চণ ॥

এ তিন ভূবন মাঝে, শ্রীগৌর মণ্ডল সাজে,
 তার মাঝে খড়দহ গ্রাম ।
 কিংবাসে গ্রামের শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
 গোলোকসমান সেই ধাম ॥
 তথা বৈসে নিত্যানন্দ, পরম আনন্দ কন্দ,
 যাহার তুলনা নাহি আন ।
 মহাপ্রভু আজ্ঞা মতে, উদ্ধারণ দত্ত সাথে,
 অম্বিকা নগরে প্রভু যান ॥
 দেখিয়া সে রূপছটা, মনেতে লাগিল ঘটা,
 মনেতে প্রণমে প্রভু স্থান ।
 প্রভু দেখি কক আদি, মনের নাতি নুরতি,
 অনিমিখে মগপানে চান ॥
 শ্রীগৌরাজ্ঞ আক্রামজে, পণ্ডিত গোসাঞি সাথে,
 মন মন ভাবিতে লাগিল ।
 লোকবাহ্য কবি ভষ, সূর্যাদাস নাহি কষ,
 বিবেচনা করিতে লাগিল ॥
 দেখিয়া সে ভিন্ন ভাব, উদ্ধারণ মহাভাব,
 ক্ষণকাল বহিতে নাথিল ।
 প্রভুপাদে কবি সজে, বটবৃক্ষ তলে বজে,
 গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিল ॥
 হেথা শ্রীজাহ্নবা মাতা, প্রভুর গমন কথা,
 শ্রুনিয়া সে মূৰছিত ভেল ।
 প্রভু অদর্শন বিয়ে, শ্রীজাহ্নবা মর্মপশে,
 হাহাকাব পণ্ডিতের কল ॥
 সূর্যাদাস ধেষে যেষে, গৌরদাস স্থানে কষে,
 ইতিবদ কহেন সকল ।
 শ্রুনিয়া সকল কথা, কহে কোথা কোথা কথা,
 দুই ভাই যাবটে চলিল ॥
 ধাবটে গঙ্গাব ঘাটে, বট বৃক্ষের নিকটে,
 অপকপদৌহে নিবথিল ।
 দৌহে কবি পরনাম, কঙ্কারত্ন দেহ দান,
 কবযোড় কহিতে লাগিল ॥
 অবধূত নাতি জাতি, কিবা জানি চন্দ্রমতি,
 কথা কিছু বুঝা নাহি যায় ।
 দেখিয়া আকৃতি অতি, কি দিবে কহ সুমতি,
 গৌরীদাস কঙ্কা দিব ভাষ ॥
 গঙ্গাতীরে পাঠ কথা, ত্রিবে চলিলা তথা,
 প্রভু চলে দুই ভাই মনে ।

ঘরে গেল নিত্যানন্দ, দূরে গেল নিরানন্দ,
 প্রভু যায় কহ্য পরশনে ॥
 পরশি রসের অঙ্গ, বিষজ্বর হৈল ভঙ্গ,
 দূরে গেল বিপদ সকল ।
 প্রাতঃক লে ছইভাই, লোকাচার অনু যাই,
 যাহা কিছু করিল সকল ॥
 শুভদিনে শুভক্ষণে, বসুধা জাহুবা সনে,
 নিত্যানন্দ প্রভুর মিলন ।
 নানা যৌতুক লইয়া, খড়দহ গ্রামে যাইয়া
 ঘটা সে করিল উদ্ধারণ ॥
 গ্রামবাসী সর্বজনে, যুগলরূপ দরশনে,
 যৌতুক হাতে ধেষে আইল ।
 কেহ বস্ত্র অলঙ্কার, দ্রব্য দেখে ভার ভার ॥
 বসুধা জাহুবা হর্ষ হৈল ॥
 গ্রামবাস যতজনে, বহুল অন্ন ব্যঞ্জনে,
 তুষিলেন নিত্যানন্দ রায় ।
 একপে কতদিনে, বসুধা জাহুবা সনে,
 নিত্যানন্দ প্রভুর বিজয় ।
 তবে কত দিন পরে, বসুধার অঙ্কো পরে,
 গর্ভ সুলক্ষণ প্রকাশয় ।
 কাল পূর্ণ হোলে পনে, বসুধার অঙ্কো পরে,
 প্রভুর সম্মান শোভা পায় ॥
 গ্রামবাসী পুরবাসী, সবমে আনন্দে ভাসি
 ধাওয়া খাই দেখিবারে যায় ।
 প্রভু ভূতা অভিরাম, স্তনিয়া সে পূর্ণ কাম,
 প্রভু সম্মান প্রণমিতে যায় ॥
 প্রণমিতে মুক্ত হয়, এই রূপ ছয় যায়,
 বিবাদিত নিত্যানন্দ রায় ।
 দেখিতে দেখিতে ক্রমে শুভদিনে শুভক্ষণে,
 তারাগণ হইল উদয় ॥
 হস্তা আদি শুভ তারা, শুভদিন দশহরা'
 ভগীরথ যোগ প্রকাশিল ।
 সেই শুভ যোগ পাঞা, সুরধনী গঙ্গা যাত্রা,
 খড়দহে প্রকাশ হইল ॥
 শঙ্খ চন্দ্রভি বাজে, ঘণ্টা আদি জয় গাজে,
 মুদঙ্গ সানাই সে বাজিল ।
 সেই ঘটা বোল মাঝে, শঙ্খ ছলাছলী বাজে,
 দেবগণ পুষ্প বরষিল ।।
 এ কথা স্তনিয়া তবে, অভিরাম মহাভাবে,
 স্তনিকা গহ মাখ খাইল ।
 দেখিয়া সে প্রভু সূতা, মৃদুসন্দ হাস্য যুতা,
 প্রণতিয়া অন্ন পাঠ কল ॥
 শ্রীপ্রেমমঞ্জরী দেবী, তবপদে এ নিবেদি,

ভবপদে রহে যেন মন ।

এইরূপে কতদিনে, মাধব আচার্য্য সনে,

শ্রভ সুতা কৈল সমর্পণ ॥

শুভ দিনে শুভক্ষণে, জামাতা কঙ্কার সনে,

বসুধা জাহুবা মাতা আইল ।

হয়ে স্নেহ বশীভূতে, নিজ সেবা গোপী নাথে,

কঙ্কাস্থনে চর্মপণ কৈল ॥

সুখ সাগর গ্রামেস্থিতি, সেবা করে নিতি নিতি,

সুখের নাহি পারাবার ।

গঙ্গার হইল তিন পুত্র, নম্বন প্রেম গোপাল সূত্র,

এইরূপে করিলা নির্দ্বার ॥

নম্বনানন্দ কৌতুকী, গোরা প্রেমে অনুরাগী,

আকুমার বৈরাগ্য যাহার ।

শ্রেমানন্দ মতিমান, রায়ে ভ্রমে নানা স্থান,

শ্রীরাধা মাধব সেবা য়াঁর ॥

বংশধর বর্তমান, বাঢ়ে স্থিতি নানা স্থান,

কাটোয়া কালিকাপুরে গাদি ।

শ্রীরাধা মাধব বত, সেবা করে নানা মত,

তুলনার নাহিক অবাধ ॥

গোপাল বল্লভ স্থানে, জগদীশ কঙ্কাদানে,

বৈবাহিক সূত্রেতে গ্রীথিল ।

গোপালের পুত্র চারি, রামকানাই জ্যেষ্ঠ তারি,

নামে য়াঁর গঙ্গাপার কৈল ॥

দামোদর গোপীনাথ, কঠেতে করিয়া সাধ,

তেতুল তলায় বাস কৈল ।

কাপ বক্ষ বর্তমান, শ্রভুপাশ বিড়মান,

জীরাট গ্রামে স্থিতি কৈল ॥

সেই হোতে এ পর্য্যন্ত, সেবা চলে গুণবন্ত,

ত্রিভুবন ময় য়াঁর খ্যাতি ।

সেই পাব আশেঁ দাঁড়াইয়া এক পাশে,

দ্বিজ গোবর্দ্ধন করে স্তুতি ॥

শ্রীশ্রীরাধাবিনে দৌ বিজয়েতাম্

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

হইতে

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রী পাটের ঘঠাধ্যক্ষ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ও ছুঃপ্রাপ্য

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী ।

- ১) শ্রীচৈতন্যভোবা মাহাত্ম্য—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনী-সহ), ২) জগদ্ধর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত— ভিক্ষা সাত টাকা, ৩) গোড়ীষ বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—ভিক্ষা দেড় টাকা, ৪) গোড়ীষ বৈষ্ণব তীর্থ পথটন— ভিক্ষা কুড়ি টাকা (পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি স্টেশন চিহ্নিত করিয়া তীর্থে গমনের পথ নির্দেশ, স্থান মাহাত্ম্য, ফটো আদি বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভূত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ), ৫) নিক্যানন্দ চরিতামৃত— ভিক্ষা দশ টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিবচিত), ৬) অভিরাম লীলামৃত—ভিক্ষা ত্রিশ টাকা (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে নবদ্বীপে এসে ‘অভিরাম গোপাল’ নাম ধরলেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী), ৭) ব্রজমণ্ডল পরিচয়— ভিক্ষা সাত টাকা (শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মার্গত্ম্যসহ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর বিবরণ), ৮) গৌরাজের ভক্তিধর্ম—ভিক্ষা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা (শ্রীগৌরাজদেবের উপদেশাবলীর সঙ্গে গোড়ীষ বৈষ্ণব ধর্মের বিপর্যয় তথ্য শ্রীরূপ কবিরাজের ভক্তিধর্ম বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিহাস), ৯) সীতাদৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ— ভিক্ষা চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবনীসহ), ১০) সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ— ভিক্ষা তিন টাকা সখ্যভাবশ্রয়ী সাধকের সাধন সহায়ক একটি প্রাচীন গ্রন্থ), ১১) গোড়ীষ বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়— ভিক্ষা দশ টাকা (গৌরাজ পার্শ্বদেবের বিবচিত কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য-সঙ্গীতাদি গ্রন্থাবলীর তালিকা, গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় ও লিখনকালাদি আলোচিত রহিয়াছে), ১২) গৌরভক্ত্যামৃত লহরী—ভিক্ষা (১ম খণ্ড) দশ টাকা (২য় খণ্ড) দশ টাকা (৩য় খণ্ড) বার টাকা (৪র্থ খণ্ড) দশ টাকা (৫ম খণ্ড) দশ টাকা (ষষ্ঠ খণ্ড) বহুস্থ (পঞ্চাশতাধিক শ্রীগৌরাজ পার্শ্বদেবের জীবন চরিতমূলক গ্রন্থ চার খণ্ডে প্রকাশিত। আরও কয়েক খণ্ড ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে), ১৩) সাধক স্মরণ— ভিক্ষা দুই টাকা পঞ্চাশ

পরসী (ভক্তি সাধকগণের সহায়ক স্বব স্তোত্র, অষ্টক, প্রনাম, কীর্তনাদি), ১৫)
 বাধাকৃষ্ণ গৌরাজ গনোদেশাবলী—(১ম খণ্ড) পাঁচ টাকা, (২য় খণ্ড) পাঁচ টাকা
 (১ম খণ্ডে ত্রীকুপ গোনামী বিরচিত ত্রীকৃষ্ণপার্বদ পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থ লঘু ও বৃহৎ
 ত্রীবাধাকৃষ্ণ গনোদেশ এবং ত্রীগৌরাজ পার্বদগণের পূর্বাভতার বিষয়ক কবি
 কর্ণপুর বিরচিত ত্রীগৌর-গনোদেশ দীপিকা) (দ্বিতীয় খণ্ড ত্রীরামাই পণ্ডিত,
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বলরাম দাসের গৌর-গনোদেশ দীপিকা সম্বলিত), ১৫)
 ত্রীনিভাভজন পদ্ধতি—(১ম খণ্ড) দশ টাকা, (২য় খণ্ড) পনের টাকা, (প্রথম
 খণ্ডে বৈষ্ণবীয় নিত্যকর্ম পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, অষ্টক, প্রনাম, কামবীজার্থ প্রভৃতি
 দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব সদাচার, নিশান্ত ভোগাবতী, সন্ধারতি, অধিবাসাদি কীর্তন ।
 নিকুঞ্জরহস্য স্তবাদি বর্ণিত রহিয়াছে), ১৬) ত্রীত্রীঅভিরাম লীলারহস্য—ভিক্ষা
 সাত টাকা, ১৭) বিগুহ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—ভিক্ষা দুই টাকা পঞ্চাশ পরসী
 (গায়ত্রীসহ ত্রীমন্ত্র পঞ্চতত্ত্ব ৪ বাধাকৃষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি),
 ১৮) পঞ্চাশত বার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (ত্রীগৌরাজদেবের আবির্ভাব
 রহস্য ও লীলা সময়কাল নিরূপণ তৎসঙ্গে বহু গবেষণামূলক তথ্য রহিয়াছে),
 ১৯) শুভাগমনী স্মরনিকা—ভিক্ষা এক টাকা (কুমারহট্ট গ্রামে গৌরাজের
 শুভাগমন কাহিনী), ২০) অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—ভিক্ষা চর টাকা, ২১)
 ত্রীঅনুরাগবল্লী—ভিক্ষা সাত টাকা, (ত্রিনিবাসাচার্য চরিতমূলক গ্রন্থ), ২২)
 ত্রীগৌরাজ অবতার রহস্য—ভিক্ষা চর টাকা পঞ্চাশ পরসী, ২৩) সপার্বদ ত্রীগৌ-
 রাজ লীলা রহস্য—ভিক্ষা ৮০.০০ ২৪) শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের চরিত্র)
 ভিক্ষা দশ টাকা ২৫) ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামানন্দোদয়—ভিক্ষা পাঁচ টাকা ।

In Care of Madhabananda Das
 Please Return